আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার একপঞ্চাশৎ গ্রন্থ

নাচওয়ালী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ

১৩২৭, বৈশাখ

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ

স্বনামধন্য সুসাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত জলধর সেন

মহাশয়ের

কর-কমলে

শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

এই গ্রন্থ

অর্পিত হইল।

ইতি—

গ্রন্থকার

নাচওয়ালী

১

প্রিয়নাথবাবু প্রাতভ্রমণ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। এটি তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল, প্রায় ৫।৭ বৎসরের অভ্যাস। কোনও দিন, একেবারে অলঙ্ঘনীয় ব্যাঘাত না হইলে, তিনি এই অভ্যাসকে অতিক্রম করেন নাই। প্রত্যহই উষার প্রথম আলোক-দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে রাস্তায় বা গোলদীঘির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতে পাওয়া যাইত।

পথে আসিতে আসিতে দেখিলেন একস্থানে একটি ছোটখাট জনতা। কলিকাতা আজব সহর; ইহাতে একদিনও হুজুকের অভাব নাই। সেইজন্য সেদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত না করিয়াই, আপন মনে চলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু জনতার নিকটবর্ত্তী হইতেই, মেয়ে-গলার গান শুনিতে পাইলেন। সঙ্গে নূপুরধ্বনি, হারমোনিয়ম ও বেহালার সঙ্গত। এত প্রভাতে রাস্তায় কিসের মজ্‌লিস্ দেখিবার জন্য একটু আগ্রহ হইল। ভিড়ের মধ্যে যাইয়া

দেখিলেন দু'টি লোক, পরণে কাপড়-চোপড় হিন্দুস্থানীর মত, বেহালা ও হারমোনিয়মের সঙ্গত করিতেছে ; আর একটি ১৫।১৬ বৎসরের মেয়ে নাচিয়া নাচিয়া গান গাহিতেছে। প্রিয়নাথবাবু সমস্তটা শুনিতে পান নাই, যেটুকু শুনিলেন তাহা তাঁহার নিকট বড়ই মিষ্ট লাগিল। গাহিতে গাহিতে মেয়েটি একটি 'চটা-উঠা' এনামেলের ডিসে পেলা সংগ্রহ করিবার জন্য দু' একজনের নিকটে গেল। লোকগুলি এতক্ষণ হাঁ করিয়া গান শুনিতেছিল, কিন্তু এখন দেখিল যে এই গান শুধু শুনাইবার জন্য নহে, তখন একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল। মেয়েটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রিয়নাথের নিকটে আসিতেই, তিনি পকেট হইতে কিছু বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিলেন। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে হাত আর বাহির হইল না।

মেয়েটিকে দেখিতে কৃশ, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক সৌন্দর্য্য! রঙ্‌ সম্পূর্ণ গৌর নহে, একটু—কিন্তু খুব একটু—শ্যামের দিকে টান্‌ আছে। মুখখানিকে বিশ্লেষণ করিয়া কীর্ত্তিবাসের মত কেহ সেই রূপ বর্ণনা করিতে পারিবে না। কেননা সে মুখের কোন বিশিষ্ট অঙ্গকে সুন্দর বলিতে না পারা গেলেও, সবগুলির সমঞ্জস সহযোগে এমন একটি শ্রীর আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাকে সৌন্দর্য্য আখ্যা দিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু যাহাতে প্রিয়নাথের দৃষ্টি আবদ্ধ ও হস্ত গতিহীন হইল, সেটি

তাহার মুখশ্রী নহে, এই মুখশ্রীর উপরে, মেঘের চারিধারে সান্ধ্য সূর্য্যকিরণের জ্বলন্ত পাড়ের মত, যে একটা বিষণ্ণ হাসি ছিল, সেইটি। প্রিয়নাথ তাহার দিকে চাহিতেই, মেয়েটির করুণ-দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি মিলিত হইল। তিনি কয়েক মিনিট তাহার দিকে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর যেখানে সেই বাজিয়ে লোক দু'টি বসিয়াছিল সেইখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, তোমরা আমার বাড়ীতে গাহিবে ?"

যে ব্যক্তি বেহালা বাজাইতেছিল, যাহার মত কুৎসিত কদাকার লোক বোধ হয় দুনিয়া খুঁজিয়া মিলা ভার, সে তাহার কদর্য্য মুখটিকে আরও বিকট করিয়া বলিল, "কোথায় আপনার বাড়ী ?"

প্রিয়নাথ মনে করিয়াছিলেন যে, যে লোকটি হারমোনিয়ম বাজাইতেছিল, যাহাকে দেখিতেও অনেক ভাল, সেই উত্তর দিবে ; কিন্তু এই লোকটিই উত্তর দিল দেখিয়া ইহার মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "এই কাছেই। যেতে মিনিট ১০।১৫ লাগিবে।"

"তা' যাব না কেন, বাবু ? কিছু পেলেই যাই।"

"পাবে বই কি। শুধু শুধু গাহিবার জন্য কি ডাক্‌ছি ?"

"তবে চলুন। এখানে প্রায় আধ ঘণ্টা বসে আছি, এত লোক জড় হইয়াছে, তা মশায় দু'আনা পয়সাও বোধ হয় কেহ

দেয় নাই। এদিকে ত দেখ্‌তে এসেছে কলিকাতা সহরে যত লোক ছিল সবাই।" বলিয়া সে তাহার চোখ দু'টিকে ঘুরাইয়া অপাঙ্গস্থ করিয়া সেই ক্ষীণ জনতার দিকে চাহিল। তাহার মুখ যেন আপনিই বিকৃত হইল; অথবা বোধ হয় বিকৃতই ছিল, একটু বেশী রকম কুৎসিত হইল মাত্র। কেননা তাহার মুখের স্বাভাবিক অবস্থা ভ্রূকুটি, আর ভ্রূকুটির রূপ দেশছাড়া, সৃষ্টিছাড়া একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গী। লোকটি তাহার পর সঙ্গী বাদককে সমস্ত গুটাইয়া লইতে বলিয়া ডাকিল, "আমিনা।"

আমিনা গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া দেখিল। লোকটি ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "এখানে আর মুজ্‌রা ক'রে দরকার নাই। এই বাবুর বাড়ীতে গাহিতে হ'বে।" আমিনা একবার উদ্বেগপূর্ণ-দৃষ্টিতে প্রিয়নাথের মুখের দিকে চাহিয়া, সেই হারমোনিয়ম-বাদকেব পাশ হইতে একটি ছোট পুঁটুলী লইয়া, নূতন স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। প্রিয়নাথ দেখিলেন যে তাহার মুখে ও চক্ষুতে একটা প্রশ্ন একবার জাগিয়া উঠিয়া মুহূর্তের মধ্যে বিলীন হইল। তামাসা শেষ হইয়াছে দেখিয়া যে দু'চারটি লোক তখনও দাঁড়াইয়াছিল তাহারাও যাইতে উদ্যত হইল, কেহ দু'একটা বা রঙ্গ-রসের কথা প্রিয়নাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গেল।

চার জনে তখন প্রিয়নাথবাবুর বাড়ীর দিকে চলিল। পথে

তিনি সেই বেহালাদারকে তাহার বাড়ী, শিক্ষা, কলিকাতার বাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু প্রশ্ন করিলেন। সে লোকটিই ছিল এই সঙ্গীত-পরিষদের নেতা। সে কতক বা উত্তর দিল, কতক দিল না। বলিল, 'তাহারা পশ্চিমের লোক। তবে বাঙলায় আজ প্রায় ৭।৮ বৎসর আছে, কাজেই বাঙলা কহিতে তাহাদের আটকায় না। আমিনা তাহার ভগ্নী, আর হারমোনিয়ম-বাদক মঙ্গুলাল তাহার দুরসম্পর্কীয় ভাই। তাহার নাম মাতুলুরাম। গান-বাজনা তাহাদের বংশগত বিদ্যা ও জীবিকার্জ্জনের স্বাধীন উপায়। তাহার পিতামাতা খুব বড় সঙ্গীত-ওস্তাদ ছিলেন। তাঁহাদের পুণ্যে আমিনা ও সে কিছু শিখিয়াছে। বিশেষতঃ তাহার ভগ্নীটি একেবারে খুব বেশী বিদ্যা শিখিয়াছে; দিল্লীর বড় বড় বাঈজিরাও বোধ হয় তাহার মত গান গাহিতে পারে না।' সমস্ত বলিয়া শেষে সে বলিল, "কিন্তু বাবু, এ দেশে তেমন গান-বাজনার রেওয়াজ নাই। কলিকাতার লোক গান শুনতে জড় হয় না, জড় হয় আমিনাকে দেখবার জন্য। কিন্তু কি করি, আর ত কিছু জানি না, যে অন্যরূপে জীবিকার্জ্জন করি। কাজেই শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও এই কাজেই লেগে থাকতে হয়।"

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথে এইরূপ ঘুরিয়া বেড়াও, পুলিশে কিছু বলে না?"

"বলে না আবার? কত ঘুষ দিয়েছি, তার কি ঠিকানা আছে। প্রথম যখন আসি, তখন বসবাসের স্থান ছিল না ব'লে কত অত্যাচারই না করেছে। গরীবের উপর না হ'লে ওরা জুলুম আর কার উপর করবে?"

"কোথায়ও চাকরি ল'ও না কেন? বেশ ত চেহারা আছে, দেখ্‌ছি।"

মাতলুরাম একবার প্রিয়নাথের দিকে চাহিয়া মুখটিকে কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "জুটলে করি। আর আমি ও মঞ্জু না হয় চাকরি কর্‌লাম। আমিনা কি করবে?"

"আমিনাকে কোথায়ও কাহারও কাছে রাখিয়া দাও না।"

মাতলু হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে মুখের উপর কিকারকমের হাসি কিছুতেই যেন আসে না। বলিল, "আজ কাল ত কেউ আর এমন বোকা নাই যে খামকা একটা গরীবের মেয়েকে খেতে পর্‌তে দিবে। আপনার ত মুখের কথা ব'লে দিলেন।" প্রিয়নাথ অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, "হুঁ।"

বাড়ীতে পৌঁছাইয়া প্রিয়নাথ তাঁহার বহির্ব্বাটীর ছোট উঠানটিতে তাহাদিগকে বসিতে বলিলেন। মাতলুরাম বসিবার পূর্ব্বে একবার বেশ করিয়া বাড়ীখানি দেখিয়া লইল।

দো'তলা, ছোট-খাট'র মধ্যে বেশ মানানসই! বাহিরের ঘরে

একটি টেবিল, খান পাঁচ চেয়ার, একটি ফরাস। বাহিরের সেই ছোট উঠানটির উপর বারান্দা। দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, এটি কি আপনার নিজের?"

প্রিয়নাথ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, কেন বল ত?"

"বেশ বাড়ী। তাই জিজ্ঞাসা করছি। একলাই থাকেন?"

"হাঁ, তা বই কি। একজন চাকর আছে মাত্র।"

"গিন্নী মা নাই?"

"না, অনেক দিন মারা গেছেন। তা এখন গাহনা আরম্ভ কর।"

"এই যে করি।" বলিয়া সে বসিল। তারপর ছড়িটি বেহালার তারে সংযোগ করিয়া একটি নূতন গানের লাইন তুলিল।

প্রিয়নাথবাবু বলিলেন, "মাতুল্, আমিনা বাঙলা গান জানে?"

"জানে বই কি বাবু। এ দেশে হিন্দী গান ক'টা লোক বুঝে! তাই আমিনাকে আমি বাঙলা গান শিখিয়েছি।"

"তবে হিন্দী নহে, বাঙলাই ধর।"

মাতুলুরাম আবার বেহালাতে আর একটি গানের লাইন তুলিল, মঞ্জুলাল সেটিকে তৎক্ষণাৎ তাহার হারমোনিয়মের পর্দ্দায় বাজাইয়া ফেলিল। দু'জনেই তখন একসঙ্গে আমিনার মুখের

দিকে চাহিল। আমিনা তাহার বাইজি-ধরণের ঘেরাটোপ কাপড় ঝাড়িয়া লইয়া গান আরম্ভ করিল। প্রিয়নাথ একটু আশ্চর্য্য হইলেন যে আমিনা ও মঞ্জুলাল কেহ কোন কথা বলিল না; যেমন কলের একটি চাকা নড়িলে অন্যগুলিও নড়িতে আরম্ভ করে, সেইরূপ মাতুলের ইঙ্গিতেই ইহাদের সমস্ত চেষ্টা নিরূপিত হইল। আমিনা গাহিল:—

"সখিরে,

বসন্ত আইল ফিরি বরষের শেষে ঘুরি,
আমার বুকের বোঝা কই সই নামিল!
ওই শোন কুহুতানে ব্যথা জেগে উঠে প্রাণে
মরমে স্মৃতির দহন কই সই কমিল।
প্রাণ মাঝে থাকি থাকি তা'রি কথা উঠে জাগি,
সে কেন এ মধুমাসে এখন না আসিল,
দারুণ বুকের জ্বালা দহিয়া দহিয়া সারা
তাহারি চরণ বেড়ে শুধু কি রে কাঁদিল।

সঙ্গে সঙ্গে নূপুরধ্বনি; প্রিয়নাথ মনে করিলেন যে তাঁহার প্রাণের খুব নিকটেই সে ধ্বনি বাজিতেছে। প্রভাতের রৌদ্রস্নাত বাতাস যেন সে সঙ্গীতের রবে পূর্ণ হইয়া মুখর হইয়া উঠিল। খোলা দরজা দিয়া দু'একটা লোক একবার উঁকি মারিয়া দেখিল, কেহবা আরও একটু সাহস দেখাইয়া দরজাটিকে সশব্দে নাড়িয়া

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। আমিনা কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া গাহিতে লাগিল :--

সখিরে!

তবে, আমার দুয়ারে কেন, বসন্ত আইল পুনঃ
ল'য়ে তা'র হাসির তুফান,
হৃদয় মরুভূমে, উঠিবে কি ফুটি আর
ফুলে ফুলে সে হাসির গান্।"

একটি, দুইটি করিয়া এইরূপে চার পাঁচটি গান গাহিবার পর প্রিয়নাথ চাহিয়া দেখিলেন যে আমিনার মুখে ক্লান্তি ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন, "থাক্, আর কাজ নাই।"

মাতুলরাম মহা উৎসাহে বেহালায় ছড়ি দিতেছিল, সে বলিল, "আর একটা হোক বাবু।"

"না, আর দরকার নাই।"

কাজেই সঙ্গীতরোল থামিল। প্রিয়নাথ তাঁহার ভৃত্য শ্যামাকে তামাকু দিতে বলিয়া, মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতুল, এই ক'রে দিনে কত উপায় কর?"

"তার কি কিছু ঠিক আছে বাবু। কোন দিন ১৲ টাকা, কোন দিন ২৲ টাকা, কখনও বা চারগণ্ডা পয়সা; আর এমন দিনও গেছে, ৫।৭ টাকা পেয়েছি।"

"সমস্ত দিন আমিনা এই কাজ করে ত ?"

"তা কি করবে বাবু ?"

"আচ্ছা, আমি তোমাকে আজ ৫ ৲ টাকা দিচ্ছি। তুমি আর আজ ইহাকে খাটাইও না। আর একটা কথা ভাবছিলাম।"

মাত্‌লু যেন সে কথাটি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিল। তাই উদাস-ভাবে হারমোনিয়মের উপর ঠেস্ দিয়া বলিল, "কি ?"

তামাকু সেবন করিতে করিতে প্রিয়নাথ বলিলেন, "যদি তোমার ও মঙ্গুলালের কোন চাকরি জুটে ত করিও। আমিনাকে আমার নিকট রাখিয়া যাইতে পার। তোমাদের তাতে আপত্তি নাই ত ?"

মাত্‌লু ছড়ি দিয়া হারমোনিয়মের পিছনের কাঠ ঠুকিতে ঠুকিতে, আড়চোখে আমিনার দিকে চাহিয়া বলিল, "না, আপত্তি কিসের ? তবে উহাকে ছাড়িতে আমার বড় কষ্ট হয়।"

"তা ব'লে ত উহাকে এরূপ খাটাইয়া মারলে সুখ হ'বে না, মাত্‌লুরাম। দেখতে পাও না, উহার শরীরের কি অবস্থা। এমন করিয়া সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ও যে একেবারে মরিতে বসিয়াছে।"

মাত্‌লু নীরব হইয়া সেই অবস্থায় বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে প্রিয়নাথ বলিলেন, "তোমরা যদি মত কর, তবে উহাকে আমার নিকট যে দিন ইচ্ছা রাখিয়া যাইও। তোমার যদি ইচ্ছা

হয়, তবে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইতে পার। আমার ত নিজের কেহ নাই। নিজের মেয়ের মত করিয়া উহাকে নিকটে রাখিয়া যত্ন করিব। কোন কষ্ট হইবে না।"

মাতুলু চিন্তিতভাবে বলিল, "ভাবিয়া দেখি বাবু।"

"তাই কর। তোমার এখানে বাসার ঠিকানা কি?"

মাতুলু তাহার ঠিকানা দিল। সে খিদিরপুরে থাকে। সেখান হইতেই প্রত্যহ প্রভাতে বাহির হয়, আর সন্ধ্যায় ফিরিয়া যায়। দিনের বেলায় দোকান হইতে কিছু কিনিয়া লয়, রাত্রে রাঁধা-বাড়া করিয়া খায়। আমিনাই রন্ধনকার্য্য করে।

প্রিয়নাথবাবু আশ্চর্য্য হইলেন। কি করিয়া ভাই হইয়া এরূপ ভাবে ঐ ক্ষুদ্র বোনটিকে খাটাইয়া লয়? ভাইএর প্রাণে কি এতটুকুও ব্যথা হয় না? মানুষে এরূপ পারে? তিনি বলিলেন, "মাতুলু, তুমি উহাকে না মারিয়া ছাড়িবে না। এরূপ করা যে কতদূর অনুচিত তাহা বুঝ না। তুমি যত শীঘ্র পার, উহাকে আমার নিকট রাখিয়া যাইও। তার জন্য তোমার যদি কিছু অর্থ পর্য্যন্ত দরকার হয়, আমি দিতে রাজী আছি।"

মাতুলু যেন একটু বিচলিত হইল। মুখটাকে শক্ত করিয়া বলিল, "আচ্ছা, সে কথা পরে একদিন ব'লে যাব।"

"ভুলো না যেন। আমি এক সপ্তাহ অপেক্ষা করব।" বলিয়া মাতুলুর হাতে তিনি পাচটা টাকা দিলেন।

টাকা পাইয়া মাতুল্ তাহার দলবল লইয়া চলিয়া গেল। এতক্ষণ মঞ্জুলাল ও আমিনা কোন কথাই বলে নাই—বলা যেন তাহাদের নিজেদের কোনও অধিকার তাহাও বোধ হয় ভাবে নাই। প্রিয়নাথ হুঁকাতে মুখ দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন। কখন যে তামাকের আগুন নিভিয়া গিয়াছে, তামাক পুড়িয়া গুলে পরিণত হইয়াছে, সে খবর কিছুই জানিলেন না। যখন শ্যামা আসিয়া জানাইল যে বেলা হইয়াছে, তখন তিনি উঠিয়া হুঁকাটি রাখিলেন। আজ গৃহটা যেন, যে দিন তাঁহার স্ত্রী সান্ত্বনা মারা গিয়াছিল, ঠিক সেই দিনের মত শূন্য, বিষাদে পূর্ণ মনে হইল। তিনি স্নানের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

২

প্রিয়নাথের পিতার নাম ছিল লোকনাথবাবু। কায়স্থ—রায় পদবীধারী। লোকনাথবাবু বর্দ্ধমান জেলার রায়েদের জমিদারী কাছারীতে ছিলেন গোমস্তা। নিজে দুঃস্থ অবস্থা হইতে উঠিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে সঞ্চয় সম্বন্ধে লোকের বড় ভাল অভিমত ছিল না। সত্যই গোমস্তা-গিরিতে এত অর্থোপার্জ্জন সম্ভব নয়। তবে লোকনাথবাবু এ বিষয়ে যাহা যুক্তি দেখাইতেন, তাহার উপর কলম চলে না। তিনি বলিতেন যে পয়সা করিতে হইলে সৎপথে থাকিয়া করা

যায় না। যাহারা ধর্ম্ম, বিদ্যা, সত্য চাহে, আবার এক নিশ্বাসেই অর্থও চাহে, তাহাদের মত মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক জগতে নাই। বিষয়-বুদ্ধি না থাকিলে বিষয় হয় না। অন্ততঃ এতাবৎ কাল কাহাকেও হইতে দেখা যায় নাই। যাহা হউক, পিতার অসামান্য ব্যবসায়-বুদ্ধির গুণে পুত্র প্রিয়নাথ অভাবরূপ নিষ্পেষণ-যন্ত্রের ধারটা কখনও বুঝিতে পারেন নাই। একটানা একদৌড়ে তিনি পরীক্ষার পর পরীক্ষা পাশ করিয়া একেবারে বি-এ পর্য্যন্ত না থামিয়া গেলেন; কিন্তু বি-এ ডিগ্রিটার মধ্যে কি একটা আতঙ্কপ্রদ ছায়া দেখিলেন। আর ভয়চকিত ঘোড়ার মত সুমুখে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। স্থানীয় একটা স্কুলের মাষ্টারিতে প্রবেশ করিলেন।

সংসারে মানুষ সুখ খুঁজিলে সুখ পায় না ইহা যেমন বেদনা-জনক সত্য, তেমনি স্কুল-মাষ্টারি যে নিখুঁত সুখ নহে, ইহাও আর একটা সত্য। তবে অন্য কার্য্য অপেক্ষা এই কার্য্যে একটু স্বস্তি আছে। বার মাসে তের পর্ব্ব কেন, তিনশ তের পর্ব্ব আছে। তা ছাড়া আজ লাট মরিল, আজ স্কুলের কর্ত্তার কন্যার বিবাহে স্কুলবাড়ী চাই, আজ হজরত ইনস্‌পেক্‌টার সাহেবের সম্মানরক্ষা করা চাই,—এইরূপে বর্ষার বাদলের মত ছুটির ভিড় আছেই। এ সমস্ত বাদ দিলেও, পড়ানটা হচ্ছে ইচ্ছাস্বীকৃত শ্রম। ইচ্ছা হইল একটু কষ্ট করিয়া পড়ান গেল; না হইল, ছেলেদের একটা

Exercise দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক। শতকরা ১৫টা ছেলের হয়ত তাহা হইবে, বাকিগুলি ফাঁকি দিতে কিছুতেই ছাড়িবে না। সুতরাং ঝঞ্ঝাটে না ভিড়িলে, স্কুল-মাষ্টারিতে স্বস্তি অনেকটা আছে। কিন্তু সুখ নাই; কেননা সুখটা বাড়ার, বেঁচে থাকার একটা অঙ্গ। মাষ্টারিতে যতই পাকা হওয়া যায়, মনের বৃদ্ধি ততই কমিতে থাকে; মন কাজ না পাইয়া জমাট বাঁধিয়া শেষে ধরাবাঁধার মধ্যে থাকিয়া ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত যন্ত্রবিশেষে পরিণত হয়।

আখ্যায়িকার কালে প্রিয়নাথের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ছিল, তাঁহার ছোট ভগ্নী সাবিত্রী, সাবিত্রীর স্বামী পুরুলিয়ার উকীল সত্যচরণ ও কতকগুলি ভাগিনেয় ভাগিনেয়ী। তাহারা সকলেই পুরুলিয়াতেই থাকিত। কলিকাতায় প্রিয়নাথ একলাই থাকিতেন। ইদানীং তাঁহার জীবনটা বড়ই সঙ্গীবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। পত্নী সান্ত্বনা বহুদিনই লোকান্তর গমন করিয়াছেন। সান্ত্বনার সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়, যখন তাঁহার বয়স একুশ। তখনও কলেজের পড়া শেষ হয় নাই। আর তখনও তাঁহার মানসিক অবস্থাটা ঠিক নভেলের নায়কেরই মত ছিল। ঐ বয়সে স্ত্রী-জাতির উপর একটা খুব অকারণ, অহেতুক প্রীতির ভাব থাকে। আর সংসারে সৌন্দর্য্য ব্যতীত যে রমণীর আর কোন গুণ হইতে পারে—সে কথা মনেই হয় না। সে বয়সে,

মনের সেই তারুণ্যে ১৪ বৎসরের সান্ত্বনা, তার স্নিগ্ধকর অচঞ্চল প্রকৃতি আর একটুখানি রূপ লইয়া আসিয়াই তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারিয়াছিল। দু'জনের জীবনটা কিছুদিনের জন্য একটা বিপুল প্রেমাভিনয় হইয়া দাঁড়াইল। আদর সোহাগ, অভিমান আব্‌দার প্রভৃতি দাম্পত্য লক্ষণগুলি বেশ প্রকট হইয়া উঠিল। এই অভিনয়ের কি শেষ হইত বলা যায় না। তবে ইহা সামান্য জীবনের সাধারণ নিষ্প্রাণতায় শুকাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই সান্ত্বনা যবনিকা পতনের ব্যবস্থা করিয়া নাটকের নায়িকার মত চলিয়া গেল। যাইবার সময় স্বামীকে বারম্বার সবিনয় অনুরোধ করিয়া গেল যেন তিনি অচিরেই স্ত্রীবিয়োগের ক্ষতটিকে নূতন একজন বধূর প্রেমবারিতে ধুইয়া লন, তাহা হইলেই ক্ষত একেবারে ভাল হইয়া যাইবে, কিন্তু প্রিয়নাথ স্ত্রীর সে অনুরোধ রাখেন নাই। ত্রিশ বৎসরের পর যে ছেলেদের বিবাহের বয়স যায়, এ কথা তিনি মানিতেন না বটে। তবে বলিতেন, "দেখ, সকল কাজেরই সময় আছে। বিবাহটা যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে যতটা আবশ্যকীয়, কৈশোরে কি প্রৌঢ়াবস্থায় ততটা নহে। আমার যৌবন ত চলিয়া গিয়াছে, তাহা না মানিয়া থাকা যায় না, আর বার্দ্ধক্য এখনও আসিয়া পৌছায় নাই। মাঝের এই স্থানটিতে একটু বিশ্রাম করিয়া লই।"

কিন্তু আসল কথা তাহা নহে। পুনর্বিবাহের প্রধান বাধা

ছিল তাঁহার বিগতা পত্নীর প্রতি তাঁহার প্রেম। সে প্রেমের কথা তিনি কখনও মুখে বলিতেন না। কেননা তাহার প্রকাশ্য উল্লেখ হইলে লোকে হাসিবে। বিবাহ ত সামাজিক আচার; একটা নীতিসম্মত যৌন সম্বন্ধ; ইহাতে স্ত্রীর কর্ত্তব্য যে সে স্বামীকে সর্ব্বথা তুষ্ট করিবে, আর স্বামী তাহার বিনিময়ে স্ত্রীর ভরণ কার্য্য করিবে। হয়ত ইহা অপেক্ষা আরও ঘোরাল, আরও দার্শনিক করিয়া হেঁয়ালীর ছাঁদে কথাটাকে বলা যাইতে পারে ও বলা হয়! কিন্তু কার্যাতঃ সম্বন্ধটা ঐরূপ একটা আদান-প্রদানের ব্যাপারে শেষে দাঁড়ায়। ঐরূপ যাহারা বুঝে প্রিয়নাথ তাহাদের উপহাস হইতে আত্মরক্ষা করিবার ইচ্ছায় কখনও তাঁহার পত্নীপ্রেমের কথা প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু কখনও মনে আজ পর্য্যন্ত সান্ত্বনার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাহার স্মৃতি এত কাঁচা থাকিতে কি অন্য আসক্তি সম্ভব? তাই তাঁহার দিনগুলি 'নলিনীদলগতজলমিব' কাটিয়া যাইতেছিল। যেন সেগুলি উদাসীনের বোঝা ফেলিতে পারিলেই আপদ্‌ চুকিয়া যায়। এমন সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে আমিনা জলকল্লোলের মত তাঁহার মরা গাঙে ঢেউয়ের উপর ঢেউ তুলিয়া ফুলিয়া, গর্জ্জিয়া উঠিল।

তবে আমিনা তাঁহার মনের যে দ্বারে করাঘাত করিয়াছিল, সে দ্বার এতদিন বন্ধ ছিল। সেই শ্রমক্লিষ্ট, ব্যথিত, মেয়েটির মুখখানি

তাঁহার মনে সেই দিন হইতে একটা নেশার মত তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া বসিল। কিছুদিন এইরূপে আসার অপেক্ষায় অতিবাহিত হইল। মাত্‌লুরাম আসিল না। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া, একদিন বিকালে মাত্‌লুর দেওয়া ঠিকানাটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

খিদিরপুরের ব্রিজের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া, ডক ও ভুকৈলাস সমস্ত স্থানটিকে খুঁজিয়া মাত্‌লুরামের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। যে ঠিকানা সে দিয়াছিল, সেটিকে একবার নহে, দু'বার নহে, প্রায় ৮।১০ বার পড়িলেন, সেরূপ ঠিকানা সম্ভব কিনা তাহাও ভাবিলেন, কিন্তু কিছুই ঠিক পাইলেন না। অবশেষে সন্ধ্যা হইয়া গেল। নিতান্ত ভগ্নাশ হইয়া ট্রামে চড়িয়া ফিরিবার মানসে ডিপোর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন মাত্‌লু সদলবলে পথ দিয়া চলিয়াছে। তাহাদের বেশের কোনও পরিবর্ত্তন নাই, আকৃতির ত নহেই। প্রিয়নাথ ডাকিলেন, "মাত্‌লুরাম।"

মাত্‌লু তাহার ভ্রূকুটিশীল মুখখানিকে ফিরাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল। বলিল, "কি বাবু? আপনি কি আমারই খোঁজে আসিয়াছেন?"

"হাঁ; কিন্তু সারা খিদিরপুর বেড়াইয়া তোমার বাসার ঠিক পেলাম না, তাই ফিরে যাচ্ছিলাম।"

"আসুন, আসুন। আমাদের বাসা একটা চকের কোণে কিনা, তাই খুঁজতে কষ্ট হয়েছে।"

মাত্‌লু পথ দেখাইয়া চলিল। প্রিয়নাথ সেই অবসরে আমিনার দিকে একবার চাহিয়া লইলেন। দেখিলেন, সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে মেয়েটি যেন শুকাইয়া গিয়াছে; চোখের নীচে কালির রেখা পড়িয়াছে। বলিলেন, "আমিনা, কেমন আছ?"

প্রশ্ন শুনিয়া মাত্‌লু একবার আড় চোখে আমিনার দিকে তাকাইল। আমিনা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, তাহার আর উত্তর বাহির হইল না।

মাত্‌লুর বাড়ী একখানি খোলার ঘর। সে বস্তিতে আরও অনেক লোক থাকিত—সবাই মাত্‌লুর শ্রেণীর। যেরূপ অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে তাহারা বাস করে, তাহাতে যে তাহারা নীরোগ সুস্থ কি করিয়া থাকে ভাবিবার কথা বটে। তবে ভগবানের বিধানে বোধ হয় ইহাই নিয়ম যে মানুষের সহ্যশক্তি তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সমঞ্জস হয়। মাত্‌লু একখানি ছেঁড়া মাদুরি পাতিয়া প্রিয়নাথকে বসিতে দিল। বলিল, "বাবু, আমাদের ত বাড়ী-ঘর নাই। এই রকমেই আপনাকে বসতে হবে।" বলিয়া সে যেন একটু হাসিল। ইতিমধ্যে মঞ্জুলাল তাহার সঞ্চরমাণ হারমোনিয়মটিকে ঘরের দেওয়ালের গায়ে একটি পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিল। আমিনা তাহার ছোট পুঁটলী রাখিয়া

বাহির হইয়া গেল। মঞ্জুলাল সেই রকম ছেঁড়া একটা মাতুরি পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাত্‌লু, তুমি ত গেলে না। তোমার সহিত যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহার কি ঠিক করিলে?"

মাত্‌লু যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, "কি কথা বাবু?"

"সেই আমিনার কথা। তাহাকে যে আমার নিকট রাখিয়া আসিবে বলিয়াছিলে।"

"ও, তা সে হবে না, বাবু।"

"কেন?"

মাত্‌লু বসিয়াছিল, শুইল। প্রিয়নাথ লোকটির এই আচরণে একটু রুষ্ট হইলেন। তবু সেখান হইতে নড়িলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন হবে না?"

মাত্‌লু একটা পা মাটার দেওয়ালে রাখিয়া বলিল, "আমিনা যেতে রাজী নহে। সে এই ব্যবসা পছন্দ করে।"

"ওকে কি জিজ্ঞাসা করেছিলে?"

"হাঁ।"

"ও বলিল যে ও আমার নিকট আসিবে না।"

মাত্‌লু আবার উঠিয়া বসিল। তাহার পর প্রিয়নাথের মুখের দিকে উদাসভাবে চাহিয়া বলিল, "আপনি উহার জন্য এত ব্যস্ত

হয়েছেন কেন? ও মরুক বাঁচুক তাহাতে আপনার লাভলোক্‌সান কিছু আছে?"

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আমিনা ঘরে আসিয়া পড়াতে একটু চুপ করিল। তারপর আমিনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমিনা, তুই বাবুর সঙ্গে যাবি?"

আমিনা একবার প্রিয়নাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "না।" মাতুলু হাসিয়া বলিল, "দেখ্‌ছেন বাবু। কিন্তু গেলে ভাল হ'ত আমিনা বিবি।"

আমিনা কোন কথা বলিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মাতুলু বলিল, "তা এখানে রূপ বার করে দাঁড়িয়ে কেন? রাঁধতে হবে না? যা না।"

আমিনা তখনও কোন কথা বলিল না, বা যাইবার উদ্যোগ করিল না। মাতুলু তখন চীৎকার করিয়া বলিল, "মেরে তোর হাড় গুঁড়া করে দিব। যা বলছি।"

কিন্তু তখনও যে কালে আমিনা কোনরূপে যাইবার লক্ষণ দেখাইল না, সে কালে মাতুলু আর সামলাইতে পারিল না। আমিনার চুলের মুঠা ধরিয়া তাহার পিঠে প্রকাণ্ড একটি ঘুষা দিল। তাহার পর একটি ধাক্কা মারিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিল। মঙ্গুলাল একবার উঠিয়া বসিয়া আবার কি ভাবিয়া শুইয়া পড়িল।

প্রিয়নাথ নির্ব্বাক্ হইয়া দেখিতেছিলেন। মানুষের মধ্যে এমন লোক থাকে ইহা তাঁহার স্বপ্নাতীত ছিল। মাত্লুর ক্রোধ-কুটিল মুখ দেখিয়া তাঁহারও প্রাণে ভয় হইয়াছিল। তিনি যাইবেন কিনা ভাবিতেছেন, মাত্লু সেই মাদুরির উপর আবার শুইয়া, ভাঙ্গা, বসা গলায় গান ধরিল,

'পিয়ারী মেরা, জান্ মেরা কাঁহা গিয়া তোম্—তোম্ মেরা জান্।'

প্রিয়নাথ দুইবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আমি চলি, মাত্লু!" কিন্তু মাত্লু কোন উত্তর দিল না। নিজের মনেই গাহিতে লাগিল,—"পিয়ারী মেরা, জান মেরা—"দেখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

৩

প্রিয়নাথ বোধ হয় আট মিনিট যান নাই, মাত্লুর গান বন্ধ হইল। সে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিকট হাস্য! তাহার শব্দে নন্দলাল উঠিয়া বসিল। মাত্লু জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে, উঠ্লি যে?"

"যে হাসি হাস্লে, মানুষে ও রকম হাসে না।"

"তবে কি আমি ভূত?"

"খানিকটা তাই বটে।"

"সবটা নয় কেন?"

"তা বল্‌তে পারি না।"

"ফের যদি বল্‌বি ত ঠেঙিয়ে তোর হাড় ভেঙ্গে দিব। আমি হ'লাম ভূত, আর উনি হ'লেন দেবতা। এখন 'ওঠ্‌, দেখ্‌ সে ছুঁড়ীটা কোথায়? খাওয়া দাওয়া করতে হ'বে না, মার খেলেই তোদের কাটবে? কি আপদই জুটেছে।"

মঞ্জু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাতলুর শেষ কথাগুলি শুনিয়া বলিল, "কি আপদ্‌।"

"তুই আর তোর ঐ বোন্‌। এমন জানলে বড় নদীর ধারে তোদের খুন করে ফেলে আস্‌তাম।"

"তা এলে না কেন? কে এখানে আনতে বলেছিল? নিজের স্বার্থের জন্যই ত এনেছিলে।"

মুখভঙ্গী করিয়া মাতলু বলিল, "তা বটেই ত। না খেয়ে মর্‌ছিলে, এখানে খাবার উপায় করে দিলাম, স্বার্থ ত আমারই।"

"খেতে দিয়াছ বলে কুকুর শিয়ালের মত দেখবার করবারও কারণ দেখি না।"

"তুই বড় বাড়িয়েছিস্‌ মঞ্জু। এখন কথা শুন্‌বি না মার খাবি।"

মঞ্জুলাল আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখিল বস্তির ঘরে ঘরে তেলের ডিবা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সেখানের অন্ধকার ঘুচে নাই। সে অন্ধকারে

আমিনাকে সে কোথায় খুঁজিবে? একবার মৃদুস্বরে ডাকিল, "আমিনা।"

কেহ কোন উত্তর দিল না। মঞ্জু কিছুক্ষণ সেখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, হয় ত আমিনা মতিয়ার ঘরে গিয়াছে।

মতিয়া সেই বস্তিরই একজন আধাবয়সী স্ত্রীলোক মাতলুরামের জুড়ি। মাতলুর ও মতিয়ার মধ্যে এমন একটা রসের সম্বন্ধ ছিল, যেটিকে মাতলু ছাড়া আর সকলেই মধুর রস বলিতে পারে। কিন্তু মাতলু সে মধুর রসকে অনেক সময়ে তিক্ত করিয়া মতিয়াকে উপভোগ করিতে দিত। তবে মাতলু মতিয়ার সঙ্গে প্রায়ই থাকিত; আর বস্তির সকলেই মনে জানিত যে মতিয়াকে মাতলু ভালবাসে। মতিয়াও বোধ হয় তাহার সে ভালবাসার প্রতিদান করিত। তবে সেটা ভয়ে কি ভক্তিতে কি ভালবাসায় তাহা বলা যায় না।

মঞ্জুলাল মতিয়ার ঘরের নিকট হাজির হইয়া দেখিল, মতিয়া বসিয়া নিজের আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু আমিনা সেখানে নাই। মঞ্জুলালকে দেখিয়াই মতিয়া বলিল, "মঞ্জুলাল, আজ কি খবর?"

মঞ্জু সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, "মতিয়া, এখানে আমিনা আছে?"

"না; সে কোথায়ও গিয়াছে নাকি?"

"বলতে পারি না। তাকে আজ মাতলু বড় মেরেছে। তারপর তাকে ত এখন দেখতে পাচ্ছি না।"

"কোথায় আর যাবে? ও অসুরটাকে এড়িয়ে যাবার কি উপায় আছে?"

"তা' বটে। তবু একবার খুঁজি।" বলিয়া মঞ্জু গমনোদ্যত হইল।

মতিয়া বলিল, "আহা, দেখ্ না ছাই, মঞ্জু। আমিনা এখানেই আছে। শীঘ্র ফিরে আসবে। অত ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন? কি নিয়ে মারধোর হ'ল?"

"না, মতিয়া; বসব না। এখনই মাতলু ভয় ত এসে পড়বে।"

"এলেই বা। তোকে কি খেয়ে ফেলবে?"

"তা ও পারে।"

"কিছু ভয় নাই। তাকে কি ভয় করতে হবে নাকি?"

মঞ্জুলাল হাসিল। মতিয়া মাতলুকে ভয় করে না? মতিয়া তাহাকে হাসিতে দেখিয়া বলিল, "সত্যি, মঞ্জু, আমি তাকে একটুও ভয় করি না। উহার কথা শুনি নেহাইত ইচ্ছায়। মতিয়ার প্রায় ৩০ বছর বয়স হ'ল সে কাকেও ভয় করে নাই।"

"তা হবে মতিয়া। তোমরা দু'জনে পাল্লা দিতে পার। কিন্তু আমি ত বিলক্ষণ ভয় খাই। আর এ খিদিরপুরের সকলেই খায়। এমন কি রহিম পর্যন্ত।"

"কিন্তু এখানে তোমাকে ভয় খেতে হবে না।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে মাত্‌লুরামের মুখখানি অন্ধকারে মতিয়ার তেলের ডিবার আলোতে জাগিয়া উঠিল। মতিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া মঞ্জুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল; মঞ্জুলালও যেন কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিল।

মাত্‌লু আসিয়াই মতিয়ার লোহার উনানটিকে একটি লাথি মারিল; সেটি উপরে বসান চাটু সমেত উল্টাইয়া পড়িল। তার-পর জলন্ত ডিবাটিকে ছুড়িয়া অন্ধকারের মধ্যে ফেলিয়া দিল; সেটি একটা অস্বাভাবিক শব্দ করিয়া কিছুদূর গড়াইয়া গিয়া, নিভিয়া গেল। তখন মাত্‌লু অন্ধকারে একখানি মাদুর বিছাইয়া, তাহার উপরে শুইয়া বলিল, "মতিয়া বিবি একটা চুরুট দাও ত।" মতিয়া জানিত এরূপ ভদ্রতার ফল ভাল হইবে না। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া একটি মোটা চুরুট (সে চুরুট সে নিজে পাকাইয়া বিক্রয় করিত) আনিয়া দিল। মাত্‌লু সেটি হাতে করিয়া বলিল, "দেশলাই কি বাজারে আনতে যেতে হবে? না তোমার মাথায় চকমকি ঠুকিয়া ধরাইয়া নিতে হবে?"

মতিয়া দিয়াশলাই আনিয়া দিল।

মাত্‌লু চুরুট ধরাইয়া জলন্ত কাঠিটি মতিয়ার গায়ে ছুড়িয়া মারিল। মতিয়া সরিয়া সেটিকে পথ দিল। ইত্যবসরে মঞ্জু সে

স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। মাত্‌লু তাহাই দেখিয়া লইল। এক টানে প্রায় আধ ইঞ্চি চুরুট পুড়াইয়া সে বলিল, "মতিয়া, আলোটা কি জ্বাল্‌তে পারছিস্ না? অন্ধকারে তোমার কি শ্রাদ্ধ হচ্ছে?"

এইবার মতিয়া কথা বলিবার মত সুবিধা পাইল। বলিল, "নিভাতে কে বলেছিল? আমি জ্বাল্‌তে পারব না। যেমন নিজে অন্ধকার করেছিস্, তেমনি অন্ধকারে থাক্।"

মাত্‌লু কোন উত্তর করিল না। অন্ধকারে একটি পা শূন্যে তুলিল, আর একটা খুব জোর টানে চুরুটের আর আধ ইঞ্চি পুড়াইল। মতিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল, "রোজ রোজ আমি এ সব সহ্য করব না মাত্‌লু, তা স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি। নেহাৎ নাকি ভালবাসি, তাই কোন কথা বলি না। তা না হ'লে মজা দেখ্‌তিস্ এতদিন। মতিয়া কখনও কারও তোয়াক্কা রাখে না।"

মাত্‌লু নির্ব্বাক্ হইয়া আর একটি পা তুলিল।

"তোকে এখনও সাবধান করে দিচ্ছি। আমি বড় যে সে মেয়েলোক নহি। এ তো আর তোর আমিনা ছুঁড়ী নয় যে, যাহা ইচ্ছা তাই করবি।"

মাত্‌লু এবার হো হো করিয়া হাসিয়া পা দু'টিকে এক ঝুঁকি দিয়া মতিয়ার নিকট গিয়া বসিল। মতিয়ার বুক গুরু গুরু করিয়া উঠিল। তবুও সে বলিল, "তা নয় ত কি? এ চকের সবাই জানে যে মতিয়ার সঙ্গে চালাকি করা সহজ নহে।"

"বটে! তা মতিয়া বিবি, এখন ওঠ; আলোটা জ্বাল, একবার তোমাকে দেখে লই।"

"না আমি উঠ্‌ব না।"

"কেন?"

"যে ফেলেছে সেই কুড়াবে, আমার কোন গরজ নাই।"

মাত্‌লু কোন কথা কহিল না। চুরুটে আর একটা শোষ টান দিল। তার আলোতে মতিয়া মাত্‌লুর মুখটি দেখিয়া লইল। তারপর উঠিয়া উঠান হইতে ডিবা খুঁজিয়া আনিয়া বলিল, "তোকে ঘরে ডেকে কি অনর্থই করেছি, তা বল্‌তে পারি না। আমার নাকি বুড়া বয়সে ভীমরতি হয়েছে, তাই তোর মত কুৎসিত লোককে ভালবাসি। দে দেশলাই দে।"

"হাতে জ্বাল্।"

"হাতে তোর চিতা জ্বাল্‌ব।" বলিয়া সে মাত্‌লুর মাচুরি হইতে দিয়াশলাই লইয়া ডিবাটি জ্বালিল।

মাত্‌লু তখনও চুরুট ছাড়ে নাই। একটিকে শেষ করিয়া আর একটি ধরাইয়াছিল। সেটি এতক্ষণ ঈর্ষ্যার জাগ্রত দৃষ্টির মত অন্ধকারে জ্বলিতেছিল।

মতিয়া আলো জ্বালিয়া উনানটিকে একবার দেখিল, সেটি যেন একেবারে কাজের বাহির হইয়া গিয়াছে। বলিল, "মরেও না ত আপদ্। আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌লে। উনানে ওর কি

পিণ্ডি সিদ্ধ হচ্ছিল, যে তর্‌ সহিল না। হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার?”

মাত্‌লু আড়চোখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, “মতিয়া, তোর মুখ কি মিষ্টি।”

“হবে না কেন? যে তোর গুণ।”

“তা বুঝেছি। আর একটু গুড় দিব?”

“আয় না একবার দেখি।” বলিয়া মতিয়া একখানি লোহার হাতা লইয়া সশস্ত্র হইল।

মাত্‌লু হাসিয়া উঠিল। তাহার সে দানব-হাস্যে মতিয়ার হাত হইতে হাতা খসিয়া পড়িল। হাসির শব্দ বস্তির এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যান্ত বাজিয়া উঠিল। দু'একজন লোকও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া মাত্‌লু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, “কি করতে আস্‌ছিস্‌ সব? মজা দেখ্‌তে? চলে যা বল্‌ছি।”

মাত্‌লুকে সকলেই চিনিত। এটা যে মাত্‌লুর হাস্যধ্বনি, তাহাও অনেকে বুঝিয়াছিল। তবু কৌতূহলোদ্দীপ্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। মাত্‌লুকে দাঁড়াইতে দেখিয়াই আবার সকলে অন্তর্হিত হইল। তখন মাত্‌লু মতিয়ার নিকট যাইয়া তাহার গলে বাম হস্তটি দিয়া বলিল, “মতিয়া বিবি, তোর যে খুব সাহস বেড়েছে রে।” মতিয়া স্পন্দহীন হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার

মনে হইল যেন মাতলুর হাতের চাপে তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

"মতিয়া রে, তোর সাহস দেখে তোকে কি দিব রে? তা এইটা নে" বলিয়া যে হাতে মতিয়া হাত তুলিয়াছিল, সেই হাতটি জোরে মচ্‌কাইয়া দিল। মতিয়া একবার 'উঃ হুঃ' করিল মাত্র। মাতলু তারপর তাহাকে ঘরের ভিতর রাখিয়া আসিয়া বাহির হইতে দরজায় শিকল লাগাইয়া বলিল, "এইখানে দিন দুই বসে থাক্‌। আরও সাহস বাড়ুক, তখন আমার সঙ্গে লড়তে আসিস্‌, মতিয়া।"

সেখান হইতে মাতলু নিজের ঘরে গেল। দেখিল ঘরে কেহ নাই। রাগে তাহার শরীর জ্বলিয়া উঠিল। দাতে দাঁত দিয়া ডাকিল, "মঙ্গুলাল!"

মঙ্গুলাল আসিয়া হাজির হইয়া বলিল, "কি?"

"কোথায় মরেছিলে?"

"আমিনাকে খুঁজছিলাম।"

"কোথা সে ছুঁড়ী? আজ কি যেতে হবে না?"

"তা কি করব? দেখ্‌তে না পেলে আমার কি দোষ?"

"দেখ্‌তে পেলে না, সে কি হাওয়া নাকি?" বলিয়া সে দাঁত খিঁচাইয়া ডাকিল, "আমিনা!"

বস্তির সকলের নিকট সে ডাক পৌছাইল। একবার, দু'বার,

তিনবার ডাকার পরও যখন আমিনার কোন চিহ্নই পাইল না, তখন তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে মঞ্জুলালকে বলিল, "পাজি, তুই কোথায় তাকে পালাতে বলেছিস্?"

"আমি বলি নাই।"

"বলিস্ নি ত তার এত সাহস হল যে আমার কাছ থেকে আপনি চলে গেল? নিশ্চয় তুই তাকে শিখিয়ে দিয়েছিস্।"

মঞ্জুলাল বিরক্তির স্বরে বলিল, "না বলছি, তবু কেন খিট্-খিট্ করছ?"

"দাঁড়া পাজি, মাতলু এখনও মরে নাই।"

সে যে জীবন্ত আছে, তাহা জানাইবার জন্য মাতলু মঞ্জুলালকে হিঁচড়াইয়া ঘরের ভিতরে পুরিয়া, তাহার মুখে পিঠে খুব করিয়া কিল বসাইয়া, বাহিরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিল। শিকল তুলিয়া দিয়া বলিল, "থাক্ এইখানে। চেঁচাবি কি বেরোবার চেষ্টা কর্‌বি ত দেখ্‌বি মজা। আমি সে ছুঁড়ীকে ধরে নিয়ে আস্‌ছি।"

মাতলু সেখান হইতে বাহির হইয়া, বস্তির সমস্ত অলি-গলি খুঁজিয়াও আমিনাকে পাইল না। আর কাহারও ঘরে সে যে আছে তাহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কেননা এখানে আসিয়া অবধি আমিনা আর কাহারও ঘরে যাইবার সুবিধা পায় নাই। সমস্ত দিন সহরের মধ্যে জীবিকার জন্য মাতলুর সহিত

ঘুরিয়া, রাত্রে আহারাদির পর তাহার শরীর আর বহিত না। প্রতিদিনই তাহাকে যাইতে হইত; মাতলু কোন দিন তাহাকে ভরসা করিয়া একলা রাখিয়া যাইত না। সর্ব্বদাই তাহাকে নজরে রাখা মাতলুর একটা প্রকৃতিগত অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। হাজার অন্যমনস্ক থাকিলেও, হাজার কাজে ব্যস্ত থাকিলেও, আমিনা যখন তাহার দিকে চাহিত, তখনই মাতলুর বক্র দৃষ্টি তাহাকে অভিভূত করিত। তবু আজ মাতলুরাম সন্দেহ মুক্তির জন্য তাহার সেই ভেরী গলায় আর একবার ডাকিল, "আমিনা!" সে জানিত যে যদি কেহ আমিনাকে আশ্রয় দিয়া থাকে, এই আহ্বানে সে আশ্রয় আর তাহাকে রাখিতে পারিবে না। মিনিট দশ সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যখন আমিনার আগমনের কোন লক্ষণই দেখিল না, তখন আপন মনে বলিল, "তাই তো ছুঁড়ী গেল কোথায়?" তারপর বস্তির গলি পার হইয়া বড় সদর রাস্তায় পড়িল।

৮

প্রিয়নাথ ক্ষুণ্ণমনে মাতলুর কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন যে, সাবিত্রীর নিকট হইতে একখানি চিঠি আসিয়াছে। তাহাতে সাবিত্রী দাদাকে প্রণামপূর্ব্বক জানা-

ইয়াছে যে আগামী শনিবারে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ; সুতরাং তিনি যেন সেদিন তাঁহার ছোট বোন্‌টীকে দেখিতে যান। কোনরূপে অন্যথা হইলে সাবিত্রীর বিশেষ মনোকষ্ট হইবে। আর তা ছাড়াও দাদার নিকট বলিবার মত তার অনেকগুলি কথা আছে।

সাবিত্রীর খোঁজ প্রিয়নাথ বহু দিন রাখেন নাই। পুরুলিয়া ত কলিকাতার নিকটে নহে ; যাইতে হইলে ত আয়োজন করিতে হয়। বিবাহের পর সাবিত্রীকে পাঁচ ছয় বার দেখিয়া আসিয়াছেন। সাবিত্রীও ইদানীং মাঝে মাঝে আসিয়া দাদার স্ত্রীহীন ও শ্রীহীন ঘরে কিছু দিন করিয়া বাস করিয়া যাইত। তবে প্রায় দু'বৎসর যাবৎ আর ভাই ভগ্নীর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তাই প্রিয়বাবু আজ হঠাৎ স্থির করিলেন যে আপাততঃ ছুটি থাকায়, তাঁহার পুরুলিয়া যাওয়া অসম্ভব হইবে না। আর সাবিত্রী যখন এত করিয়া অনুরোধ করিয়াছে, তখন যাইতে ক্ষতি কি? তিনি শ্যামাকে জিনিষপত্র গুছাইতে বলিলেন।

রাত্রে ভাল করিয়া ঘুম হইল না। কেন যে কেবলই, মাতুলুর সেই ভ্রূকুটি-ভীষণ মুখখানি তাঁহার মুখের মধ্যে স্বপ্নে জাগিয়া উঠিতে লাগিল, কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। দু'বার ঘুম ভাঙ্গিবার পর জানলা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া দেখিলেন, জ্যোৎস্নার আলো রাস্তার ফুটপাথের কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া খানিকটা স্থানে সাদা কাপড়ের মত অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

তবে আলো কিছু ম্লান। বুঝিলেন ভোর হইয়াছে। অল্পক্ষণ মধ্যেই কার্ত্তিকের হিম-স্নাত বাতাস আসিয়া গাত্রাবরণটিকে আরও ভাল করিয়া জড়াইতে বাধ্য করিল। ভাবিলেন, আর ঘুমাইবেন না। ঘুমাইলে হয় ত উঠিতে দেরী হইয়া যাইবে, তাঁহার প্রাতর্ভ্রমণের ব্যাঘাত হইবে। বাহিরের দিকে চাহিয়া নিজের কথা ভাবিতে লাগিলেন। অতীত রজনীগুলির স্মৃতি এমন ঘটনা-বৈচিত্র্য ও উদ্বেগ, অশ্রুর ইতিহাস লইয়া উপস্থিত হইল, যে তাহার মোহ কাটাইয়া উঠিয়া দেখিলেন, যে পূর্ব্বগগনে উষার ইঙ্গিত রক্তিম রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শয্যাত্যাগের পর, হাত মুখ ধুইয়া, বেশ সমাধানান্তর সবেমাত্র দরজা খুলিয়াছেন, দেখিলেন দরজায় দাঁড়াইয়া আমিনা। বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি আমিনা, তুমি এখানে?" আমিনা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "আমি আপনার কাছে এসেছি।"

"কতক্ষণ এসেছ?"

"আপনার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছি।"

"সেই থেকে সারা রাত বাহিরে দাড়াইয়া! কাকেও ডাক নাই কেন?"

"সব ঘুমাচ্ছিলেন, ডাকাডাকি করিয়া আবার সবাইকে জাগাব। তাই ডাকি নাই।"

"আচ্ছা পাগল ত। এস ভিতরে এস।" বলিয়া প্রিয়নাথ

তাহার হাত ধরিলেন। দেখিলেন হাত বরফের মত শীতল। মুখের দিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সেখানে বিশ্বের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত বিষাদ। পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যার কথা মনে হইয়া, তাঁহার হৃদয় কারুণ্যে পূর্ণ হইল। তিনি সস্নেহে তাহাকে বলিলেন, "এস মা, ছেলের বাড়ী আসিতে কি লজ্জা করতে আছে ?"

আমিনার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। এত স্নেহ ত সে কোন দিন পাইয়াছে তাহার মনে হইল না। প্রিয়নাথ তাহাকে লইয়া গিয়া, বাহিরের ঘরে চেয়ারের উপর বসাইয়া শ্যামাকে ডাকিয়া তুলিলেন। শ্যামা তখনও ঘুমাইতেছিল; সে লোকনাথবাবুর আমলের লোক, প্রিয়নাথকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। সময়ে অসময়ে প্রিয়নাথের উপর হুকুম চালাইতেও সে দ্বিধা করিত না। এত ভোরে নাচ্‌ওয়ালী মেয়েটিকে দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইল। বলিল, "এ কোথা থেকে এল বাবু ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "সে খোঁজে তোর দরকার কি ? যা বল্‌লাম কর্‌গে। একটু গরম চা শীঘ্র তৈরী করে আন্‌।"

শ্যামা বিরক্ত হইল। একে ত প্রভাতী নিদ্রা নষ্ট হইল, তার উপর প্রথমেই দিনের সূত্রপাত হইল তিরস্কারে। সে মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল। প্রিয়নাথ নিজের গায়ের র‍্যাপারখানি

দিয়া আমিনার সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিতে দিতে বলিলেন, "আচ্ছা মেয়ে ত। সারা রাত এ শরীরে হিমে বাইরে দাঁড়িয়েছিলে। সারা রাস্তা হেঁটে এসেছিলে ত?"

"হাঁ।"

"সমস্ত হিমটাই লাগিয়েছ। সে হতভাগা কি আবার মেরে ছিল নাকি?"

"না।"

"তবে? এমনি পালিয়ে এসেছ?"

আমিনা কথা কহিল না। তাহার ছ'টি চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

শ্যামা আসিয়া দু'বাটী চা দিয়া গেল। প্রিয়নাথ বলিলেন, "আচ্ছা, চা খেয়ে একটু সুস্থ হও। তার পর সব বলিও।"

"আমি ত ও খাই না।"

"নাই বা খেলে। আজ একটু খাও। সারা রাত হিম লেগেছে, অসুখ করতে পারে। এতে ভাল হবে।"

"হিমে আমার কিছু হয় না। আমি অনেক রাত ত বাইরে হিমে শুয়ে থাকি।"

"তা হোক। ছেলের কথায় একটু খাও।"

আমিনা চা খাইয়া, ধীরে ধীরে বাটী লইয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল। প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাচ্ছ?"

সে পিয়ালা দেখাইয়া বলিল, "এটা ধুয়ে আনি।"

"না, ওটা তোমায় ধুতে হবে কে বল্‌লে? শ্যামা ধুয়ে দেবে। তুমি এখন একটু বস দেখি। আমার এইবার সমস্ত ভেঙ্গে বল দেখি।"

আমিনা বসিল। তার পর একটু ভাবিয়া বলিল, "কাল আপনাকে বল্‌লে যে আমি আসতে রাজী নহি, সেটা মিথ্যা কথা, তাই আপনাকে বলতে এসেছি।"

"কি মিথ্যা কথা? তুমি আসতে রাজী।"

"না, তা বল্‌ছি না। বল্‌ছি যে সে যা বলেছে সেটাই মিথ্যা। আমি তাকে কোন কথা বলি নাই।"

"তুমি ত তার সামনে সে কথা বললে।"

"সেটা তার ভয়ে। তার মুখখানা দেখেছিলেন ত। যদি 'হাঁ' বলতাম তবে যা মেরেছে তার চেয়ে আরও বেশী মার্‌ত।"

প্রিয়নাথ মেয়েটির আতঙ্কিত উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে তুমি রাজী নও?"

আমিনা কোন উত্তর দিল না। প্রিয়নাথ সস্নেহে তাহার মাথার চুলগুলি কপাল হইতে সরাইয়া বলিলেন, "আমার কাছে থাকতে তোমার আপত্তি কি মা? আমার কেউ ত নাই, আমিনা। তুমি যদি এখানে থাক, তবে আমারও এ শূন্য জীবনটা

আবার ভর্ত্তি হবে। সেখানে ত তোমার মার ছাড়া, সারাদিন খাটুনি ছাড়া আর কিছু নাই। নাই বা আর গেলে ?"

আমিনা তখনও কোন কথা বলিল না। প্রিয়নাথ বলিলেন, মাতলু তোমার আপনার ভাই, না ?"

"না।"

"তবে ও কে ?"

"জানি না। তবে এখানে আসবার পূর্ব্ব হ'তে আমাদের সঙ্গে ওর জানা-শুনা ছিল। আমাদের বাড়ী ত পশ্চিমে নয়।" আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া চুপ করিল। প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল মা কি বলছিলে ?"

আমিনা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, আর এখন বলে লাভ নাই, আর আমি সব জানি না। মঞ্জু খানমও জানতে পারে। আজ এখন নাই। যদি সে খোঁজ ক'রে থাকে, তবে ত আজ আর রক্ষা থাকবে না।"

প্রিয়নাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি ? তুমি আবার সেই জানোয়ারটার কাছে ফিরে যাবে। না মা, তা আমি যেতে দিব না। সে যে তোমায় এইরূপে মেরে ফেলবে তা চলবে না; বরং তুমি যদি বল ত উহাকে পুলিসে দিই। ও রকম করে অত্যাচার করলে জেল হতে পারে জান।"

আমিনা একটু ভীত হইল। বলিল, "না বাবু, উহাকে

আপনি চিনেন না। ও কাহাকেও ভয় করে না। পুলিস উহার কিছুই করতে পারবে না, তা আমি ঠিক জানি। আমি যাই বাবু; শুধু আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে আমি আপনার কাছে আসব না যে কথা বলেছি, সে সমস্ত মিথ্যা বলেছে।"
আমিনা উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রিয়নাথ তখন দেখিলেন যে এই ছোট মেয়েটির প্রাণে এমন একটা ভয় জন্মিয়া গিয়াছে, যে সেটাকে সে কিছুতেই সরাইতে পারিতেছে না। বলিলেন, "না আমিনা; আমি তোমাকে কিছুতেই সেখানে আর যেতে দিব না। সে তোমাকে আবার মারধোর করবে? সে ত কেউ হয় না, তবে তোমার এত ভয় কেন? আমি তোমাকে আমার কাছে রাখ্‌ব। আর যদি মঞ্জুর জন্য ভয় হয়, তবে না হয় পরে তাকে খবর দিয়ে এখানে আনবার ব্যবস্থা করা যাবে। তুমি কিন্তু আর যেতে পাবে না।"

আমিনা কাতরভাবে বলিল, "আপনি বুঝ্‌ছেন না। সে ঠিক এখানে এসে আমায় টেনে নিয়ে যাবে। তার চোখ সব জায়গাতে আছে। আপনি ছেড়ে দিন। আপনি আমাকে তার হাত থেকে রাখ্‌তে পার্‌বেন না।"

"খুব পার্‌ব মা। তুমি ত থাক, দেখি সে কি করে।"

আমিনা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল। সেই ছোট মেয়েটির বুকের মধ্যে কত ভয়, উদ্বেগ, আকুলতা! তাহার

মুখের উপর দিয়া তাহার মনে যে ঝড় বহিতেছিল, তারই যেন ছায়া বহিয়া, সরিয়া গেল। তারপর সে মাটির দিকে চাহিয়া, ডান পা দিয়া বাঁ পা'টিতে চাপিয়া বলিল, "মঞ্জুর কি হবে?"

"বলছি ত তারও ব্যবস্থা করব। এখন তুমি ত নিরাপদ হও।"

"ঠিক বলছেন যে মঞ্জুকেও তার হাত থেকে বাঁচাবেন?"

"হাঁ, মা। আমি ত তোমাদের মত অসহায় নহি।"

তবু যেন আমিনার সন্দেহ ভঞ্জন হইল না। সে কিছুক্ষণ উদাসীনভাবে বসিয়া রহিল, তারপর বলিল, "তবে যা ভাল মনে করেন, করুন। আমি সব আপনার কাছে বিশ্বাস করিয়া দিলাম।

প্রিয়নাথ তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, "ভয় কি মা? মাতলু ত ছোটলোক। তুমি আমার কাছে থাক, আমি তোমাকে প্রাণ দিয়া রাখব। এস, আর ওসব কথা একদম ভেব না। দেখবে এস তোমার ছেলের সংসারে কি আছে। সেখানে তোমার মত একটি মা'এর বড় অভাব।"

আমিনাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। বাড়ীর উপর নীচ সমস্ত দেখাইয়া দিলেন। কোন্ ঘরে তিনি থাকেন, কোন্ ঘরে আমিনা থাকিবে, সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন। শ্যামাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্যামা, এই তোদেরও নূতন মা। আজ থেকে

সংসারের যা কিছু সব এর হাতে। দেখিস্, সব বুঝিয়ে সুজিয়ে দিস্।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া, প্রিয়নাথ অনেক কথা বলিলেন। এতদিন তাঁহার হৃদয়ে যে সমস্ত দুঃখ-শোক সঞ্চিত ছিল, আজ কোথাকার একটি তরুণীর স্নেহস্পর্শে সেগুলি যেন আপনি বাহির হইয়া আসিল। নিজের কথা, সান্ত্বনার কথা, সান্ত্বনার পতিভক্তির কথা, সমস্ত এই ক্ষুদ্র মেয়েটিকে তিনি অবাধে বলিয়া গেলেন। বলিতে বলিতে এমন তন্ময় হইয়া গেলেন যে বেলা যে বাড়িয়া গিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন হুঁস ছিল না। হঠাৎ একবার আমিনার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই ত মা, অনেক দিনের পর মাকে পেয়ে একেবারে সব ভুলে গেছি। তোমার যে এখনও স্নানাহার হয় নাই। যাও যাও, শীঘ্র স্নান করে কিছু খেয়ে নাও। তারপর আবার সব বল্‌ব।"

আমিনাও তন্ময় হইয়া সব শুনিতেছিল। সান্ত্বনার কথা শুনিতে শুনিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে সান্ত্বনাকে একবার দেখে। প্রিয়নাথের শেষ কথা শুনিয়া বলিল, "আমার বেশ লাগ্‌ছে। আপনি বলুন।"

"তা হয় না। এখন ত মা আর পালাচ্ছে না, তবে ভয় কি? একদিন সব বল্‌লেই হবে। মার কাছে না বল্‌লে কি সুখ হয়।"

আমিনা স্নানে চলিয়া গেল। প্রিয়নাথ বাহিরে আসিয়া সে দিনের সংবাদপত্রখানি লইয়া বসিলেন। শ্যামা আসিয়া ভার মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "ও বেলা তা হ'লে পুরুলিয়া যাবেন ত?"

"না, আর যাব না।"

"জিনিসপত্র যে বেঁধে ফেলেছি।"

"খুলে রাখ গে। যাওয়া হবে না।"

শ্যামা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তিনি হঠাৎ দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দুইটি কুঞ্চিত চক্ষু তাহার উপরে নিবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি সেদিকে ফিরিতেই, মাতুলরাম আসিয়া সেলাম করিল। প্রিয়নাথ খবরের কাগজেই মগ্ন থাকিয়া বলিলেন, "কি মাতুলরাম যে! কি খবর! আমিনা রাজী হ'য়েছে নাকি?"

"মাতুল আবার সেলাম করিয়া বৈঠকখানার দরজার নিকট বসিয়া বলিল, "সে ত এখানে বাবু।"

প্রিয়নাথ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি? এখানে সে কি উড়ে এল? কখনই বা এল?"

মাতুল সোজা বলিল, "কাল রাতে এসেছে; এখন উপরে আছে।"

"তাই ত হে, তুমি যে সবজান্তা দেখ্‌ছি। ওঠ, যাও বিরক্ত কোরো না।"

মাত্‌লু একবার মুখভঙ্গী করিয়া, ছেঁড়া পাঞ্জাবীর পকেট হইতে মতিয়ার প্রস্তুত একটা চুরুট ধরাইয়া, চুপ করিয়া টানিতে লাগিল। প্রিয়নাথ লোকটির ভাব দেখিয়া একটু ভীত হইলেন। তিনি ডাকিলেন, "শ্যামা।"

"শ্যামাচরণ হাজির হইয়া দেখিল, মাত্‌লুরাম। দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "এ বাঁদরটাকে দূর ক'রে দে ত।"

শ্যামা বৃদ্ধ ; অন্ততঃ সে মাত্‌লুর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ও সেই পরিমাণে দুর্ব্বল। সে সাহস করিল না।

প্রিয়নাথ চীৎকার করিয়া দ্বিতীয়বার বলিলেন, "দে না, ভাব্‌ছিস্ কি ? না শুনতে পাচ্ছিস্ না।"

শ্যামা মাত্‌লুর দিকে অগ্রসর হইল। মাত্‌লু নির্বিকার হইয়া চুরুট ফুঁকিতে লাগিল। তাহার বিরুদ্ধে যে এত বড় একটা আয়োজন হইতেছে যেন সে কিছুই জানে না। যখন শ্যামা খুব নিকটে আসিল, তখন সে একবার তাহার সেই বিকট হাসি হাসিল। শ্যামা ও প্রিয়নাথ দু'জনেই চমকাইয়া উঠিল।

ধীরে কিন্তু কম্পিত পদে আমিনা বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। স্নানার্দ্র মুখখানি তাহার যে নূতন আনন্দের আশায় উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সেখানি যেন একেবারে রক্তহীন হইয়াছে। মাত্‌লু তাহাকে দেখিয়া, কাহারও কোন

অপেক্ষা না করিয়া, তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। কেহ কোন কথা বলিতে বা বাধা দিতে পারিল না। তাহারা চলিয়া গেলে, রাস্তার লোক দু'একজন উঁকি মারিয়া, প্রিয়নাথ ও শ্যামার বিস্ময়-বিহ্বল মুখ দেখিয়া সরিয়া গেল।

৫

মনটা নিতান্তই খারাপ হওয়ায়, এবং এই অচিন্তিত ঘটনায় আকস্মিক আঘাত হইতে নিজেকে পুনশ্চ সুস্থ করিবার আশায় প্রিয়নাথ সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সাবিত্রীর নিকট ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলেন।

সকালের ঘটনাটি এত অস্বাভাবিক রকমের বলিয়া বোধ হইতেছিল সে যদি তিনি স্বয়ং কখনও না ইহার অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, তবে হয়ত কখনও ইহা বিশ্বাস করিতেন না। কি হাসি এই লোকটার, যেন একটা উন্মাদনার তাণ্ডবতা, যেন মৃত্যুর অট্টহাস্য। আর কি অদ্ভুতই তাহার দুঃসাহস! একবার বটে, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, পুলিসে খবর দিয়া মাতুলকে ধরাইয়া দেন, কিন্তু ভাল করিয়া বিবেচনা করার পর দেখিলেন যে মাতুলের বিপক্ষে হয়ত কোন প্রমাণই মিলিবে না। আমিনাকে সে একেবারে বশ করিয়াছে ; ঠিক বশও নহে, যেমন করিয়া প্রেতাত্মা

মানুষকে নির্ভর করে, ঠিক তেমন করিয়াই যেন সে আমিনাকে অভিভূত করিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে কেহ সাক্ষ্যও দিবে না। এ সকলও যদি কোনরূপে কাটান গেল, তবু মামলা হাঙ্গামা, পুলিস-ফৌজদারির প্রতি তাঁহার একটি প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা ছিল। ভাবিলেন, "দূর ছাই, কোথাকার এঁটোপাতা লইয়া আমার এত ভাবনা কিসের? এত দিন যদি ওদের চলে থাকে, তবে পরেও চল্‌বে! আমার জীবনের এই অবসর-মধুর সান্ধ্য-নিস্তব্ধতা কেন ভঙ্গ করি!"

কিন্তু ভাবনাকে যদি জোর করিয়া মনের বাহিরে রাখা যাইত, তবে সংসারে অনেক দুঃখের লাঘব হইত। সূর্য্য যেমন অন্ধকারে যাইতে পারে না, মনকে তেমনি ইচ্ছা করিয়া চিন্তা হইতে বিরত করা যায় না। তুমি হাজার কঠিন কার্য্যে মনঃসংযোগ কর, তাহাকে ঠিক বশে রাখিতে পারিবে না। সে তোমার কৃত্রিম চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া তোমাকে উপহাস করিবে। হয়ত ইহার জন্য বিশিষ্ট শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন।

প্রিয়নাথের সেইরূপ কোন শিক্ষা ও সাধনা ছিল না। তাই কলিকাতা হইতে পুরুলিয়ার সমস্ত পথটি গাড়ীর মধ্যে বসিয়া মাতুলের অভিমানুষ প্রকৃতির বিচার করিতে চেষ্টা করিলেন। পুস্তকে পড়িয়াছিলেন বটে যে মানুষ কোনও না কোনও কারণে এইরূপে স্বভাবকে লঙ্ঘন করিয়া অদ্ভুত কিছুতে পরিণত হইতে

পারে। তখন তাহার মানুষোচিত কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি ঠিক সমঞ্জস ভাবে কাজ করে না; একটির হয়ত অতি বেশী কাজ হয়, আর একটু তুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মাতুলের মনের কোন অংশে যে এইরূপ বলসঞ্চয় হইয়াছে, তাহা বিচার করা কঠিন হইল। তবে তাহার আকৃতি, রূপে, চাহনিতে সেই অতিমানুষের কদর্য্যতা ও শক্তি আছে।

সাবিত্রী দাদাকে দেখিয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল; বলিল, "তুমি না এলে, দাদা, বড় তুঃখ হ'ত, কিন্তু তোমার শরীর যে বড় শুকিয়ে গেছে। একলা দেখ্‌বার শুনবারও কেউ নাই,— কাজেই অযত্নে এমন হয়েছে।"

প্রিয়নাথ হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত সাবি! আমার ত সে খেয়াল হয় নাই, কিন্তু একলা থাকলে ত মোটা হবার কথা।"

"মোটা হবে কি ক'রে?"

"তু'জনে থাক্‌লে ভাগ্‌বাটরা ক'রে খেতে, ভাগ করতে হবে, কিন্তু একলা লোকের সেটা সবই নিজের ভোগে আসে। আর কোন তুশ্চিন্তা, ঝঞ্ঝাট—যাতে শরীর খারাপ হয়, তার কিছু থাকে না।"

"না, তা কি আর থাকে? তোমার ঐ কথা, দাদা!"

তাঁহাদের ভাই বোনে বেশ একটা সম্প্রীতি ছিল। সে সম্প্রীতি বয়সের সঙ্গে কার্য্য ও সংসার বিভেদ সত্ত্বেও অব্যাহত অটুট ছিল। বরং বয়সে তাহা আরও মধুর, নিকটতর হইতেছিল।

কয়টা দিন প্রিয়নাথের কাটিল ভাল। তাঁহার সমস্ত চিন্তা যেন হাওয়ার মুখে ছেঁড়া মেঘের মত কোথায় উধাও হইয়া গেল। সাবিত্রীও তাহার সংসারের যেন সর্ব্বদাই একটা আনন্দের ছবি স্বরূপ ছিল। নিমন্ত্রণ রক্ষা, হেথাহোথা যাওয়া, প্রভৃতি মধুর কর্ত্তব্যগুলির ভিতরে তাঁহার একক, আত্মসর্ব্বস্ব জীবনের নীরবতা বেশ মুখর ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। এক সপ্তাহ চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল। তখন প্রিয়নাথ বলিল, "সাবি, আমি তবে যাই, স্কুল যে খুলে এল।"

"তা মন্মথর কি হবে?"

মন্মথ সাবিত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম। সে কলেজে পড়িবে, কলিকাতায় থাকিতে চায়। সত্যচরণেরও তাহাই ইচ্ছা। সাবিত্রী ও সত্যচরণ দু'জনেই অনুরোধ করিলেন যে প্রিয়নাথ যেন তাহাকে নিজের নিকটে রাখে ও কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দেয়। সাবিত্রীর প্রশ্নে তিনি বলিলেন, "ও ত আমার সঙ্গেই যাবে। তুইও না হয় দিনকতকের জন্য চল্ না।"

"আমার এখনও যাওয়া হবে না। তুমি ওকেই নিয়ে যাও।"

"তুই যেতে পারবি না কেন?"

"এই সব ফেলে কি আমি হট্ বল্‌তেই যেতে পারি দাদা। তোমার মত ত নয়; মেয়েমানুষ ঝঞ্ঝাট না হ'লে বাঁচতে পারে না।"

"সেটা মনের দুর্ব্বলতা।"

"হোক্‌গে দুর্ব্বলতা। সবল হয়ে আমার দরকার নাই। মেয়েদের ত আর চাক্‌রি ক'রে, দেশ-বিদেশ ঘুর্‌তে হবে না।"

"তা হলে ত ভালই হ'ত। কেমন ঝাড়া হাত-পা হতিস্‌।"

"ইস্‌! আর খাটুনি বুঝি নাই? আমি খাটতে বড় নারাজ।"

"তুই কুঁড়ের সর্দ্দার হ'য়েছিস্‌ সাবি।"

"আমার মত কুঁড়ে অনেক আছে। ভগবান্‌ ত কুঁড়ে ক'রেই পাঠিয়েছেন। তা না হ'লে রোজ রোজ পুরুষদের মত হাঁপিয়ে প্রাণটা দু'দিনে বেরিয়ে যেত। সেই জন্যই ত পুরুষরা শীঘ্র মরে। তা দাদা, তুমিও কেন একটা কুঁড়ে জুটিয়ে নাও না।"

"তুই থাক্‌ সাবি, আর জ্যাঠাম করিস্‌ নি। ৪।৫ ছেলের মা হলি এখনও তোর একটু গাম্ভীর্য্য হল না। সত্যচরণ না থাক্‌লে তোকে কেউ মান্‌ত না।"

"তা বটে; তবে উনি যা গম্ভীর তা আমি জানি। কেন যে ছেলেগুলো এত ভয় পায় তা জানি না।"

"আচ্ছা, পরে জানিস্‌। এখন মন্মথর যাবার উদ্যোগ করে দে। আমি এই দুপুরের ট্রেণেই যাব।"

"তা যাচ্ছি; কিন্তু কি হবে, একটা বিয়ে করবে না?"

"করব'খন। এখন ত না।"

সাবিত্রী চলিয়া গেল।

মন্মথকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌছাইবার পরই তাঁহার স্কুলের ছুটি ফুরাইল। তাঁহার অবসর বহুল জীবন আবার স্কুল-রুটিনের বাঁধে পড়িয়া বেশ নির্বিবাদে চলিল। মন্মথর বয়স প্রায় ১৮ বৎসর হইবে। সে মামার নিকটে থাকিয়া মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পড়া আরম্ভ করিল। প্রিয়নাথ নিজে তাহাকে পড়াইতেন না বটে, তবে দরকার হইলে বলিয়া দিতেন। নিজে পড়াইবার মত বিদ্যাও তাঁহার ছিল না। বহু দিনের অনভ্যাস ও চর্চ্চাহীনতার ফলে যাহা পড়িয়াছিলেন, তাহার কিছুই বোধ হয় মনে ছিল না। তবে সাধারণ বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া যেটুকু পারিতেন সাহায্য করিতেন। এক একবার তাঁহার মাতুল ও তাঁহার সঙ্গীত-পরিষদের কথা মনে হইত বটে, তবে সেটাকে মনে করা নিরর্থক ও সম্পূর্ণ অনাবশ্যকীয় বলিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে মন হইতে নির্ব্বাসন করিতে চেষ্টা করিতেন।

একদিন—সে দিন রবিবার—সমস্ত দিন বেকার নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় বসিয়া বিকালটা আর কিছুতেই যেন ভাল লাগিল না। মন্মথকে বলিলেন, "ওরে, বেড়াতে যাবি?"

"কোথায়?"

"এই গড়ের মাঠের দিকে।"

"যাব।"

দু'জনে বাহির হইয়া ট্রামে চড়িলেন। টিকিট কাটিবার সময় কি মনে করিয়া খিদিরপুরের টিকিটই লইলেন। বরাবর ময়দান পার হইয়া, ব্রিজ অতিক্রম করিয়া, একেবারে ডিপোর নিকট নামিলেন। মাতলুর বাসাটিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করিয়া অবশেষে খোঁজ পাইলেন। কিন্তু মাতলু বা তাহার দলের কাহারও সন্ধান মিলিল না। একে ওকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, শেষে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে মতিয়া।

ভদ্রলোক মাতলুকে খুঁজিতেছে দেখিয়া মতিয়া একটু আশ্চর্য্য হইল। মনে করিল বোধ হয় পুলিসের লোক হইবে। তাই সে বলিল, "সে কোথায় তা ত জানি না।"

"কতদিন এখান থেকে গেছে বলতে পার ?"

"প্রায় দিন ১০।১২ হইল।"

"তার দলবল সব গিয়াছে ?"

"হাঁ।"

"আমিনা কি মঞ্জুলালের সঙ্গে কোন দিনও তোমাদের দেখা হয় না ?"

"না বাবু, আমি এখানেই থাকি।"

মতিয়া যখন সাফাই জবাব দিতেছিল, তখন মাতলু তাহার ঘরের ভিতর সেই মাতরিটার উপর শুইয়া, তাহার পা দু'টিকে

দেওয়ালের গায়ে, অনেক উঁচুতে তুলিয়া, একটা ব্যায়ামক্রীড়া অভ্যাস করিতেছিল বোধ হয়। মতিয়া মাত্‌লুর সম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়াছিল, তবে সত্য কথা বলিয়াছিল, আমিনা ও মঞ্জুলালের সম্বন্ধে। এদের দু'জনকে মাত্‌লু কোথায় রাখিয়াছিল তাহা মতিয়া জানিত না। যদি কখনও মাত্‌লুকে জিজ্ঞাসা করিত, মাত্‌লু চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া, মুখখানিকে আরও বিকট করিয়া বলিত, "মতিয়াবিবি, আমিনাকে বিয়ে করে আমি তাকে একেবারে বেগম-মহলে রেখেছি। সে সোণার খাট, আর রূপার গুড়গুড়ি দেখে তোর হিংসা হবে, তাই তোকে ঠিকানা বলি না।" মতিয়া আর কোন কথা বলিত না। আমিনা যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, ইহা সে ভয় করিলেও, এখনও পর্য্যন্ত তাহার কোন সম্ভাবনা দেখে নাই। মাত্‌লু এখন প্রায় সারাদিন তাহার নিকটে পড়িয়া থাকিত। তাহার গান বাজনার ব্যবসা সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। কেন তাহাও মতিয়া জানিত না। তবে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় সুখ ও অস্বস্তি ছিল যে মাত্‌লু এখন এই বস্তিতেই সর্ব্বক্ষণ থাকে। বোধ হয় তবে সে এত দিনে মতিয়ার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। মতিয়া তাহার বহু কষ্টের চুরুটের অর্থ হইতেই মাত্‌লুকে পোষণ করিত।

প্রিয়নাথ চলিয়া আসিলেন। পথে যেখানেই জনতা দেখেন, ভাবেন বুঝি ঐখানে মাত্‌লু তাহার দল লইয়া চলন্ত মুজরায়

বসিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিকটে আসিয়া তাহার কোন লক্ষণই দেখেন না। যখন গড়ের মাঠে ট্রাম বদলাইবার জন্য নামিলেন, মন্মথ জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, মাত্লু কে ?"

অন্যমনস্ক ভাবে তিনি উত্তর দিলেন, "একটা লোক। তাকে একটু বিশেষ প্রয়োজন ছিল।"

"সে কি করে ?"

"তা ঠিক জানি না।"

মন্মথ ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল না। বাড়ী আসিয়া সে রাত্রে মন্মথ শ্যামাকে খিদিরপুর ভ্রমণ, মাত্লুর খোঁজ প্রভৃতি সমস্তই বলিল। শ্যামা চিন্তিতভাবে বলিল, "দাদাবাবু, কর্ত্তার মাথা এইবার বোধ হয় একটু বিগড়াইয়াছে।"

"কেন বল ত শ্যামা।"

শ্যামা তখন আমিনা-ঘটিত সমস্ত ব্যাপার বিশদ করিয়া, স্বকীয় মন্তব্য ও টীকা সমেত বর্ণনা করিল। শুনিয়া মন্মথ বলিল, "তা হবে শ্যামা। তবে কাজটা ভাল হবে না।"

"ভাল কি, দাদাবাবু ? এ বয়সে একটা নাচ্ওয়ালীর সঙ্গে মিশা কি ভালর দিক্ দিয়া যায় ?"

"তা ত নয়ই।"

মন্মথ চিরকাল সত্যচরণের কঠোর শাসনের ফল। সে স্কুলে অনেক মর‍্যাল লেক্চার শুনেছে, জীবনের কর্ত্তব্য ও তাহার আদর্শ

সম্বন্ধে খুবই একটা আকাশস্পর্শী ধারণা তার ছিল। সে ব্যাপারটিকে একেবারে গর্হিত ভাবিল। মনে করিল, ইহা মামার পক্ষে একটা ভয়ানক লজ্জার কথা। কিন্তু হাজার হইলেও মামাকে ত সাহস করিয়া এ কথা মুখের উপর বলা যায় না। সে তাহার মাকে চিঠি লিখিল, "মা, এখানে শ্যামার মুখে এইরূপ শুনিলাম। সেটা নাকি একটা নীচজাতীয় হিন্দুস্থানীর মেয়ে, রাস্তায় রাস্তায় নেচে, গান গেয়ে বেড়ায়। মামা যে কেন লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকে সঙ্গে করে খিদিরপুরে লইয়া গেলেন, তাহা বুঝি না। তবে লোকের জ্ঞান ও বিবেচনা একেবারে লুপ্ত না হইলে এইরূপ করে না। সুখবর সে মেয়েটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু সে যখন রাস্তার লোক, তখন একদিন না একদিন দেখা হওয়া বিচিত্র নহে। তুমি বরং এই বেলা মামার একটা বিবাহের স্থির কর। বুড়া বয়সে এইরূপ করা অপেক্ষা, বিবাহ সহস্রগুণে ভাল। শ্যামাও এই মতে সায় দেয়।"

পত্র পাইয়া সাবিত্রী সত্যচরণকে দেখাইল। সত্যচরণ হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত, যদি মেয়েটিকে পছন্দ হয়, তা বিয়ে করতে ক্ষতি কি?"

"ভদ্রলোকের ছেলে একটা নাচ্‌ওয়ালীকে বিয়ে করবে ক্ষতি নাই? জাত যাবে না? কি বল তার ঠিক নাই।"

"জাত যাবে না রাজ্য নাশ হবে! ওরূপ অবস্থায় পড়্‌লে আমি ত জাতকে ভাতে দিয়ে খেতাম।"

"খেতে বই কি?"

"খেলে তুমি কি কর্‌তে? তুমি ত তখন কবোর।"

"ভূত হ'য়ে পিছনে ঘুর্‌তাম। এখন কি করা যায় বল।"

সত্যচরণ একটু চিন্তিত হইলেন। সাবিত্রী বলিল, "দাদাকে ধরে একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পার্‌লে সব গোলযোগ চুকে যায়।"

"মেয়েমানুষ কি না। ভাব সর্ব্বগুণঘাতি দারিদ্র্যং। যেমন বিয়ে ও তেমনি সর্ব্বদোষনাশনং। একটা বিয়ে দিলেই সব দোষ হীরার মুখে কাচের মত কেটে যাবে। প্রিয়নাথকে আর খুদ কিনে খেতে হবে না।"

"তবে?"

"যদি মন্মথর কথা সত্য হয়, তবে বিয়ে দিবার জন্য তাড়াতাড়ি করা একেবারে অবিবেচনার কাজ হবে। বিয়ে কর্‌তে বল্‌লেই সে ত দ্বিতীয় ভাগের সুবোধ শিষ্ট ছেলেটির মত, তা শুন্‌বে না। বরং আরও বেঁকে দাঁড়াতে পারে।"

"কিন্তু যা হয় কর। আমার ভারি ভাব্‌না হ'য়েছে।"

"তোমার ভাব্‌নার কথা ছেড়ে দাও। ছাদে যদি কতকগুলি কাক বসে তোমার ভাব্‌না হয়, ঝি যদি একদিন মাজা বাসনের কোণে একটু ভাতের কুচা রেখে যায়, তোমার ভাব্‌না লাগে;

আমার যদি আস্‌তে একটু রাত হয়, ভাব্‌নায় সে রাতে এত মাথা তোমার ধরে যে সে রাত প্রভাত না হ'লে আর মাথা সারে না।"

"সবেই ঠাট্টা ভাল লাগে না।" বলিয়া সাবিত্রী সাভিমানে চলিয়া গেল। সত্যচরণ হাসিয়া উঠিলেন।

৬

খিদিরপুরে গঙ্গা ধরিয়া বরাবর কিছুদূর গেলেই একটা কুলীর বস্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দিনের বেলায় সেখানে পুরুষমানুষ থাকে না, কেবল কতকগুলি কুলীরমণী ও কুলীশিশু দেখিতে পাওয়া যায়। তা'ও রমণীগুলির সংখ্যা খুবই অল্প। হয় ত যাহারা অল্পবয়স্কা, বিশের মধ্যেই—তাহারা শিশুগুলির তত্ত্বাবধানে থাকে। অবশিষ্ট সকলে দিনের কাজে প্রভাতের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া যাইত। সন্ধ্যার পর সেখানে আবার লোকের সমাগম হইত, ছোট ছোট খোলার কুটরিগুলির ভিতর কেরাসিনের ডিবা জ্বলিয়া উঠিত। সারাদিনের পর পুরুষ ও নারীগুলি তাহাদের কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিত। তারপর কখনও বা ঢোলকের আওয়াজ, কখনও উচ্চহাস্য, কখনও মদ্য-পানের সহগামী উচ্ছৃঙ্খলতা—সমস্ত মিলিয়া দিনের সেই নীরব, নির্জ্জনপ্রায়, শান্তিপূর্ণ দৃশ্যটিকে বীভৎস করিয়া তুলিত।

মাত্‌লু আমিনা ও মঙ্গুলালকে মতিয়াবিবির চক হইতে এই বস্তিতে আনিয়া রাখিয়াছিল। প্রিয়নাথের বাড়ী হইতে যে দিন সে আমিনাকে ধরিয়া আনিল, সেই দিনই সে বাসা পরিবর্ত্তন করিল। সেদিন ভাই-বোনের নির্য্যাতনের শেষ ছিল না। তবে মাত্‌লুর শাস্তি প্রদানের প্রথা বড় অদ্ভুত রকমের ছিল। সারা পথটি সে আমিনাকে আদর যত্ন করিয়া কত স্নেহের কথা বলিল। রাস্তায় একখানি দোকানে একটা খুব সুন্দর সাড়ী ঝুলিতেছিল, সেখানি সে আমিনাকে ৮৲ টাকা দিয়া কিনিয়া দিল। এটা ওটা দেখাইয়া তাহাকে অনেক কথাই বলিল। সে সময় মাত্‌লুর ব্যবহার দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারিত না যে এই লোকটির নির্ম্মম ব্যবহারে ঐ ছোট মেয়েটির হৃদয় এরূপই নত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার এত আদর সোহাগ শুধু নির্য্যাতনেরই রূপান্তর মাত্র বলিয়া বোধ হইতেছিল। মাত্‌লু যতই বলিতে লাগিল, “আমিনাবিবি, তোর প্রাণে কি সখ হয় বল্, এত জিনিস দেখ্‌ছিস্ ত, কোন্‌টাতে তোর দিল্ বসে বল আমি তোকে কিনে দিব।” ততই আমিনা ভয়ে উতলা হয়, তাহার জীর্ণ, সিক্ত মুখখানিতে বেদনার কাতরতা ততই যেন প্রকট হইয়া উঠে। পা যেন চলে না; কোন রকমে দেহটিকে বহিয়া সে রাস্তায় তাহার সঙ্গীর এই আদর সহ্য করিতে করিতে চলিল। গড়ের মাঠের মোড়ে আসিয়া মাত্‌লু বলিল, “তাই ত আমিনাবিবি, তোর চল্‌তে বড় কষ্ট হচ্ছে,

না ? আচ্ছা, ট্রামগাড়ীতে উঠি আয়।" ট্রামে চড়িতে আমিনার সাহসে কুলাইতেছিল না। ট্রাম চড়িতে তাহার খুবই ইচ্ছা হইত ; কিন্তু তাহার মনে হইল সে হাঁটিয়া যাওয়া অপেক্ষা ট্রামে যাওয়ায় আরও অল্পক্ষণ লাগে। যত শীঘ্র সে বাড়ী পৌছাইবে, সেই ভীতিবহ ভবিষ্যৎ ততই আসন্ন হইবে। কিন্তু মাতুলু তাহার রকম দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "ভয় হচ্ছে ট্রামে চড়তে ? কি ছেলেমানুষ ! আচ্ছা, চড়লেই সব ভয় কেটে যাবে।"

বস্তিতে ফিরিয়া আমিনার হাত ধরিয়া মাতুলু ঘরের শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিল। দেখিল, মঞ্জুলাল আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সে মঞ্জুর পিঠে একটি পদাঘাত করিয়া বলিল, "বড় আরাম হচ্ছে, না ? ওঠ, কাল রাত থেকে ঘুমিয়ে আর আশ মিটছে না।" মঞ্জুলাল উঠিয়া বসিয়া দেখিল, আমিনা আসিয়াছে। ভয়ে তাহারও মুখ কেমন হইয়া গেল। মাতুলু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মঞ্জুলাল, তোমার বোন এসেছেন। আদর কর ; ইনি সেই বাবুর বাড়ী গিয়াছিলেন। কেন জান ?—কথাগুলি বলিয়াই সে অর্থপূর্ণ হাসি হাসিল। আমিনার পাণ্ডুর মুখে একটা দারুণ বিতৃষ্ণা ও বিরক্তির আভা দেখা দিল, কিন্তু মঞ্জুলাল যেন বুঝিতে পারিল না। মাতুলু বলিল, "এখন ত বয়স হ'য়েছে ; আর দেখতে শুনতেও আমিনাবিবি ত আর দশ বছরের বেলার মত নাই। এখন রূপসী হয়েছেন। এখন কি আর এ সব

পুরাতন ভাল লাগে ? তাই উনি গিয়াছিলেন সেই বাবুর বাড়ীতে একবার রূপের ডালিটা দেখিয়ে আসতে। নয় আমিনাবিবি ?"

আমিনার মুখে যে ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া শেষে মিলাইয়া গেল। বোধ হয় দেহের রক্তের সহিত মিশাইয়া গেল। মাতলু তাহার প্রত্যেক কথাটি যেন ওজন করিয়া বলিতেছিল, প্রতি কথার কি ফল হয় তাহা সাগ্রহে নিরীক্ষণ করিতেছিল। কথাগুলির কাজ ঠিক মত হইতেছে দেখিয়া সে নির্ম্মমভাবে বলিতে লাগিল, "তা ভাল। তাতে আমি ত দোষ দেখি না। কি বল মঞ্জুলাল ? ঐ ত মতিয়া রয়েছে, বলগে দেখি তাকে যে সে দোষের কাজ, খারাপ কাজ করছে, তোমায় তা হ'লে হাতা পিটা করবে। আমিনাবিবি ! বেশ বাবু নয় ?"

আমিনা আর সহ্য করিতে পারিল না। এই বয়সে জীবনের অন্ধকারে, পাপের দৃশ্যগুলির অন্তরে বসিয়া, নানাপ্রকার কুৎসিত সাহচর্য্যের ভিতর থাকিয়া তাহার অনেকটা অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। শুধু ভিতরের একটা উদ্দীপনার বলে একটা আজন্মলব্ধ কঠিন শিক্ষার বলে সে সেই জীবনের আবিল স্রোত হইতে আপনাকে নির্ম্মল রাখিতে পারিয়াছিল। মাতলু জানিত যে তাহার কথায় আমিনা ব্যথা পাইবে, মঞ্জুলালও ব্যথিত হইবে। তাহার নির্য্যাতন করার ধারা এইরূপ ছিল। আমিনাকে শাস্তি

দিতে হইলে সে প্রায়ই শাস্তি দিত মঞ্জুলালকে, আর মঞ্জুলালকে শাস্তি দিতে হইলে দিত আমিনাকে। তাহাতে তাহার প্রত্যাশিত ফল ব্যতীত কখনও আর কিছুই হয় নাই।

আমিনাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া মাতলু বলিল, "কি, আবার বাবুর বাড়ী নাকি? মঞ্জু, তোমাদের বংশের ত বেশ ধারা। এই সংস্কার কি পুরুষানুক্রমে চলে আসছে নাকি? না এইবারই ঘটিল। আমিনাবিবি, এ জীবনটা বঝি অসহ্য হয়েছে? তা হবে বই কি। বয়স হ'য়েছে ত। তা যাও—যাও।"

মঞ্জু এইবার কথা বলিল, "মাতলু, তুমি শুধু শুধু ওকে কতক-গুলি কদর্য্য কথা বলছ। ও তোমার মারের চোটে পালিয়েছিল। আমি উহাকে পালাতে বলেছিলাম। তোমার কাছে থাকলে, মরণ ছাড়া ত ওর গতি নাই।"

মাতলু উৎসুকনেত্রে তাহার দিকে তাকাইল। মঞ্জুলাল তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই বলিতে লাগিল, "তোমার কাছ থেকে আমরা চ'লে যেতে চাই, তুমি কেন ফের ধ'রে আন? আমাদের ছাড়িয়া দাও। কাল যে তুমি আমাকে ঘরে বন্ধ ক'রে গেলে, জান কাল থেকে আমার খাওয়া হয় নাই। আমি ক্লান্তিতে উঠ্‌তে পারছিলাম না, তুমি কুঁড়ে বলে আমায় মারলে। এতদিন মা বাবার মুখ চেয়ে সহ্য করে আছি, কিন্তু তোমার ব্যবহার ক্রমেই অসহ্য হ'চ্ছে। আমাদের কেউ নাই ব'লে ত?"

মাতলুর সেই মুখে কুঞ্চিত কপাল আর টানা চোখ্ দেখিয়া মঞ্জু একটু স্তব্ধ হইল। কিন্তু আজ মুক্তির জন্য তাহার সমস্ত প্রাণ যেন উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল। মাতলুর মুখের দিকে পিছন করিয়া বলিল, "তুমি না খেতে দিতে পার, ছেড়ে দাও। নিজেদের দেশে আমরা চলে যাই. এখানে এসে শিখ্‌বার মধ্যে ত শিখেছি জুয়াচুরি; ভাঁড়িয়ে হিন্দুস্থানী সেজে নাচ গান করে বেহায়াপনা করে খেতে শিখেছি। এইজন্য আমাদের এখানে এনেছিলে, তা বুঝ্‌তে পারি নাই, আর এখানে থাক্‌তে চাই না। হয় মেরে ফেল, না হয় ছেড়ে দাও।"

মাতলু বহুকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিল। কুঞ্চিত ললাট আবার আয়ত হইল! সে ধীরভাবে বলিল, "তারপর মঞ্জুলাল?"

"তারপর আমাদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।"

"বাহবা, মঞ্জুলাল! এই ত বেশ সায়েস্তা হ'য়ে উঠেছ। ভাল, ভাল। আর দুঃখ নাই, আমিনাবিবি! তোমাকে আমার কাছে উদরান্নের জন্য মার খেতে হবে না। তোমার ভাই ত চলিল, সে দেশে গিয়ে জমিদার বনবে। হাঃ হাঃ।"

হাসিতে হাসিতে মাতলু ঘরের বাহিরে আসিল. দু'জনে ঘরের ভিতর নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া মাতলু বলিল, "ভাইবোনে একটু ভাল করে পরামর্শ করে লও। যখন স্বাধীন হবে তখন কে কি করবে তার ত

একটা ঠিক ঠিকানা চাই। আমি এবেলা আস্‌ব না। কুলুঙ্গীতে একখানা রুটি আছে আর একছড়া কলা আছে; খেয়ে মাথাটা ঠিক ক'রে লইও। মাথা ঠিক না হ'লে ত ভাল মত্‌লব বার হবে না।"

মঞ্জুলাল ও আমিনা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। বাহিরে মাতলুর পদধ্বনি মিলাইয়া গেল। পরক্ষণে সে মতিয়াকে ডাকিয়া কি বলিতেছে শুনা গেল। তারপর আর বস্তির মধ্যে তাহার অস্তিত্বের সাড়া পাওয়া গেল না।

মঞ্জু তখন বলিল, "আমিনা, কাল তুই কোথা ছিলি? কি করতেই বা সেখানে গিছ্‌লি?"

আমিনা কোন কথা কহিল না; মঞ্জুর নিকটে আসিয়া তাহার কাঁধে মাথা দিয়া, কাঁদিয়া উঠিল। মঞ্জু ভাবিয়াছিল যে মাতলুর উপর তাহার যে রাগ হইয়াছে, সেই রাগের নিঃশেষ করিবে আমিনাকে তিরস্কার করিয়া। কিন্তু তাহার এই ক্রন্দন দেখিয়া, আর রাগ করিবার মত শক্তি রহিল না। মাতৃহারা, যন্ত্রণানিপীড়িত বালিকার সমস্ত বেদনা যেন পুঞ্জীভূত হইয়া তাহার বড় ভাইএর বুকে বাজিল। সে তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, "কাঁদ্‌ছিস্ কেন আমিনা? যা হয় একটা বন্দোবস্ত শীঘ্রই করব। এতদিন ও যেন আমাদের হাত পা আড়ষ্ট করে দিয়েছিল। আর এমন ক'রে কাটিবে না।"

আমিনার অশ্রুবেগ আরও বাড়িয়া গেল। ফুঁপাইতে লাগিল। মঞ্জুলালও কাঁদিয়া ফেলিল। দু'জনে বহুক্ষণ এইরূপে কাঁদিবার পর, আমিনা একটু সুস্থ হইয়া, মাথা তুলিয়া বলিল, "দাদা, আমাদের মরণ হয় না কেন ?"

"ছিঃ আমিনা ওকথা বল্‌তে নাই। এ কষ্ট কি চিরকাল থাক্‌বে ? এতদিন তবু কোন রকমে কেটেছে, কিন্তু এখন যেন অসহ্য হইয়াছে। তবু যা হয় একটা উপায় ভগবান্‌ করে দিবেনই।"

"সে না হয় তোমার হ'ল, আমার ?"

মঞ্জুলাল সে উত্তর দিতে না পারিয়া মৌনাবলম্বন করিল।

"আমার ত দাদা, কোন উপায় নাই ; ভগবান্‌ যে লিপি লিখে পাঠিয়েছেন, যত দিনের সঙ্গে তার এক একটি করে লাইন স্পষ্ট হ'চ্চে, ততই যে একেবারে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে।"

আমিনার শোকের সান্ত্বনা মঞ্জুলাল খুঁজিয়া পাইল না। শোকের এক একটা অবস্থা আছে, সেখানে সান্ত্বনা তিরস্কারেরই সামিল। কিছুক্ষণের পর সে আবার একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "আমার যা হয় হবে। তুমি ত আর কোথায়ও গিয়া বাঁচ। এখানে থাক্‌লে অর্দ্ধেক দিন না খেয়ে শুকিয়ে মর্‌বে।"

"তা হয় না আমিনা। যেতে হয় ত দু'জনাই যাব। না হয়, দু'জনাই মাত্‌লুর কাছে মার খেয়ে মর্‌ব।"

"তা হতেই হবে।" বলিয়া আমিনা কি ভাবিল।

মঞ্জুলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাব্ছিস্, আমিনা ?"

"ভাব্ছিলাম, আমার যাওয়া সম্ভব কি না।"

"তুই না গেলে আমি যাব না।"

"কিন্তু কোথায় যাবে ?"

"যে দিকে দু'চোখ যায়।"

"কিন্তু দাদা, ও ত আমাকে ফের ধরে নিয়ে আস্‌বে। আজ ত আমি আসব না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু ওকে দেখে আর ওর ঐ হাসি শুনে যেন আমার আর কোন ক্ষমতা রহিল না। কে যেন জোর ক'রে আমাকে বাড়ীর ভিতর থেকে বার করে আন্‌লে।"

মঞ্জু তাহাকে বুকের নিকট টানিয়া লইল। যেন তাহার স্নেহের আবরণ দিয়া মাতলুর নিদ্দয় পাশবিকতা হইতে তাহার ছোট বোনটিকে রক্ষা করিতে চায়। আমিনা তাহার বুকের মধ্যে মুখ রাখিয়া বলিল, "দাদা, আজ আমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে।"

মঞ্জু কথা কহিল না।

বেলা প্রায় ৩টার সময় মাতলু ফিরিল। তখন মঞ্জুলাল ও আমিনা, একজন ঘরের ভিতর মাদুরির উপর শুইয়া আর একজন মাটির উপর বসিয়া তাহাদের এই নিরালা সুখের উপভোগে ব্যস্ত

ছিল। দ্বার খুলার শব্দে আমিনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বস্ত্র সংযত করিয়া দাঁড়াইল। মাতলু ঘরে ঢুকিয়াই বেশ করিয়া চারিদিক্ একবার একনজরে দেখিয়া লইল। তারপর যেখানে আমিনা বসিয়াছিল, তাহারই অদূরে শুইয়া, পা দু'টিকে শূন্যে তুলিয়া, বার দুই উল্টাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আঃ ঘুরে ঘুরে কোমরটা ব্যথা করছিল। দু'চারটা মোচড় না দিলে কি আরাম হয়? আচ্ছা মতিয়াবিবি, আজ রাতে এত ঘুরান বার করব। তখন বাছাধন চর্‌কি ঘুর্‌বে।" মাতলু কথার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যে একবার চর্‌কি-পাক্ দেখাইয়া দিল।

চর্‌কি-বাজী শেষ হইলে সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ঘরের ভিতরের 'চালে'র দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর চোখ দু'টি ঘরের কোণ, দেওয়াল, মঙ্গুলাল, মঙ্গুলালের মাতুরি, তাহার নিজের দেহ সমস্তর উপর দিয়া চলিয়া, শেষে আমিনার নত মুখের উপর স্থির হইল। মিনিট খানেকের পর ডাকিল, "মঙ্গুলাল।" তাহার মুখ ও চোখ কিন্তু আমিনার দিকেই ছিল।

মঙ্গু উত্তর দিল, "কি?"

"তোমার জন্য চাকরি ঠিক করে এসেছি, তুমি চাও ত বোনকে সঙ্গে করে যেতে পার।"

"কোথায়?"

"এই কাছেই। খুব ভাল চাকরি; ডকের কাজ, দু'পয়সা

পাবে। এখন একটু কষ্ট করে মোট বহিতে হবে, পরে সর্দ্দার কুলী হ'লে শুধু ভাগ নিলেই চল্‌বে। খাটতে হবে না।"

"আমি এ শরীরে কি কুলীর কাজ করতে পারব?"

"তবে কি নবাবের কাজ চাও? একটা মস্‌নদ আর একটা গরম গরম সাহাজাদী?"

আমিনা হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া মাত্‌লুর ভ্রূমধ্যস্থ চক্ষের কটাক্ষ দেখিয়া হাসি সংযত করিল।

মঞ্জুলাল ভাবিল, মাত্‌লু ঠিকই বলছে। সে ত এক হার-মোনিয়ম বাজান ছাড়া আর কিছুই শিখে নাই। কি কাজ সে করিবে? জীবনে আর কিছুই ত সে জানে না। বাহির হইলে, মুক্তি পাইলে, মাত্‌লুর উদ্দাম শাসনের গণ্ডী পার হইলে হয় ত জীবনের ও জগতের সহিত পরিচয় হইবে, তখন একটা সুবিধামত কাজ খুঁজিয়া লইলেই চলিবে। কিন্তু হঠাৎ মাত্‌লু কেন এত সুপ্রসন্ন হইল, তাহা যেন তাহার জ্ঞানের বহির্ভূত বলিয়া মনে হইল।

মাত্‌লু ঠিক সেই অবস্থাগত হইয়াই বলিল, "তা হ'লে কি করবেন, ঠিক করলেন?"

"যাব।"

"বেশ, তবে ওঠ।" বলিয়াই সে এক ঝুঁকি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জুলাল একটু হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "এখনই।"

"তা বই কি। আমার কাছে থাক্‌তে কষ্ট হচ্ছে যখন, তখন যত শীঘ্র আরামের জায়গায় যাওয়া যায়, ততই ভাল নয় কি? তোমার বোন্‌কে তৈরী হ'তে বল না।" বলিয়া সে আড়চোখে আমিনার দিকে চাহিল।

মঞ্জু দেখিল, কথা কহা বৃথা সময় নষ্ট করা। মাত্‌লু যখন ধরিয়াছে, তখন তাহাদের ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যাইতেই হইবে। কিন্তু আমিনা নড়িল না। মঞ্জু বলিল, "আমিনা, চল্‌।"

আমিনা বলিল, "না।"

"কেন? এখানে থেকে মরবি ত! চল্‌ না।"

আমিনা তাহার ভাবে জানাইল, সে যাইতে অনিচ্ছুক। মাত্‌লু তখন বলিল, "না, ও যাবে সেই বাবুর কাছে। নয় আমিনাবিবি?"

আমিনা আর আপত্তি করিল না। দু'জনে মাত্‌লুর সঙ্গে সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

যে কুলী-বস্তির কথা আগে বলিয়াছি, সেই বস্তির যে মোড়ল তাহার নাম রহিম সেখ। লোকে তাহাকে রহিম সর্দ্দার বলিয়াই জানিত। সে মাত্‌লুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তাহারা দু'জনে খিদিরপুরের ইতর রাজ্যের দুইটি কর্ত্তা। আর প্রকৃতিগত সাম্য না থাকিলে যখন বন্ধুত্ব অসম্ভব, তখন কিছু সাম্য যে ছিল তাহা

ধরিয়া লওয়া চাই। তবে দু'জনের মধ্যে একটু প্রভেদ ছিল। রহিম ছিল সোজাসুজি ডাকাত-গুণ্ডা; মারপিট, দাঙ্গা হাঙ্গাম ছিল তাহার জীবনের আলো-হাওয়া; কিন্তু মাত্‌লু ছিল ঠিক মত্‌লব-বাজ। সে যখন আঘাত করিত, তখন সে আঘাত শরীরকে যত না ব্যথা দিত, মনকে তদপেক্ষা সহস্রগুণে আঘাত করিত। তাই তাহার ক্ষমতা রহিমও মানিয়া লইত। আর বোধ হয় মনে মনে ভয়ও করিত।

মাত্‌লু রহিমের নিকট যখন মঞ্জুলাল ও আমিনা সম্বন্ধে একটা মনগড়া গল্প বলিয়া তাহাকে বলিল, "রহিম, আমি তাদের দু'জনকে তোমার কাছে রেখে গেলাম। কিন্তু তোমার উপর ভার রহিল যে এ বস্তির কেহ উহাদের সঙ্গে না লাগে। যদি আমি ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারি, তবে যে উহাদের বিরক্ত করিবে, তাহার মাথাটা সটান ছিঁড়িয়া ফেলিব। সে যদি তুমি নিজে হও, তবুও ছাড়ান পাইবে না।" রহিম হাসিয়া বলিল, "এত টান কেন, মাত্‌লুরাম ?"

"সে কথা পরে বলব। আমি যা বল্‌লাম যেন তার এদিক ওদিক না হয়। সবাইকে বলে দিবে।"

যখন আমিনা তাহার ভাইএর সঙ্গে সেই স্থানে আসিল, তখন রহিম দূর হইতে আমিনাকে দেখিয়া হাসিল। কেন যে মাত্‌লুর অত টান, তাহা বুঝিতে তাহার আর বিলম্ব হইল না।

৭

যেদিন প্রিয়নাথ মাত্লুর অনুসন্ধানে আসিয়া মতিয়ার নিকট শুনিয়া গেলেন যে তাহার কোনও খোঁজ নাই, তখন মাত্লুরাম তাহারই ঘরে শুইয়া ব্যায়াম-ক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিল, সে দিন প্রিয়নাথ চলিয়া যাইবার পর মাত্লু ডাকিল, "মতিয়া।"

মতিয়া আসিয়া বলিল, "কি ?"

"বাঙালী বাবুর সঙ্গে তোর এত আলাপ হ'ল কি করে ?"

"আমার আবার আলাপ কোথায় দেখ্লি ? তোর খোঁজেই ত এসেছিল।"

"তা তুই আমাকে ডেকে দিলি না কেন ?"

"ডেকে দিলে ধরে গারদে পুর্ত। ফাটকে থেকে ত মতিয়া-বিবিকে গাল দিবার সুবিধা হবে না।"

"তাই ত তোর যে বেজায় দরদ। আমার গাল খাস্, তা আমায় ধরিয়ে দিলি না কেন ? তা হ'লে তোকে আর কেউ গালি দিত না।"

মতিয়া চটিয়া বলিল, "তোর মত ত নিমকহারাম নহি। মতিয়ার জন্ম সে ঔরসে নহে। আচ্ছা মাত্লু, আজ তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব ?"

"কি ?"

"আমিনা তোর কে হয়? তাকে কেন এমন করে আটক করেছিস্‌?"

"ইস! তোর হঠাৎ তার উপর টান পড়ে গেল কেন রে?"

"হঠাৎ নহে। আমি অনেক দিন ভেবেছি, কিন্তু সাহস করে বলি নাই। তুই ত ভদ্রলোক নস্‌, যে ভাল করে কথা কহিতে জানিস্‌।"

মাত্‌লু উদাসভাবে বলিল, "যা, যা; তোর নিজের কাজ থাকে ত কর্‌গে যা। বাজে কথায় সময় নষ্ট করিস্‌ নি। চুরুট পাকা, বরং বেহারী উড়িয়াকে বেচতে পারবি।"

"তা কি করব বল। পেট ত চলা চাই। তুই আর ত খেতে দিতে পারিস্‌ না।"

"তোর মত পাপকে খাইয়ে পুসবার আমার ত কোন দরকার নাই। খেটে খাবার জন্যই ভগবান্‌ তোকে ওরকম চেহারা দিয়াছেন।"

"নিজের চেহারাটা যে কি কম তা ত বুঝি না। দেখ মাত্‌লু, গায়ে পড়ে ঝগড়া করা তোর অভ্যাস। রোজগার করে ত ফাটিয়ে দিলি।"

"আমার যেমন শরীর আমি ত তেমনই খাটি। আমি একটা কারখানা কিনেছি মতিয়া।"

"আমার মাথা কিনেছিস্‌।"

"সে ত অনেক দিনই কিনেছি। কিন্তু এ খবর সত্য, মতিয়া।"

"কোথায় তোর কারখানা ?"

"ঐ গঙ্গার পারে। তুই যাস্ না তোকে একদিন কারখানাটা দেখিয়ে দিব।"

মতিয়া বলিল, "আচ্ছা"। কথাটা সে ঠিক যেন মন দিয়া বলিল না। মাত্‌লু কি করিবে কিছু ভাবিয়া পাইল না। সন্ধ্যা হয় হয় দেখিয়া বলিল, "মতিয়া, আমি একটু বেড়িয়ে আসি।"

"কোথায় যাবি ?"

"এই ডকের দিকে। এখনই আসছি।"

"তা যা না। কে তোকে ধরে রেখেছে, আর কেই বা তোকে আসতে বলছে।"

"তোকে দিন দিন বড্ড ভালবাসছি কি না, তাই বলে যাচ্ছি।"

"যা যা, তোর ন্যাকামো করতে হবে না। যেখানে যাবি যা।"

মাত্‌লু উঠিয়া তার ঢিলা পাঞ্জাবী পরিল, তাহার ময়লা পাগড়ীটা পরিল, তারপর দাড়াইয়া খুব সশব্দে একটা হাই তুলিয়া বলিল, "যাই একবার। সারা দিনটা তোর কাছে বসে মস্করা করে নষ্ট হল।"

"বলিস্ কি ? তোর কত কাজ যে নষ্ট হল ? এ দিকে ত বসে বসে খাওয়া হচ্ছে। যখন আমিনা ছুঁড়ী ছিল, তখন তবু

তাকে নাচিয়ে দু' পয়সা আন্‌তিস্। এখন তাকে কোথায় রেখে এসে আমার কাঁধে চড়ে বসেছিস্।"

মাত্‌লু চোখ দু'টিকে ভ্রূমধ্যস্থ করিয়া বলিল, "তোকে ভালবাসি কি না মতিয়া, তাই।"

"আর থাক্ তোর ভালবাসা। মরণ আর কি?"

মাত্‌লু বাহির হইয়া রহিমের বস্তিতে চলিল। সেই দু'জনকে রাখিয়া আসিবার পর আর সে সেখানে যায় নাই। কেন যায় নাই, তাহা সে ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারে না। আজ মতিয়ার বারংবার উল্লেখে আমিনার কথাটা তার বড় মনে পড়িয়া গেল। রাস্তায় তাহার মুখ দেখিয়া সকলে হাসিত। তাই সে পাগ্‌ড়ীটাকে সাধ্যমত চোখের উপর টানিয়া পরিত। আজও সেইরূপ চলিল। কিন্তু খিদিরপুরে কেহই তাহাকে উপহাস করিতে সাহসী হইত না। অন্যত্র উপহাস, অবজ্ঞা তাহার প্রাপ্য জানিয়াও, সে নিতান্ত নিরুপায় বলিয়া সহ্য করিত। তবে এই জীবনভার—অবজ্ঞার বোঝা যতই ভারী হইত, তাহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের উপর নির্যাতনের মাত্রাও তত বাড়িয়া যাইত।

রহিমের বস্তিতে তখন সবেমাত্র লোকেরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ তাহার শিশুপুত্রকে আদর করিতেছে, কোনও স্ত্রীলোক সমস্ত দিনের শ্রমে কাতর হইয়া, অবসন্ন হইয়া দরজার সম্মুখে যেটুকু হাওয়া আসিতেছিল, সেটুকু উপভোগ করিবার

মানসে সেইখানেই শুইয়া পড়িয়াছে। কোন কুলী-কুমারী হয় ত পিতামাতার নিকট সারাদিনের ইতিহাস দিতেছে। কোথায়ও বা নৈশ-ভোজনের ব্যবস্থা হইতেছে। জীবনের সমস্ত চিহ্নগুলি সেখানে যেন পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মাতলু কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সর্ব্বশেষে কোণের দিকে যে চাতাল-সমেত ঘর, সেইটির দিকে চলিল।

আমিনা ঘরে ছিল; মঞ্জুলাল তখনও কর্ম্মস্থল হইতে ফিরে নাই। সমস্ত দিনটা তাহার মন্দ কাটিত না। কখনও বা সমবয়সীদের সহিত গল্প করিত, কখনও কোন শিশুকে লইয়া আদর করিত, এইরূপে দিনটির অলস ব্যাপ্তি তাহার পক্ষে বড় কষ্টকর বোধ হইত না। তবে সন্ধ্যার পর তাহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্য যখন প্রেতভূমি হইত, তখন তাহার মতিগার সেই নীরব, অন্ধকার বস্তির কথা মনে হইত। সেখানে ত ছিল ভাল। এ যে প্রেতপুরী! জীবনের নিম্নতরঙ্গ এইরূপ কর্দ্দমাক্ত! যে দুইমাস কাটিয়াছে, সে দুইমাসেই তাহার মন যেন এই বিষাক্ত আব্-হাওয়ায় ম্রিয়মাণ হইল। ইহার উপর আবার নূতন বিপদ হইয়াছে মঞ্জুকে লইয়া।

মঞ্জুলাল এখানে আসিয়া মুক্তি পাইয়াছিল বটে, তবে মুক্তি যে সব সময়ে মঙ্গলকর নহে, তাহা আমিনা শীঘ্রই বুঝিল। আজ পর্য্যন্ত ভাই-ভগ্নীর মধ্যে যে অটুট স্নেহের বন্ধন ছিল, হঠাৎ সে

বন্ধনে একটা বিপুল টান পড়িল। সংসর্গ কথাটিকে বাদ দিয়া সংসার চলে না। সংসর্গের প্রভুত্ব জীবনে নানারূপে প্রকট হয়। এই সংসর্গে পড়িয়া মঞ্জুলালের নিপীড়িত, দুর্ব্বল, আত্মশক্তিহীন মন শীঘ্রই মন্দের দিকে পরিবর্ত্তিত হইল। প্রথমতঃ আমিনা অনেক বুঝাইল। সেই তরুণ বয়সে তাহার এত জ্ঞান হইয়াছিল যে মানুষ দেখিলেই সে চিনিতে পারিত। কিন্তু আমিনার শত উপদেশ অনুরোধ মঞ্জুকে ঠিক রাখিতে পারিল না। সেখানেই আমিনার বেদনা যেন শতধা বাড়িয়া গেল। তখন মনে হইল, এ ত মাতুলের কৃপা নহে, দান নহে, এ যে তাহার নির্য্যাতিত করিবার খুব একটা সফল উপায়!

ব্যাপারটি এইরূপ। সেই বস্তিতেই একজন 'ভাটিয়া' থাকিত, তাহার ছোট মেয়েটির বয়স প্রায় আমিনার মতই হইবে। সে মেয়েটি বয়সে ছোট হইলে কি হয়, মনে তার খুব বেশী পাক্ ধরেছিল। মঞ্জুলাল এই চকে আসিয়া, মুক্তির আনন্দাস্বাদন করিবার জন্য দলে মিশিল; রাত্রে মদ্যপান, গান, হাসি, সমস্ত তাহার দিনের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির প্রতিষেধক হইল। ভাটিয়ার মেয়ে মর্জ্জিনা ছিল এই আনন্দের একজন জানিত বিধাত্রী।

এ অবস্থায় যাহা ঘটা উচিত তাহাই ঘটিল। সেই মেয়েটি এই অপেক্ষাকৃত সুপুরুষটিকে দেখিয়া লুব্ধ হইল, আর এই পুরুষটিও এত দিনের একটানা নিস্তেজ জীবনটার মধ্যে একটা

নূতন স্ফূর্ত্তি পাইল। কিন্তু যখন মঞ্জুর মর্জ্জিনার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল, আমিনার ব্যথা ততই বাড়িতে লাগিল। সে মঞ্জুকে বলিল, "দাদা, তুমি যে কুলী নও তা মনে রেখ। ভদ্রঘরের ছেলে একথা একেবারে ভুল না। যদি তুমি এই রকম ব্যবহারই কর, তবে আমি আবার মতিয়ার চকে ফিরে যাব; আর সে এলে তাকে সব কথা বলে দিব।"

মঞ্জুলাল সেদিন একটু বেশী রকম নেশা করিয়াছিল; বলিল, "তোর তাতে কি? আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করব।"

"আমার তাতে খুব স্বার্থ আছে। আমার চোখের সামনে এমন বেহায়াপনা করতে পারবে না।"

"কেন এখানে সবাই ঐ রকম।"

"সবাই কুলী, কিন্তু তুমি ভদ্রসন্তান।"

"যা, যা, বক্তৃতা দিতে হবে না। আমার কাছে যত পণ্ডিতি। মাতলুর কাছে ত মুখ দিয়ে কথা বার হত না। আমার যা ইচ্ছা করব, তোর পোষায় থাক, না পোষায় চলে যা।"

সে দিন হইতে দু'জনের মধ্যে একটা ভেদ আপনিই আসিয়া, দুষ্ট বাতাসের ঝলক যেমন করিয়া একটি লঘু-গঠনের মেঘকে দু'খণ্ডে খণ্ডিত করে, তেমন করিয়া তাহাদের সহানুভূতি গ্রথিত জীবন-দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। প্রিয়জনের বিষয়ে যদি কোন ক্ষোভের কারণ জন্মায়, তবে সে ক্ষোভের নিবৃত্তি হওয়া

বড় কঠিন। আমিনা ইহার পর আর দাদাকে কোন কথা বলিতে চাহে নাই, মঞ্জুও সাহস করিয়া, তাহার আচরণের জন্য আমিনার নিকট অনুতাপ করে নাই। নীরব, সাধারণ মৌখিক ও লৌকিক সদ্ভাবের আবরণের নীচে হৃদয় দু'টি ক্রমশঃ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। একদিন আমিনা মর্জ্জিনাকে বলিল, "তোমায় একটা কথা বল্‌ব, মর্জ্জিনা ?"

মর্জ্জিনা জানিত যে বস্তির সকলেই আমিনাকে সুন্দরী বলিয়া প্রশংসা করিত; সে নিজে যে আমিনার তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা তাহার আমিনাকে দেখিলেই মনে হইত। তাই সে সময়ে অসময়ে মঞ্জুকে আমিনার কথা বলিয়া উপহাস করিত। মর্জ্জিনা আমিনার আজ এই আলাপ দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "কি ?"

"তুমি তাতে রাগ কর্‌বে না ?"

"তা কর্‌ব কেন? তোমার সঙ্গে বরং ত ভাব হওয়ার কথা।"

"দেখ মর্জ্জিনা, তুমি যাই কর, দাদাকে তোমাদের দলে ভিড়াইও না।"

মর্জ্জিনা মুখটিকে কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমি কি তাকে মিশ্‌তে বলেছি ? না, জোর করে ঘর থেকে টেনে এনেছি।"

"তা বলি নাই ত। তবে তুমি যদি উহাকে দূরে রাখ, তবে তার ভাল হয়।"

মর্জ্জিনা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তুমি তার বোন, তার ভালর

জন্য মাথা ঘামাও, আমার ভাল আমি বুঝি। আর কারও ভাল বুঝ্‌বার ত দরকার নাই।”

আমিনা বুঝিল, ইহাদের নিকট মনুষ্যত্ব আশা করা বৃথা। একে শিক্ষা ও সাহচর্য্য সম্পূর্ণরূপে ইহাদিগকে পশু করিতে সাহায্য করিতেছে, তাহার উপর আবার এখন ইহার তরুণ বয়স, যৌবনোদ্দামের পূর্ণ উত্তেজনা ও সম্প্রসারণ বর্ত্তমান। শেষে কি মাত্‌লুর নিকটই তাহাকে আবার ফিরিতে হইবে? তাহাকে বলিতে হইবে, “তুমি এখান থেকে আমাদের উদ্ধার কর। আবার যত পার শাসন কর, কিন্তু পাপের এ বীভৎসতা হইতে রক্ষা কর।”

তাহার মাত্‌লুর কথা খুবই জাগ্রতভাবে মনে ছিল। কিন্তু মাত্‌লুর কথা সর্ব্বদা ভাবিলেও, সে মাত্‌লুর মূর্ত্তি হইতে আশঙ্কাকে পৃথক্ করিয়া ভাবিতে পারিত না; তাই যখনই হয় ত অন্ধকার ঘরের ভিতর, মাটির উপর শুইয়া, তাহার মাত্‌লুর কথা মনে হইত, তখন সে উঠিয়া আলোর ডিবা জ্বালিত, আলোর নিকট বসিয়া বসিয়া মনের সে ভয় দূর করিবার জন্য কত কি ভাবিত। কখনও ভাবিত যে মাত্‌লু যাহাই বলুক, যাহাই করুক, সে কখন এইরূপ দুশ্চরিত্র নহে। মতিয়ার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ সেটা ঠিক এই ভাবের নহে। মতিয়াকেও ত মাত্‌লু মারিয়া আধ্‌মরা করিতে দ্বিধা করে না। তারপর কেন জানিত না, তার মনে

হইত প্রিয়নাথের কথা; প্রিয়নাথের সেই আদর, স্নেহ, মাতৃ-সম্বোধন, তাহার অনাস্বাদিত সুখের একটা অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস! সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নাথ সান্ত্বনার সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিল, তাহাও মনে হইত। আলোর রেখা তাহার চোখে পড়িয়া, চোখ দু'টির ঔজ্জ্বল্য বাড়াইয়া দিত। ক্রমে তাহার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিত; সে আলোটিকে ফুঁ দিয়া নিভাইয়া, আবার অন্ধকারে শুইয়া পড়িত। বুকের ভিতর একটা যেন খুব বড় ব্যথা নড়িয়া উঠিত, সে ব্যথাকে সে যেন হাত দিয়া স্পর্শ করিতে পারিত।

যখন এইরূপে তাহার জীবনটি চারিপাশের বিষাক্ত বাতাসে শুকাইয়া যাইতেছিল, তখন মাতলুরাম আবার দেখা দিল। ঘরের চাতালের কাছে আসিয়া তাহার চিরপরিচিত স্বরে ডাকিল, "আমিনাবিবি।"

অনেক দিনের পর সেই স্বর শুনিয়া আমিনার বুক কাঁপিয়া উঠিল। ত্রস্তপদে সে বাহিরে আসিল।

মাতলু চাতালের উপর বসিয়া বলিল, "কি হ'চ্ছে বিবি? ভাই কোথায়?"

আমিনা বড় বিপদে পড়িল। কোন দিনই ইতঃপূর্ব্বে সে মাতলুর সহিত কথা কহে নাই। যাহা বলিয়াছে তাহা শুধু 'হাঁ' 'না' এই দু'টি অক্ষরেই। চিরকাল শুধু মাথা পাতিয়া তাহার আদেশ পালন করিয়া আসিয়াছে। মাতলু তাহার জিহ্বাকে

যেন একেবারে গতিহীন, অসাড় করিয়া দিয়াছিল। আজ সে কি করিয়া তাহার সহিত কথা কহিবে? এতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিবে? সে চুপ করিয়া রহিল।

মাতলু পকেট হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া ধরাইল। খুব দু'একটা জোর টান্ দিয়া বলিল, "কি গো বিবি, বোবা হয়েছ নাকি? কেমন আছ, বলতে পার না?"

আমিনা তাহার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করিয়া, সমস্ত প্রাণকে একাগ্র করিয়া যেন বলিল, "ভাল আছি।" কথা তবুও যেন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

মাতলু হাসিয়া বলিল, "ইস্, কথা যে মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না। তা থাক, আর বলতে হবে না। কবে যে সব বন্ধ হয়ে যাবে তা বলতে পারি না।"

তাহার সে হাসির মধ্যে একটা তুহিন স্পর্শ ছিল। আমিনার সমস্ত চলচ্ছক্তিকে যেন তাহা একেবারে নষ্ট করিল। মাতলু এক মনে চুরুট টানিতে লাগিল। ধুঁয়াতে তাহার মুখখানি কুয়াসাচ্ছন্ন মানুষের মূর্তির মত, একটা শুধু ছায়া, অস্বাভাবিক বড় রকমের ছায়া হইয়া উঠিল। আমিনার বুক খুব সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

ক্রমে একে একে সকলে গৃহে ফিরিয়া আসিল; প্রতি ঘরে আলো জলিয়া উঠিল, চারিদিকে একটা শব্দ-স্রোত ছুটিল।

মাত্‌লু এক মনে তাহা দেখিতে লাগিল। ক্রমে মঞ্জু আসিল। মঞ্জুকে দেখিয়া আমিনা ঘরে প্রবেশ করিল। মাত্‌লু কিন্তু মঞ্জুর আগমন জানিতে পারে নাই। সে তখনও একেবারে একাগ্র হইয়া সুমুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

মঞ্জুলাল তাহাকে দেখিয়া ডাকিল, "মাত্‌লু!" তখন সে মুখ ফিরাইয়া চুরুটে টান দিয়া দেখিল, আগুন নিভিয়া গিয়াছে। সেটিকে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "হুকুম কর।"

মঞ্জু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কখন এসেছ?"

"অনেকক্ষণ।"

"হঠাৎ যে?"

"দেখতে এলাম কেমন আছ সব।"

"তাই ত। তোমার অনুগ্রহ যে কিছুতেই ছাড়ে না। তা বোস, বোস। ওরে, আমিনা, এমন উপকারীকে অভ্যর্থনা কর্‌ছিস্ না?"

মাত্‌লু মুখটিকে একবার কুঞ্চিত করিল, তাহার চক্ষুতে যেন একটা কি একবার বিদ্যুতের মত জ্বলিয়াই অদৃশ্য হইল, তার পর সহাস্যভাবে বলিল, "তা, বইকি।"

মঞ্জু মাত্‌লুর অদূরে চাতালের উপর বসিয়া বলিল, "ওরে আমিনা, মাত্‌লুকে কিছু খেতে দে। কাল যে খাবার আন্‌লাম, কি কর্‌লি।" সে শ্লেষ করিয়াই কথাগুলি বলিল। আমিনা

কিন্তু তাহা বুঝিল না ; ঘর হইতে একখানি কাঁসার থালা করিয়া দু'খানি 'গজা' বাহির করিয়া দিল। মাত্‌লু তখন থালাখানি লইয়া আমিনার কপাল লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল! তাহার দক্ষিণ কপাল কাটিয়া রক্ত ছুটিল। মাত্‌লু তাহার সেই বিকট হাস্যে সমস্ত চক্‌টিকে চমকিত, মুখরিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জু কি বলিতে যাইতেছিল, মাত্‌লুর মুখের দিকে চাহিয়া আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। মাত্‌লু তখন মঞ্জুকে বলিল, "মুখ যে বেড়েছে, মঞ্জুলাল। মাত্‌লু ত এখনও মরে নাই। তাকে এত কথা বলার মত সাহস তোর কোথা থেকে হল? দাঁড়া, তুই। তোকে দেখাচ্ছি।" কিন্তু আমিনার দিকে হঠাৎ চোখ পড়িতেই, সে একটু স্তম্ভিত হইল। কি ভাবিয়া বলিল, "তোদের আমি শেষ করে দিচ্ছি, দাঁড়া।" বলিয়া সে মঞ্জুলালকে একটা লাথি মারিল। মঞ্জুলাল মুখ থুবড়াইয়া পড়িল। তখন মাত্‌লু একবার বক্রদৃষ্টিতে আমিনার দিকে চাহিয়া হাসিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

পথে রহিমের সহিত দেখা হইল। রহিম তাহাকে দেখিয়া বলিল, "কি মাত্‌লু, এত তাড়াতাড়ি কোথায়?"

"দরকার আছে।" বলিয়া সে যেমন চলিতেছিল, চলিল। খানিক পথ যাইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, রহিম মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, "রহিম, মঞ্জুর দরজার কাছে লোক থাকে, তবে তাড়িয়ে দিস্।"

"আচ্ছা। কেন?"

"আমি বল্‌ছি।"

রহিম দেখিল মাত্‌লুর মেজাজ ভাল নহে। সে আর কোন কথা কহিল না। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একবার মঞ্জুলালের ঘরের নিকট আসিয়া দেখিল, মঞ্জুলাল চাতালের উপর দু'হাতে মাথা ধরিয়া বসিয়া আছে, আর আমিনা অদূরে দাড়াইয়া, তাহার কপাল হইতে তখনও রক্তধারা বহিতেছে। রহিমকে দেখিয়া আমিনা ঘরে ঢুকিল।

৮

রহিম মঞ্জুলালের নিকটে আসিয়া তাহার পাশে বসিল। মঞ্জু তাহাকে দেখিয়া একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি সর্দ্দার! হঠাৎ এ দিকে যে?"

রহিম বলিল, "মাত্‌লুর সঙ্গে দেখা হল, সে বল্‌লে যে এখানে কি হয়েছে, তাই একবার দেখ্‌তে এলাম।"

"সে বদ্‌মাস্‌টা গেল কোথায়?"

রহিম হাসিল। মাত্‌লুর সম্মুখে এ কথা বলিলে কি হইত, তাহা মনে করিয়াই বোধ হয় হাসিল। তার পর বলিল, "মঞ্জুলাল, তোমার ত খুব সাহস দেখ্‌ছি।"

"কেন?"

"মাত্‌লুকে ও কথা বল্‌তে সাহস চাই বই কি।"

মঞ্জু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "সে সাহস আমার আছে, সর্দ্দার। ও আমার কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না।"

"তা আমি ঠিক বল্‌তে পারি না। কিন্তু ওর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হল কি করে? ও তোমাদের কেউ হয় নাকি?"

"কে হবে? কেউ না। তবে ওর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় আছে মাত্র। ও আমাদের দেশেরই লোক।"

"ও রকম করে বল্‌লে হবে না। তুমি সব বল দেখি, যদি আমি তোমাদের ওর হাত থেকে বাচাতে পারি। এ সহরে মাত্‌লু একজনকে ভয় করে; সে—রহিম।"

"তা জানি, সর্দ্দার! সেইজন্য ত এখানে এসেছি। এখানে এসেও ত আজ মারধোর করে গেল, সর্দ্দার।" তাহার চোখে জল আসিল। রহিম বলিল, "আচ্ছা, ওর কথা তুমি আমায় সব বল দেখি, আমি উহাকে জব্দ কর্‌বার উপায় বাতলে দিই।"

তখন মঞ্জু চোখ মুছিল। আজ তাহার প্রাণে প্রতিহিংসার ইচ্ছা বলই বলবতী হইয়াছিল। যদি রহিমকে সহায় পায়, তবে মাত্‌লুকে সে একবার দেখিয়া লইবে। তাই সে রহিমকে তাহার জীবনের কথা বলিতে উদ্যত হইল।

"আমাদের বাড়ী, সর্দ্দার, বড় নদীর ধারে। সে কত দূর তা আমি ঠিক বল্‌তে পারি না, তবে রেলে করে এসেছি, ঠিক

ফিরে যেতেও পারি বোধ হয়। মাত্‌লুরও বাড়ী সেইখানে। ওর আসল নাম মাত্‌লু নহে। ও বাঙালী, আমরাও বাঙালী। মাতলু অনেক দিন এখানে আছে। আগে তোমরা কি বলে ওকে জান্‌তে জানি না, তবে যখন এখানে আসি তখন তাহার নাম যে মাত্‌লু তাহাই আমাদের শিখাইয়া দিল।

"ওর ঐ বিশ্রী বিকট মুখ দেখ্‌লে সকলেই ভয় পায়। আমাদের গাঁয়ে ওকে ভয় করত না এমন লোক ছিল না। মাঝে মাঝে সেখানে যেত, যে কদিন থাক্‌ত সমস্ত লোককে উদ্বাস্ত করে মার্‌ত। কিন্তু ভয়ে কেউ কোন কথা বল্‌ত না। আমাদের অবস্থা বড় ভাল ছিল না, ওর বাড়ীর পাশেই আমাদের বাড়ী ছিল। ও যখন এখানে আসে, সে অনেক দিন আগে, তখন ওর বাড়ী খালিই পড়ে রহিল। একবার ঝড়ে আমাদের পুরানো বাড়ীখানি পড়ে যায়। তাতে বাবা ওকে ব'লে, ওর বাড়ীতে আশ্রয় লন। সেই হ'ল প্রথম সূত্রপাত। তারপর থেকেই ও আমাদের পেয়ে বস্‌ল। বাবা মারা যাবার পর, মা অনেক দিন ছিলেন। মা যখন ছিলেন, ওর অত্যাচারের তখনও সীমা ছিল না। তিনিও মরে ওর হাত এড়িয়ে গেলেন, কিন্তু আমাদের দু'জনকে ওর হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন বল্লেই হয়।

"ও আমাদের তখন এখানে আন্‌লে। ও যদি না খেতে দিত তবে আমরা হয় ত না খেয়ে মর্‌তুম। সে আজ পাঁচ সাত বছরের

কথা। এখানে নিয়ে এসে ও প্রথমে আমার বোনকে একটা হিন্দুস্থানী লোকের কাছে, গান শিখাত। যখন সে গান শিখলে, তখন আমাদের নিয়ে পথে পথে গান গাওয়াইয়া বেড়াইত। আমাদের অনর্থক মারধোর করিত ; ভয়ে আমাদের কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। তারপর এখানে এনে রাখলে।”

রহিম সমস্ত শুনিয়া বলিল, “আচ্ছা, তুমি ও তোমার বোন এখানে থাক। আমি তোমাদের দেখ্‌ব শুন্‌ব। যদি কখনও ও কিছু বলে, তা হ'লে আমাকে জানাইও, আমি ওর এখানে আসা বন্ধ কর্‌ব।”

রহিম চলিয়া গেলে, আমিনা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। একখণ্ড কাপড়ে তাহার ক্ষতটি বাঁধা। রক্তের ফোঁটা তখনও চুঁয়াইয়া পড়িতেছিল। সে আসিয়া ডাকিল, “দাদা।”

“কি !”

“তুমি সর্দারকে এত কথা বলতে গেলে কেন ?”

“বল্‌ব না কেন ? আমি এইবার একবার মাত্‌লুকে দেখে লব।”

“ব'লে ভাল কাজ কর নাই। ও লোকটাকে এখানে আসিতে দিও না বল্‌ছি।”

“কেন ?”

“না, ওকে দেখ্‌লে কেমন আমার ঘৃণা হয়। তুমি সব কথা ওকে না বল্‌লেই চল্‌ত।”

"তোর কি একটু লজ্জা নাই ?"

"না। আমার আবার লজ্জা কিসের। মার ত আমি খেয়েই এত বড় হয়েছি। তবু বুদ্ধি ক'রে যে সব বল নাই এই ভাগ্য।"

"আমি কিন্তু এবার মাতুলকে শাস্তি দিবই, তা তুই ভাল ক'রে জানিস্।" বলিয়া সে উঠিল।

আমিনা বলিল, "কোথা যাচ্ছ ? খাবে না ?"

"এসে খাব।"

আমিনা বুঝিল মঞ্জু কোথা হইতে আসিবার কথা বলিল। মঞ্জু চলিয়া গেলে, সে একাকী ঘরে অর্গল দিয়া শুইল। অন্য দিন সে ইহা করিত না, কিন্তু আজ যখন রহিম চলিয়া যায়, তখন তাহার দৃষ্টি ঘরের ভিতর পড়িতেই, আমিনা তাহা দেখিয়াছিল। তাই তাহার মনে সন্দেহ ও ভয় যেন একসঙ্গে জাগিয়া উঠিল। শুইয়া শুইয়া কত কি ভাবিল। কখন ঘুমাইয়া পড়িল, প্রভাতে উঠিয়া তাহা স্থির করিতে পারিল না।

কিন্তু সে যাহা ভয় করিয়াছিল, ঘটিলও তাই। সে দিন হইতে রহিমের তত্ত্বাবধান যেন খুব সগত্ন হইয়া উঠিল। সে প্রত্যহই সেখানে আসিত, মঞ্জুলালের সহিত অনেক গল্প করিত। কখনও বা দু'জনেই একসঙ্গে একটু আমোদ করিতে যাইত। এক এক দিন বোধ হয় দু'জনে একসঙ্গে নেশাও করিত। রহিম একেবারে

সাহস করিয়া আমিনার নিকট যাইতে পারিত না। কেন না সে যাহাই বলুক্ না, মাত্লুকে সে খুবই ভয় করিত। তাই সে মনে করিল যে মঞ্জুকে হাত করিয়া, তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া যাহা করিবার করিবে।

ক্রমে একদিন সে ঘটনা যেন আমিনার নিকট আসন্ন বলিয়া বোধ হইল। সে দিন মঞ্জু ও রহিম দু'জনে মঞ্জুর ঘরের চাতালে বসিয়া কথা কহিতেছিল। আমিনা ভিতরে নির্জীববৎ শুইয়া মাত্লুর কথা ভাবিতেছিল। সে কি তবে আবার মাত্লুর নিকট ফিরিয়া যাইবে। বরং মার ভাল, কিন্তু এরূপ ভয়ে থাকা তাহার যেন আরও অসহ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু মাত্লু কোথায়? সে ত সেই গিয়াছে, এখনও আর আসে নাই। কোথায় আছে সে কিছুই জানে না। মতিয়ার কাছে কি সন্ধান লইবে? তাহাতেও তাহার যেন মন সরিতেছিল না। পূর্ব্বে মতিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব না থাকিলেও, অসদ্ভাব ছিল না। এখানে আসিয়া কিন্তু সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, মতিয়ার উপরও যেন একটা বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা হইয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার কাণে রহিম ও মঞ্জুর কথাবার্ত্তার শব্দ উপস্থিত হইল। সে, সে দিকে মন দিল।

রহিম বলিতেছে, "মঞ্জু, তোমার বোনকে ত একদিনও দেখ্লাম না। সে আমার সাম্নে বেরোতে চায় নাই?"

"বেরোবে না কেন সর্দ্দার? তবে কি জান তার স্বভাবটা একটু লাজুক কিনা। ঘরের ভিতর থেকে বেরোতে চায় না।"

"এক দিন দেখাও না। শুনলাম নাকি সে খুব সুন্দরী।"

"তা হবে। সুন্দরী বই কি।"

"তা একদিন দেখাও। কি বল? তোমার আপত্তি আছে?"

"আচ্ছা, কাল দেখাব।"

আমিনা শুনিয়া যেন একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। মঞ্জুর এমন অবনতি যে তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে, তাহা সে ভাবে নাই। কি ঘৃণার কথা! সে মনে মনে এক মতলব ঠিক করিল।

সে রাত্রে মঞ্জুলাল যখন নৈশ বিহারে গেল, আমিনা ঘুমাইবার চেষ্টা করিল না। জাগিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। অতি শিশুকাল হইতে তাহার ভিতর যে একটা সু ছিল, যে মঙ্গলকর শক্তির নিহিত বীজ ছিল, সেটি তাহাকে বরাবর রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আজও করিবে ঠিক করিল। নারী যখন কুপথগামী হয়, তখন তাহাকে বোধ হয় সয়তানও ভয় করে, সমস্ত নরকও তখন তাহার মনের অবস্থার নিকট শোভাসম্পৎ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়; কিন্তু আবার সে যখন ভাল হয়, তখন দেবতার সমস্ত মঙ্গলপূর্ণ আশীর্ব্বাদ তাহার মধ্যেই স্বরূপ গ্রহণ করে। জগতের মুক্তি নারী হৃদয়েই; মাতৃত্বের, মহত্বের কেন্দ্র রমণীর হৃদয়েই!

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। বস্তির আনন্দ উৎসবের রোল নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মরিয়া গেল। আমিনা ঘর হইতে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে বাহিরে আসিয়া দেখিল, কেহ কোথায়ও নাই। প্রায় সবই অন্ধকার; কোথায়ও কচিৎ দু' একখানা ঘরের ভিতর হইতে আলোকস্রোত বাহির হইতেছে। সে চাতাল হইতে নামিয়া, একখানির পর আর একখানি পার হইয়া বস্তির শেষের দিকে চলিল। ক্রমে মজ্জিনার ঘরও পার হইল। তারপর গলি পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িল।

রাস্তায় লোক নাই। আমিনা দ্রুতপদে চলিল। যেন প্রাণ-রক্ষা করিবার জন্যই সে চলিয়াছে। বোধ হয় ছুটিয়াই যাইত, কিন্তু পাছে কেহ দেখিয়া সন্দেহ করে, তাই সে ধীরে ধীরে চলিল। পরে দু' একজন পাহারাওয়ালা দেখিল—কিন্তু নিকটে আসিয়া দেখিল তাহারা ঘুমাইয়া চৌকি দিতেছে। ব্রিজ পার হইয়া চলিল। চলিতে চলিতে তাহার পায়ে পায়ে জড়াইতে লাগিল, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হইয়া উঠিল। রাস্তায় একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইল। উঠিয়া আবার চলিল। চারিদিকে পাখীর ডাক যেন তাহাকে আরও ভীত করিবার জন্য জাগিয়া উঠিল। সে যখন মাঠের রাস্তা পার হইয়া সহরের প্রান্তে পৌছাইয়াছে, তখন প্রভাতের অরুণিমা পূর্ব্ব গগনের প্রান্তেও রঙিয়া উঠিয়াছে। এদিকের পথ তাহার চেনাই ছিল।

অনেকদিন মাত্লুর সহিত সে এদিকে বেড়াইয়াছে। আরও চেনা পথ ধরিয়া সে যখন প্রিয়নাথবাবুর দ্বারে উপস্থিত হইল, তখন তিনিও ঊষাভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিতেছেন। বেলা তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। রৌদ্রে তাঁহার বাড়ীর ছাদের আলিসা তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

৯

প্রিয়নাথবাবু তাহাকে দেখিয়া খুব আশ্চর্য্য হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আমিনা যে, কি করে এলে?"

আমিনা তখনও হাঁপাইতেছিল। বলিল, "পালিয়ে এসেছি।"

"বেশ করেছ মা। এস, তা',—এতদিন ছিলে কোথায়? আমি এতদিন তোমার খোঁজে ছিলাম, দেখা পাই নাই।"

"আমি ত সেখানে ছিলাম না।"

"মাত্লু বুঝি সরিয়েছিল?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা, এবার তোমাকে এমন করে রাখ্ব যে সে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবে না। সেবার তুমি যদি নিজে না যেতে, সে ত নিয়ে যেতে পার্ত না। কালও বুঝি সারারাত পথ হেঁটেছ?"

আমিনা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। প্রিয়নাথ তাহাকে বাড়ীর

মধ্যে লইয়া গেলেন। মন্মথ তখন তাহার নিজের ঘরে ছিল; তাহাকে ডাকিয়া প্রিয়নাথ বলিল, "মন্মথ, এই দেখ্‌ আমার মা।"

মন্মথ একটু বিস্মিত হইয়া আমিনার দিকে চাহিল। কোথা হইতে যে এ মা আসিয়া হাজির হইল যেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু প্রিয়নাথ তাহাকে বিস্মিত হইতে দেখিয়া বলিল, "বেশ্‌ মা নয় কি? আমার এ বুড়া বয়সে একটা অঞ্চল চাই ত। কি বল্‌ মা।"

সেবারে প্রিয়নাথ তাহাকে সমস্ত শক্তি দিয়াও রাখিবেন স্থির করিলেন। মন্মথকে তিনি স্নেহ করিতেন বটে; তবে তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা তাহাতে মিটে নাই। প্রায়ই দেখা যায় ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েরা পিতৃহৃদয়ের খুব কাছেই থাকে। কেন এইরূপ ঘটে বলা যায় না; তবে বোধ হয় ছেলেরা যতটা বহির্মুখ, মেয়েরা ঠিক সেই পরিমাণে অন্তর্মুখ। ছেলেরা পরিবারের গণ্ডীর বাহিরে তাহাদের জীবনের স্বার্থ সৃজন করিয়া, খুঁজিয়া বাহির করে, মেয়েরা সংসারে পরিবারের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া, আপনাদিগকে ছড়াইয়া, উৎসর্গ করিয়া, বাহিরের স্বার্থকে অবহেলা করে। তাই ছেলেরা সমাজের পোষক শক্তি, মেয়েরা সমাজের সংহতি, প্রাণ।

কিন্তু প্রিয়নাথ যাহাই মনে করুন না কেন, শ্যামার বার্দ্ধক্য-জনিত বাচালতা শীঘ্রই মন্মথকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে এই নাচ্‌ওয়ালী মেয়েটিকেই বিবাহ করিবার জন্য বাবু ঝুঁকিয়াছেন।

মন্মথ সে কথা বিশ্বাস না করিলেও, বুঝিল যে ইহাকে অন্ততঃ পছন্দ না করিবার কোনও কারণ নাই। মন্মথ তখন যৌবনের পূর্ণাবস্থায়; তা'র উপর বাঙালীর ছেলের বুদ্ধি ও বিদ্যা যত বেশী, তাহার যৌবনাবস্থা অন্ততঃ মনে তত সকাল সকাল আবির্ভূত হয়। অবশ্য আমিনার সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সেরূপে অভিভূতি একসঙ্গেই হইল না। প্রথমটা প্রথমে ও দ্বিতীয়টি পরেই ঘটিল। প্রথম প্রথম মন্মথ তাহার পিতৃদত্ত শিক্ষাকে খুব জোর করিয়া ধরিয়া রহিল। প্রিয়নাথ যখন আমিনাকে সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী বলিয়া ঠিক করিয়া দিলেন, তখন তাহার মন একটু বিরক্ত হইল। সে বাক্যে ও ব্যবহারে এই নীচজাতীয়া মেয়েটিকে উপেক্ষা করিল। প্রিয়নাথ একদিন তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মন্মথ, তোমার আমিনার প্রতি ব্যবহার ত ভাল নহে। তুমি কেন উহাকে ঘৃণা কর?"

মন্মথ উত্তর করিল, "যে যেমন তাহার সঙ্গে সেইমত ব্যবহার ত করিতে হয়। উহাকে বাড়ীতে আনা হইয়াছে বলিয়াই ত ও আর মান্যগণ্য নহে।"

"কে বলিল নহে? উহার সহিত ভাল ব্যবহার করিও। তুমি আর যাহা কর করিও, তাহাতে আমি তোমাকে কোনদিন কিছু বলি নাই, বলিবও না; তবে উহার মনে যদি ব্যথা দাও, তবে আমাকে বলিতেই হইবে যে কাজটা তোমার খারাপ হইতেছে।"

মন্মথ প্রিয়নাথের দৃঢ় স্বর শুনিয়া আর কোন কথা বলিল না। কিন্তু আমিনার প্রতি সে উপেক্ষার ভাব আর ত্যাগ করিল না। আমিনা কিন্তু এসব দিকে এত নজর রাখিত না।

যখন প্রিয়নাথ বাড়ীতে থাকিত, সে সাধ্যমত তাঁহার জীবনকে আবার সুখময় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিত। সেই যে সান্ত্বনার কথা শুনিয়া ছিল, সে কথা তাহার সর্ব্বক্ষণ মনে হইত, কেমন করিয়া সান্ত্বনা প্রিয়নাথের জীবনকে সুখে পূর্ণ করিয়াছিল, প্রিয়নাথ সান্ত্বনাকে কি চোখে দেখিতেন সেই সব ভাবিয়া এই পত্নীবিয়োগ-কাতব লোকটির স্নেহসিক্ত হৃদয়কে আবার তাহার বাক্য ব্যবহারে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিত। বাড়ীর সমস্ত বিশৃঙ্খলা আবার কোথায় দূর হইয়া গেল; প্রত্যহ সকলের ব্যবহার্য্য জিনিসগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া, সেগুলিকে ঠিকমত গুছাইয়া রাখিত। প্রিয়নাথ সমস্তই হাতে হাতে পাইতেন। খুব প্রত্যূষে উঠিয়া, খ্যামার আগেই সে প্রিয়নাথের চা করিয়া দিত। ইদানীং আমিনার শাসনে পড়িয়া চা না খাইয়া ঠাণ্ডায় হিমে বাহির হইবার উপায় ছিল না। আহারের সময় নিজে নিকটে বসিয়া খাওয়াইত। এইরূপে ছোট-খাট কাজে সে নিজেকে একেবারে একটি অপরিহার্য্য আবশ্যক করিয়া তুলিল। তাহার কার্য্য দেখিয়া একদিন প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি এত কাজ কোথা থেকে শিখ্‌লে?"

সে হাসিয়া বলিল, "বাঙালীর মেয়েদের কি ঘর-দোরের কাজ শিখাতে হয়।"

"তুমি বাঙালীর মেয়ে?"

"হাঁ। আমার পরিচয় শুন্‌বেন?"

"বল্‌লেই শুনি, শুধু তুমি পাছে কষ্ট পাও, তাই তোমার গত জীবনের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস হয় না।"

আমিনা তাঁহাকে যে গল্প মঞ্জু রহিমের কাছে বলিয়াছিল, ঠিক সেই গল্পটি বলিল। মাঝে মাঝে তাহার কথা আট্‌কাইয়া যাইতেছিল; কিন্তু কেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। মাত্‌লুর কথাটা খুবই সংক্ষেপে সারিয়া দিল, দেখিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "এখন মাত্‌লু কোথায়?"

"তা জানি না।"

"মঞ্জু এখন খিদিরপুরে কুলী-বস্তিতেই আছে?"

"হাঁ।"

"সে ত তোমার খোঁজ করে না। মাত্‌লু কি তোমার খোঁজ করে নাই, তুমি যতদিন কুলী-বস্তিতে ছিলে?"

আমিনা মাথা নাড়িয়া জানাইল, "না"।

"তবে তোমার আর ভয় নাই। সে কোথায়ও ধরা পড়েছে কি মার খেয়েছে বোধ হয়।"

আমিনা শুষ্কমুখে বলিল, "তা হ'তে পারে।"

এইরূপে তাহার জীবনের স্রোত বেশ মন্দগতিতে, অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে চলিতেছিল। কিন্তু তাহারই পার্শ্বে মন্মথ'র প্রকৃতি যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহা দেখিবার সময়ও তাহার হয় নাই।

মন্মথ যুবক। যৌবনে মন বড় তরল থাকে, একটু উচুনীচু হইলে, একদিকে, যেদিকে ঢাল্ পাইবে, গড়াইবে। মন্মথ আমিনার প্রতি প্রথম-মনোভাব শীঘ্রই অতিক্রম করিল। আমিনা প্রিয়নাথের নিদেশ মত মন্মথ'র সমস্ত প্রয়োজনীয় গুছাইয়া দিত, তাহার ঘর বিছানা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিত, কিন্তু ভয়ে কখনও তাহার খাতাপত্রে হাত দিত না। প্রথমতঃ আমিনা কথা কহিত না, হাজার হোক্, সে ত স্ত্রীলোক। একদিন হঠাৎ মন্মথ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তোমার নাম কি ?"

আমিনা তাহার নাম বলিল। এরূপভাবে নাম জিজ্ঞাসা করাটা যে ঠিক ভদ্রতা নহে ভাবিয়া মন্মথ তখন সেই অকারণ অবিনয়কে শুধ্রাইতে অনেক কথা বলিয়া ফেলিল। নানা কথার পর আমিনা তাহাকে বলিল, "আপ্নি ত আমার চেয়ে বড়, তা যদি কোন দোষ হয় ত মাফ করবেন। কিন্তু এত কি বল্ছেন, আমি ত বুঝি না। আমি লেখাপড়া কিছু জানি না।"

মন্মথ বলিল, "সে কি ? তুমি গান গাহিতে না ?"

আমিনা লজ্জিত হইল। এই সময়ের জীবনটা তাহার সমস্ত অস্তিত্বের উপর একটি বিকট কালিমা রেখা। বলিল, "সে মুখস্থ করে, শুনে শিখ্‌তাম।"

"পড়্‌তে শিখবে?"

"শিখতে পারি। কিন্তু কি দরকার?"

"খুব দরকার আছে। যদি শিখ তা হ'লে মামাকে ব'লে তার ব্যবস্থা করি।"

"শিখব।"

কেন যে মন্মথর এত মাথাব্যথা হইল, তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিল না। তবে আমিনাও প্রিয়নাথকে ধরিয়া বসিল, যে সে লেখা-পড়া শিখ্‌বে। প্রিয়নাথ তাহার কোন কথায় 'না' বলিতেন না। আমিনা প্রথমতঃ প্রিয়নাথের নিকট পড়াশুনা আরম্ভ করিল। কিন্তু আদত পড়ার চর্চ্চা হইত, যখন মন্মথ সকাল সকাল কলেজ হইতে ফিরিত, আর প্রিয়নাথ স্কুলে থাকিতেন। প্রিয়নাথের ইহাতে কোন আপত্তি ছিল না; ইহাদের দু'জনের মধ্যে সদ্ভাব থাকা যে প্রয়োজনীয়, তাহাই তিনি ভাবিতেন।

এ সময়ে মন্মথের মানসিক অবস্থা তাপমান যন্ত্র বিশেষের মত কেমন করিয়া তাহার দৈনিকলিপিতে নিরূপিত হইতেছিল তাহা সেখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইত। এই 'ডাইরী' লেখা অভ্যাস তাহার পিতার একটা আদেশ। সে বরাবর নিয়মমত

ইহা লিখিত। সপ্তাহে একদিন করিয়া সমস্ত সপ্তাহের কাজের, চিন্তার হিসাব থাকিত। কিন্তু আমিনার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবার পর, দৈনিক জীবনটাও খুব সতেজ, তীক্ষ্ণ, চঞ্চল, হইয়া উঠিল; কাজেই সপ্তাহ তখন আর সামান্য কাল ব্যাপ্তি রহিল না। দিনটাও একটা মস্ত ব্যাপার হইয়া উঠিল।

একটি ছেলে ও একটি মেয়ে খুব বেশীর ভাগই যৌবনের কাছাকাছি একটা বয়সে প্রেতিষ্ঠিত। এই দুটিকে লইয়া উপন্যাসের রাজ্য চলিতেছে। উপন্যাস-লেখকের উচিত, এই রাজ্যের দুইটি প্রজার কথা লইয়া বিশদ আলোচনা করা। কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের সে দুটি প্রজার কথা ভাল করিয়া জানা নাই। মন্মথের দৈনিক-লিপি হইতে উদ্ধার করিয়া কতক কতক এ অবস্থার একটা ইতিহাস দিতে পারা যাইত; কিন্তু তাহাতে গ্রন্থবাহুল্য হইবে। হয় ত উপন্যাসের পাঠকপাঠিকা তাহা এতদিন জানিয়া ফেলিয়াছেন; জীবনে কখনও তাঁহাদের সে তত্ত্ব বাস্তব কিনা জানিতে সময় পাইয়াছেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। যদি পাইয়া থাকেন, তবে ভালই, আমাকে আর কিছু বলিতে হইবে না। যাঁহারা না পাইয়াছেন, অন্ধ অন্ধকে যেরূপে পথ দেখায়, আমিও হয় ত সেইরূপ ভাবে দিতে পারিতাম। শুনিয়াছি এই অবস্থাটায় প্রেমের পাক্‌ধরার অবস্থা। আমি সেটা আম্, জাম্, খর্জ্জুরের পাকধরার মত কিছু কি না, জানি না। তবে আমার

মনে হয়, ইহার মধ্যে একটা কিছু খুব সত্য আছে। ঘটনাটিকে যে একেবারে কল্পনা জগতের বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা মনে হয় না। কিন্তু উপন্যাস হয় ত অতিরঞ্জিত করে। তবে প্রেম-দ্রব্যটির কাব্যগন্ধ থাকিলেও, আমার মনে হয়, ইহা ঘুণ-ধরার মতই কিছু হইবে। বিশেষতঃ যখন প্রেম এইরূপে একটা যে কোন অবস্থায় অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। যাহাই হউক, মন্মথ আমিনার আসার মাস সাত আটের মধ্যেই এই পাক্‌-ধরা বা ঘুণ-ধরা অবস্থায়, তাহার বাল্যের সমস্ত 'মর্‍্যালিটি' হারাইল। কিন্তু সাবধান, বাল্যের মর্‍্যালিটি! 'মর্‍্যালিটি' যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে অনেকটা রঙ্‌ বদ্‌লায়, বোধ হয় উপাদানও বদ্‌লায়। অন্য কোন সময়ের, অন্য কোন বয়সের কিংবা সাধারণ 'মর্‍্যালিটি' যেন কেহ বুঝিবেন না।

আমিনা সেইভাবে কোন কিছু অনুভব করে নাই। এটা হয় ত নিয়মের ব্যভিচার; কিন্তু কথাটা সত্য। সে যেমন মঞ্জুলালকে দেখিত, মঞ্জুর নিকট অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিত, ঠিক তেমনই, সে মন্মথর সঙ্গে কথা কহিত। সে যেমন মঞ্জুলালকে স্নেহ করিত, মন্মথকেও সেইরূপ স্নেহ করিত। কিন্তু দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিগত মনোভাবের এই বৈষম্য থাকিলেও বাহ্য ঘনিষ্ঠতা খুবই বাড়িয়া যাইতে চলিল। ফলে দাঁড়াইল, মন্মথের যতই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহার

মনও ঐ নীচে নাচ্‌ওয়ালীর প্রতীক্ষা খোলা বইএর পাতা ছাড়িয়া, বাহিরের দিকে ঘন ঘন ছুটিতে লাগিল।

১০

সকালে ঘরে ফিরিয়া দেখিল যে ঘর বাহির হইতে বন্ধ। ভাবিল, আমিনা হয় ত জল আনিবার মত কোন প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছে; সে দরজা খুলিয়া পাতা মাদুরির উপর ক্লান্ত-ভাবে শুইয়া পড়িল। অন্যদিন এ সময়ে আমিনার অভিমান-তিরস্কার মুখ তাহাকে বড়ই চঞ্চল ও অনুতপ্ত করিত; প্রত্যহই সে ভাবিত যে ঐ ত একটা নিরাশ্রয়া বোন্;—এতদিন একসঙ্গে, একই রকম দুঃখ-কষ্টের বোঝা বহিয়া আসিয়াছে; আর তাহাকে বেশী করিয়া এইরূপে নির্য্যাতন করিবে না। কিন্তু দিনের শেষ হইতে না হইতে, তাহার মন বিচলিত হইত, সে মন কেবলই গর্জ্জিনার সজল-জলদ-বর্ণের মধ্যে তৃপ্তি পাইতে ছুটিত। সন্ধ্যার পর তাহার দুর্ব্বল চিত্ত, আর তাহার বশে থাকিত না। প্রভাতের সাধুসঙ্কল্প বালুর বাঁধের মত ভাঙ্গিয়া যাইত। সেদিন প্রভাতে ঘরে ঢুকিয়া আমিনাকে না দেখিয়া একটু আশ্বস্ত হইল।

কিছুক্ষণ তাহার এইরূপ অলসভাবে কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহার ত শুইয়া থাকিলে চলিবে না। আমিনা কোথায় গেল?

সে না আসিলে ত তাহার খাবার কে দিবে? সারা দিবসের পরিশ্রমের উপযুক্ত আহার জুটাইবে, তৈয়ারী করিবে কে? চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, যে খাবার প্রস্তুত করার কোনও আয়োজন হয় নাই। মঞ্জু উঠিয়া বসিল। তাহার পর বাহিরে আসিয়া ডাকিল, "আমিনা!"

কেহ কোন উত্তর দিল না। দু'একজন লোক কাজে চলিতেছিল, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল। সে তখন বাহির হইয়া বস্তির মধ্যে খোঁজ করিল। মর্জ্জিনা রাস্তার কল হইতে মাটির কলসী করিয়া জল আনিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মঞ্জু, আজ যে এখনও কাজে যাও নাই।"

"না, আমিনাকে সকাল থেকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না; তাকেই খুঁজ্‌ছি।"

"আমিনা? তোমার সেই সুন্দরী বোন্‌ বুঝি?"

"হাঁ।"

"ওঃ, তা সর্দ্দারের বাড়ী দেখ।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তখন মঞ্জুলালের মনে সন্দেহ হইল, সত্যই ত সর্দ্দার ত ইহার ভিতর নাই? সে ত ইদানীং বড়ই আত্মীয়তা দেখাইতেছিল; প্রত্যহ তাহার সহিত আলাপ করিতে আসিত; আমিনার কথাও জিজ্ঞাসা করিত, তবে কি তাহারই এই কাজ? যদি তাহাই হয়, তবে উপায়?

সে রহিমের কুঠির দিকে চলিল। রহিম তখন তাহার ঘরের সম্মুখে একটা টুলের উপর বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিল, "কি মঞ্জুলাল, এখানে যে এই অসময়ে ?"

"একটু দরকার আছে ?"

রহিম ব্যস্তভাবে বলিল, "কি বলত ?"

"আমিনাকে সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় গেছে ত' বুঝতে পারি না।" বলিয়া সে সন্দিগ্ধভাবে রহিমের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহা বেশ তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করিয়া লইল।

রহিম বলিল, "সে কি ? বোধ হয় এখানেই কোথায়ও গিয়াছে, এখনই আস্‌বে। চল দেখি খোঁজ করি।"

দু'জনে বস্তি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল, আমিনার কোন খোঁজই মিলিল না। অবশেষে রহিম বলিল, "মঞ্জু, এ নিশ্চয়ই মাতলুর কাজ। সে ছাড়া আর কারও ক্ষমতা ও সাহস হবে না যে রহিমের বস্তি থেকে মেয়েছেলে বার করে।"

মঞ্জুর মুখখানি শুকাইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে, কি হবে ?"

"হবে আর কি। আমিনা বিবিকে আন্‌তে হবে, যে করেই হোক্। তুমি মাতলুকে ঠিক কোথায় পাবে জান ?"

"না ; তবে মতিয়ার ওখানটা দেখ্‌তে পারি।"

"আচ্ছা, তাই দেখ। আমি দেখিয়া লই সে যদি আর কোথায়ও আড্ডা নিয়ে থাকে।"

মঞ্জু মতিয়ার চকে তখনই কালবিলম্ব না করিয়া ছুটিল। পথে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে চলিল, যদি আমিনাকে দৈবক্রমে দেখিতে পায়। মনের মধ্যে তাহার মর্জ্জিনার কথাই ঘুনাইতে লাগিল,—বোধ হয় রহিমেরই এই কাজ। মাত্‌লু ত কোন কাজ নিঃশব্দে চোরের মত করে না। সে যাহা করে তাহা সাহস করিয়া, বুক বড় করিয়া করে। এরূপে আসিয়া আমিনাকে লইয়া যাইবার ত কোন কারণও তাহার নাই। সে ত' ইহা করিলেই জোর করিয়া টানিয়া লইতে পারিত। মতিয়ার চকে হাজির হইয়া দেখিল মতিয়া স্নান সমাপন করিয়া বাজারে গিয়াছে। মঞ্জু তখন অপেক্ষা করিতে লাগিল। একবার তাহার ইচ্ছা হইল দেখে মতিয়ার ঘরে কেহ আছে কি না। কিন্তু সাহস হইল না ; হয় ত' কোথা হইতে মাত্‌লু সেই চক্ষু দু'টি কুঞ্চিত ভ্রূ ও ললাটের তলা হইতে বিপদের মত তাহার উপরে অতর্কিতভাবে পড়িবে। অনতিবিলম্বে মতিয়া ফিরিয়া আসিল। মঞ্জুকে দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "একি, মঞ্জুলাল যে ?"

"একটা দরকারে এসেছি, মতিয়া। মাত্‌লু কোথায় ?"

মতিয়া ঘরের দরজা খুলিতে খুলিতে বলিল, "সে ত আজ ৪।৫

দিন উধাও হয়েছে। আমি তার জন্য ত খোঁজ কর্‌লাম, কিন্তু সে হতভাগার কোনও সন্ধান মিল্‌ল না।"

"সত্যি, মতিয়া ?"

মতিয়া রাগিয়া গেল। বলিল, "সত্যি নয় ত তোমার সঙ্গে মিথ্যা কহিয়া আমার দরকার। কি তুমি আমার মাথা রাখবে, তার জন্য তোমার মন রেখে কথা বলতে হবে।"

মঞ্জু বলিল, "তুমি রাগ কেন, মতিয়া। আমি এম্‌নি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম। তা, ৩।৪ দিন কোন খোঁজ নাই ?"

"হাঁ ; কোথায়ও কিছু নাই, বললে—'একটু বেড়িয়ে আসি। এখানে ভাল লাগছে না।' দেখত মঞ্জু! আমি মরি তার জন্য, আর তার কিছু ভাল লাগে না। শুনে ভাই আমার কেমন রাগ হ'য়ে গেল। আমি দু'কথা শুনিয়ে দিলাম। তাতে কি কর্‌লে জান ?"

"কি ?"

"আমার চুরুটের সমস্ত তামাক নর্দ্দমায় ফেলে দিলে, হাড়িকুড়ি যা ছিল সব টেনে ফেলে দিল, বল্‌লে 'মতিয়া তোর আমার উপর যে টান, তুই ত আবার সব করে নিবি।' আমি ত একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম।"

"তার পর ?"

"তার পর আর কি, চুলের মুঠা ধরে আমাকে মাটির উপর

ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেল। যাক্‌ গে, যেথানে খুসী মরুক্‌ গে। আমার যেন জ্বালা! তা তোমার কি দরকার মঞ্জু?"

"আজ সকাল থেকে আমিনাকে দেখতে পাচ্ছি না। মাতলু তাকে কোথাও নিয়ে গেছে কি না বুঝ্‌তে পারছি না। সে ত আর কোথাও কাহারও সঙ্গে যেতে পারে বলে মনে হয় না।"

মতিয়ার মুখ এতক্ষণ বেশ উদ্দীপ্ত ছিল; মঞ্জুলালের কথা শুনিয়া যেন নিভিয়া গেল। বলিল, "সে কি?"

"তাই ত আমি তার খোঁজ করতে এসেছি। এটা কি তার কাজ? হতেও পারে, সে ত আজ ৭৮ দিন আসে নাই বলছ।"

মতিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল, "আর তার কোথায় আড্ডা আছে জানি না ত। সেও নিয়ে গেলে যেতে পারে। তার ত অসম্ভব সংসারে কিছু নাই।"

মঞ্জুলাল কোন সংবাদ না পাইয়া বলিল, "তবে আমি চলি, মতিয়া। কোন খবর পাই ত তোমায় জানা'ব।"

মতিয়ার সেদিন আর আহারাদি হইল না। চুল্লীর নিকটে যে কয়লা কটি একটা ঝুড়িতে ছিল, বিমনা হইয়া সেগুলিকে বাজারের তরকারির সহিত মিশাইয়া, সমস্ত ঘরের এক কোণে ফেলিয়া রাখিল। তারপর ঘরের দরজাটিতে পিঠ রাখিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল। হঠাৎ মনে হইল যে মাতলু ইদানীং তার গঙ্গাতীরস্থ

কারখানার কথা বলিত, সেই কারখানাটা কি একবার দেখিলে হয় না ?

সে দ্বার বন্ধ করিয়া তালা লাগাইয়া বাহির হইল। পথে সে ঠিক করিল কেমন করিয়া এই কারখানাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। গঙ্গার তীর ধরিয়া বরাবর দক্ষিণে চলিল; যেখানে ডক্‌ শেষ হইয়াছে, তাহারই কিছু দূরে একটা খেয়া ঘাট আছে; মতিয়া সেখানে হাজির হইল। নৌকায় উঠিতে যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ তীরের দিকে নজর পড়িতেই দেখিল, মাতলু দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। মতিয়া তাড়াতাড়ি আবার নামিয়া পড়িল।

মাতলু জিজ্ঞাসা করিল, "মতিয়া বিবি যে, কোথায় চলেছ ?"

"তোর খোঁজ করতে; এত দিন কোথায় মরেছিলি ?"

"ইস্‌, তোর রসিকতা বুঝি ঘরে কুলাল না; রাস্তায় লোকের ভিড়ে তাই এসেছিস্‌। দূর হ' হতচ্ছাড়া মাগী।"

মতিয়া মাতলুর স্বর শুনিয়া নীরব হইল। মাতলু আবার বলিল, "বেরো! আমার চোখের সামনে থেকে। রাস্তায় এসেছিস্‌ ইয়ারকি করতে ?"

মতিয়ার মুখ শুকাইয়া গেল। আর কোন কথা না কহিয়া সে গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইল। মাতলু তখন তীর ধরিয়াই গিয়া পাশের একটা সরু গলিতে প্রবেশ করিল। মতিয়া কি করিবে ভাবিয়া একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল মাতলু নাই। কোথায়

গেল দেখিবার জন্য এদিক ওদিক চাহিতেই, মাত্‌লু গলির মোড় হইতে ডাকিল, "মতিয়া।"

মতিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া মাত্‌লুর নিকট উপস্থিত হইল। সে মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "নৌকা ক'রে কোথা যাচ্ছিলি ?"

"ওপারে।"

"কি কর্‌তে ?"

"তোর কাছেই ত ?"

"ওপারে কি আমার শ্বশুরবাড়ী নাকি ?"

"ওপারে কি কারখানা আছে বল্‌ছিলি না, তাই কি দেখ্‌তে যাচ্ছিলাম।"

"তোর মুণ্ড আছে। আয়, আমার সঙ্গে আয়।"

মতিয়া একবার ইতস্ততঃ করিল। কিন্তু মাত্‌লুর সঙ্গে সে সে পরলোকেও যাইতে পারিত।

গলি পার হইয়া একটা বড় পঙ্কিল পুষ্করিণী, তাহারই আরও কিছু দূরে আবার গঙ্গার জল ডাঙার উপর অনেকখানি বড় হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পুকুরের পাড় হইতে গঙ্গার সে জলবিস্তৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে শুধু খানিকটা পড়ো জায়গা, আর একটা মাট-কোটা। এই মাট-কোটা দু'তলা। আগে এই সমস্ত স্থানটি অধিকার করিয়া একটি বড় ধানের কল ছিল। এখন সে

কল নাই, দু'চারখানা ভাঙ্গা লোহার চাকা, ও গোটাকতক লোহার বল ছিল; সেগুলি কলের স্মৃতি হিসাবে যেন রক্ষিত হইয়াছে। দু'তলা বাড়ীটি এই কলেরই বিশেষ অঙ্গ হইবে। মাত্লু সেই বাড়ীর বন্ধ দরজা খুলিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল, ও বাঁশের সিঁড়ি বহিয়া একেবারে উপরে উঠিল। মতিয়া প্রথমতঃ অন্ধকারে একটু কেমন হতবুদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু মাত্লুকে অনুসরণ করিয়া উপরে উঠিল।

উপরে উঠিয়া মাত্লু বলিল, "এটা এখন হয়েছে গুলির আড্ডা। কতকগুলি লোক রাত্রে এখানে গুলি খায়। দিনের বেলায় কেউ বড় এদিকে ঘেঁসে না। পাছে পুলিস হুপ্করে এসে পড়ে। তবে এ বাড়ী পুলিসের জানা। এটা আগে ছিল একটা ধানের কারখানা।"

মতিয়া বলিল, "এটাই বুঝি তোর কারখানা?"

"হাঃ হাঃ, মতিয়া রে! তোর কি বুদ্ধি; তুই ঝাঁ করে বুঝে ফেলেছিস্।"

"আমি অনেকদিনই বুঝেছিলাম; এখন যে আর একটা নেশা ধরেছিস্ তা বুঝ্তে কষ্ট কিম্বা দেরী হয় নাই। তবে একবারে গুলি তা' ভাবি নাই।"

"তাই নাকি?"

"দেখ্ মাত্লু, তুই যার কাছে যাই বলিস্ না কেন, আমার

কাছে সত্যি বলিস্। আমি তোর সব জানি ও বুঝ্‌তে পারি।"

"তুই কি হাত গুণ্‌তে শিখেছিস্ নাকি, মতিয়া ?"

"শিখেছিই ত।"

মাত্‌লু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, বল দেখি এখন আমি তোকে যদি ঐ খোলা জান্‌লাটা দিয়ে নীচে ফেলে দিই, তুই কতক্ষণে ডুবে মর্‌বি ?"

মতিয়া জান্‌লার ভিতর দিয়া গঙ্গার দিকে চাহিল। তাহার প্রাণে ভয় হইল। সে কথা কহিল না।

মাত্‌লু বলিল, "কিরে গুণে ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিস্ না।" একবার পরীক্ষা করে দেখ্‌বি ?" সে মতিয়ার দিকে অগ্রসর হইল। এই লোকটি যে অনায়াসে যাহা বলিল, তাহা করিবে ভাবিয়া মতিয়ার বুকের রক্ত যেন জমাট বাঁধিতে লাগিল। প্রস্তর-মূর্ত্তির মত সে স্থির হইয়া, নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাত্‌লু তাহার রকম দেখিয়া একটু বেশ আনন্দের ভাব দেখাইয়া বলিল, "আচ্ছা, যখন ভয় কর্‌ছিস্, তখন ফেলে দিব না। কিন্তু আর কখনও আমার খোঁজে আসিস্ নি। আমি যেখানেই থাকি, যাহাই করি, তোর যদি তাতে মাথাব্যথা হয়, তা হলে ঐ মাথাটাই যাবে। বুঝ্‌লি ?" বলিয়া সে একবার বিকট মুখভঙ্গী করিল।

মতিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে কথা কহিবে কি, এই বিজন

স্থানে মাত্‌লু ত তাহাকে ইচ্ছা করিলে মারিয়া ফেলিতে পারে। মারুক্‌!—কিন্তু না। তাহার এখনও একটু কাজ আছে। সে শুধু শুধু নিজে মরিবে কেন? এতদিন যে যাতনা পাইয়াছে, তাহার জন্য মাত্‌লু একটুও ব্যথা পাইবে না?

মাত্‌লু জান্‌লার কাঠের উপর কনুই রাখিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া তখন দাঁড়াইয়া গঙ্গার জলকল্লোল দেখিতেছিল। অনেকক্ষণ দু'জনে নীরবে বসিয়া রহিল। পরে মতিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "মাত্‌লু!"

মাত্‌লু মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, "কি!"

"আমি নিজের জন্য তোর খোঁজে আসি নাই।"

"কার জন্য এসেছিস্‌?"

"মঙ্গুলালের জন্য। সে আজ সকালে এসে বল্‌লে যে আমিনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি তোকে খবর দিলে, তুই আমিনাকে খুঁজে বার করতে পারিস্‌, তাই।"

মাত্‌লু মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তারপর ভাল করিয়া মতিয়ার অশ্রুসিক্ত মুখটি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "একথা কি এতক্ষণ মুখে আট্‌কাইতেছিল, না গলায় বাধ্‌ছিল? বলতে পার নাই?"

মতিয়া উত্তর দিল না। মাত্‌লু মুখটিকে যতদূর সম্ভব ভীতিপ্রদ করিয়া, চীৎকার করিয়া বলিল, "হতভাগা মাগি, দাঁড়িয়ে

সঙের মত কি হবে? আমি চল্লাম। কিন্তু এসে তোকে দেখ্ব।"

মাত্লু আবার দ্রুতপদে বাশের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। মতিয়ার একবার ইচ্ছা হইল যে তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখে। এতক্ষণ মাত্লুর কাছে তাহার সমস্ত শরীর অবশ ও শিথিলপ্রায় হইয়াছিল বটে, তবু তাহার যেন সে অবস্থা একেবারে সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রণাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছিল না। মাত্লুর হাজার মারেও সে শরীরে ব্যথা পাইলেও, মনে পায় নাই। কিন্তু মাত্লু আজ এত ব্যস্ত হইয়া আমিনার খোঁজে যাইল দেখিয়া সে অনুতপ্ত হইল, কেন সে তাহাকে আমিনার খবর দিল। না দিলে ত এইখানে দু'জনে বেশ থাকিত। সে আবার মার খাইয়াও মাত্লুকে নরম করিতে পারিত!

মাত্লু আর দাড়াইল না। তাহাকেও ডাকিল না। কিছু-কাল সেখানে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মতিয়া সে বাড়ীর বাহির হইল। বাঁশের সিঁড়ি দিয়া নামিতে তাহার পা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। যে উৎসাহ লইয়া সে মাত্লুর সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে বুকভরা অবসাদ লইয়া সে বাড়ী ফিরিল। তখন বেলা প্রায় ৩টা হইয়া গিয়াছে। এতটা সময় কি করিয়া কোন দিক দিয়া চলিয়া গেল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার কোন প্রয়োজনও হইল না। সারাদিন যে

যে আহার হয় নাই, সে জ্ঞানও তাহার যেন ছিল না। সে বাড়ী ফিরিয়া দরজা খুলিয়া কোন রকমে ঘরের মাটির উপর শুইয়া পড়িল। তাহার চোখে কখনও কেহ জল দেখে নাই; শত প্রহারেও সে চোখ হইতে জল বাহির হয় নাই। সে দিন মতিয়া কাঁদিয়া মেঝে ভাসাইয়া দিল।

১১

ছেলের পরীক্ষার সময় একবার তাহাকে একটু দেখা ভাল মনে করিয়া সত্যচরণ সাবিত্রীকে বলিলেন, "শুনছ, গা।"

সাবিত্রী তখন স্বামীর সার্টে বোতাম পরাইয়া দিতেছিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"ভাইকে দেখতে যাবে ত তল্পিতল্পা বাঁধ, ছেলেদের আঁচলে বেঁধে গের দাও। কল্‌কাতায় যাব।"

"ঠিক্ বল্‌ছ, না তামাসা করছ।"

"না গো, হলপ করার মত সত্যি বল্‌ছি। তোমার ছেলের অনেকদিন চিঠি পাই নাই। বাছা তোমার হয় ত খেটে খেটে সারা হ'চ্ছে, একবার দেখ্‌তে যাবে না? আমিও একবার তোমার ভাই ও ভাজকে দেখে আসুব।"

"অমন ক'রে বল্‌লে আমি যাব না।"

"আচ্ছা, আর বল্‌ব না। আমি একবার আদালত যাই। এসে দেখি যেন সব তোমার গোছ গাছ হ'য়ে গেছে। আজ সন্ধ্যায় যাত্রা কর্‌তে হবে।"

সাবিত্রী সমস্ত ঠিক ঠাক করিয়া গুছাইয়া বিছানাপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল। তাহার অনেকদিন হইতেই একবার মন্মথকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল; তবে আরও বেশী আবশ্যক হইয়াছিল প্রিয়নাথের সমস্ত ব্যাপারটি জানিতে। মন্মথ সেই যে পত্র দিয়াছিল, তাহার পর মোটে খান্‌চার পত্র দিয়াই নীরব হইয়াছিল। সত্যচরণ আসিয়া দেখিলেন যে মোট সব বাঁধা হইয়াছে। সেগুলিকে একটি ঘরে জড় করিয়া রাখা হইয়াছে। দেখিয়াই বলিলেন, "এ বৎসর তা হ'লে আস্‌বে না?"

"কেন?" সাবিত্রী এ প্রশ্নের কারণ বুঝিতে পারিল না।

"দেখ্‌ছি ত তাই। বাড়ীখানা কি পুঁটলীর মধ্যে গেল না? তা হ'লে উপায় এখন?"

সাবিত্রী এইবার বুঝিল। বলিল, "ক'টা মোটই বা হয়েছে?"

"তা ত বটেই! মোটে ত এই কটা, শট্‌কে এখনও ত পার হয় নাই?"

"সব তাতেই তোমার উপহাস করা চাই। আমি যাব না।" বলিয়া সাবিত্রী মোট খুলিতে বসিল। সত্যচরণ বলিলেন, "আহা, কর কি? আমি কি তোমার উপর রাগ ক'রে বল্‌ছিলাম?

তুমি যে যাবে না, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না বলেই ত বলেছিলাম। আমার বিশ্বাস ভেঙ্গে তোমার আর লাভ কি ?”

যথাসময়ে দু'জনে পুত্রাদি লইয়া প্রিয়নাথের বাসায় উপস্থিত হইল।

প্রিয়নাথ তখন বাড়ী ছিলেন না—স্কুলে গিয়াছিলেন ; বাড়ীতে মন্মথ তাহার ছুটীতে ছিল, আর আমিনাও অবশ্য ছিল। মন্মথ তখন স্নানের উদ্যোগ করিতেছিল, যুগপৎ পিতামাতাকে দেখিয়া একটু ব্যস্ত হইল। তাহার নিশ্চিন্ত, হাস্যকোলাহল-বিচিত্র জীবনে হঠাৎ কেন এরূপ মেঘাবৃত প্রভাত হইল, বুঝিতে কিছু বিলম্ব হইল। আমিনার নিকট বাস করিয়া তাহার মামার বাড়ীকে স্বপ্নরাজ্যের মত বোধ হইতেছিল। আমিনা কিছু জানুক বা না জানুক, সে ত তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, আমিনার কথাবার্ত্তা তাহার মানাভিমান—সে স্বীয় হৃদয়ের ভাবে পূর্ণ করিয়া অবলোকন করিয়া মনে আনন্দ পাইত। কোনদিন কিন্তু যে আমিনাকে সেই গভীর, জ্বলন্ত প্রেমের কথা বলে নাই ইহাই তাহার মনের প্রধান উদ্বেগ ছিল। তবে সে সুযোগ খুঁজিতেছিল। তখন তাহার 'টেস্‌ট্' হইল, আমিনা তাহাকে কত যত্ন করিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিত। টেস্‌টে কোন গতিকে পাশ করিলেও আমিনার প্রতি প্রেমের যেরূপ অশান্তি তাহার মনে জন্মিয়াছিল,

তাহার ফল যে ভাল হইবে, তাহাও সে ভাবিয়াছিল। কিন্তু ভাবিলে কি হয়? প্রেমের গতি কি রোধ করা যায়?

তবে সে যাহাই করুক, সত্যচরণের কথা মনে হইয়া মাঝে মাঝে তাহার বিলক্ষণ দুশ্চিন্তা হইত। পিতা যে এ প্রেমের কথা বুঝিবেন না, তাহার হৃদয়ের এই আর্ত্ত তৃষ্ণার কোনও খাতির করিবেন না,—একথাটা ভাবিতে তাহার কষ্ট হইত বটে, তবে না ভাবিয়াও পারিত না। আর তিনি যদি জানিতে পারেন, তবেই ত বিপদ। প্রিয়নাথ এক রকম উদাসীন; কোন বিষয়ে কখনও দৃক্‌পাত্‌ করিতেন না; আমিনাকে লইয়া তাঁহার সময় কাটিত। তাহার নিকট প্রিয়নাথ সান্ত্বনার কথা কহিয়া, গতজীবনের সুখ-মুহূর্ত্তগুলিকে পুনর্জীবিত করিতে সচেষ্ট হইতেন। আমিনাও সময়ে অসময়ে সান্ত্বনার কথা জিজ্ঞাসা করিত। তাহার সেই কথা শুনিতে বড়ই ভাল লাগিত। দু'জনে কতদিন এই কথায় কত রাত্রি পর্য্যন্ত কাটাইয়াছে; প্রিয়নাথ সান্ত্বনার সমস্ত ইতিহাস, তাঁহার বিবাহিত জীবনের সমস্ত মধুরতাকে আরও মধুর, আরও লোভনীয় করিয়া বসিয়া, শেষে বলিতেন হয় ত, "আমিনা, তোরও যখন বিবাহ হ'বে, তখন বুঝ্‌বি আমি সত্য বল্‌ছি কিনা। শীঘ্রই তোর একটা বিবাহ দিব। তবে ছেলেকে কি তখন মনে কর্‌বি?"

আমিনা সপ্রতিভ উত্তর দিত, "না, আমি ছেলেকে ছেড়ে ত

যাব না।" "আচ্ছা, সে বুঝা যাইবে।" কিন্তু দু'জনের জীবনের এই নিরাবিল সুখের পার্শ্বে মন্মথও যে ক্ষুধার্ত্ত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া থাকিত তাহা নহে। আমিনারও তাহার সহিত কথা আলাপের অন্ত ছিল না। ইদানীং ছুটির দিনে সমস্ত দিনটা শুধু বাজে কথায় মন্মথর কাটিয়া যাইত। যদি বা কখনও আমিনা বলিত, "কই আপনি ত পড়ছেন না?" মন্মথ বলিত, "রাতে পড়্‌ব।"

"কেন এখন পড়বেন না কেন? আমি গল্প করছি বলে বুঝি? আচ্ছা আমি চললাম।" বলিয়া আমিনা উঠিয়া যাইত। মন্মথ আর পড়িতে পারিত না। সে অপেক্ষা করিয়া শেষে আমিনার ঘরে যাইয়া, তাহাকে ডাকিয়া আনিত।

এইরূপ সময়ে সত্যচরণের আগমন যে সন্তোষজনক হইবার নহে তাহা সকলেই বুঝিবেন। তবে মন্মথ বেশী করিয়া বুঝিল। সাবিত্রী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, আমিনা খাইবার ঘরে আসন পাতিয়া মন্মথের আহারের সরঞ্জাম করিয়া দিতেছে, মন্মথ বাহিরে স্নানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তখনও দু'জনের কথা-বার্ত্তা চলিতেছে। সাবিত্রীকে দেখিয়া মন্মথ একটু বিরস হইল। বলিল, "মা যে; হঠাৎ এসে পড়লে বড়?"

"আসতে নাই?"—সাবিত্রী ভিতরে আমিনাকে একবার এক নজর ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। আমিনা তখন আসন রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। "তা থাক্‌বে না কেন? বাবাও এসেছেন?"

"হাঁ, বাহিরে আছেন।" বলিয়া সাবিত্রী সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। মন্মথ একবার আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া বাহিরে পিতৃ-সন্নিধানে গেল। সত্যচরণ পুত্রকে দেখিয়া বলিলেন, "ওহে, শ্যামা কোথা গেল? এই জিনিসপত্রগুলাকে যে ভিতরে লইয়া যাইতে হবে। তা আস্‌বে'খন। তুমি ভাল ত?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

"চিঠি পত্র দাও না কেন? পড়াশুনায় কি বিশেষ ব্যস্ত?"

"একটু বায় বই কি। পরীক্ষাটা বড় এগিয়ে এসেছে।"

"তা ভাল; স্নান ক'রে নাও গে। শ্যামাকে পাঠিয়ে দাও একবার।"

স্নানের পর মন্মথ উপরে যাইয়া দেখে মা প্রিয়নাথের ঘরে জানলায় চুপ করিয়া বসিয়া। সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, অমন করে বসে কেন?"

"কি করব?"

"মামার নূতন মেয়েকে দেখ্‌লে?"

"কে?"

"ঐ যে নীচে দেখে এলে। ঐ ত মামার নূতন মেয়ে। তুমি ত উঁহার সঙ্গে কথা কহিলে না। আচ্ছা, দাঁড়াও তোমাদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিই।"

মন্মথ আমিনাকে ডাকিয়া বলিল, "আমিনা, এই আমার মা।"

মা কি তা আমিনার বোধ ছিল। সে আসিয়া সাবিত্রীকে প্রণাম করিল। সাবিত্রীর তখন মনের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল হয় ত এই তাহার দাদার ভাবী প্রণয়িনী; তাহাতেই তাহার সমস্ত হৃদয় যেন এই বাড়ীর উপর বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সাবিত্রী উঠিয়া আমিনাকে আদর করিল। বলিল, "থাক্, মা। তুমি বুঝি দাদার মেয়ে? বেশ ত!" বলিয়া তাহার মুখটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।

প্রিয়নাথ স্কুল হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, যে তাহার গৃহ উৎসব-ময় হইয়াছে। সাবিত্রীকে বলিলেন, "কিরে, তুই যে না বলে হঠাৎ এসে হাজির হলি?"

"আমার ইচ্ছা।"

প্রিয়নাথ হাসিমুখে বলিলেন, "বেশ; যা ইচ্ছা তাই করতে হবে নাকি? এসেই ত আমার মেয়েটিকে দখল করেছিস্, দেখ্‌ছি।"

"তা দাদা, আমার ত একটিও মেয়ে নাই। তাই তোমার-টিকে নিয়েছি।"

"বটে! আমি দিব না, এটা ঠিক জানবি।"

"আচ্ছা, আমিনাকে বলে আমি ওকে নিয়ে যাব।"

"কিছুতেই নয়। সে কোথায় গেল? আজ ত আর আমার

দিকেই এল না। অন্যদিন ত আস্‌বার আগে থেকে আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে।" বলিয়া প্রিয়নাথ হাসিয়া বাহিরে আসিলেন।

মন্মথ কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা অনুভব করিতেছিল। সারাদিন আমিনাকে লইয়া তাহার সময়টিকে খুবই সংক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইত, দুপুর হইতে বেলা ৪টা পর্য্যন্ত তাহার জীবনটা একেবারে সুখ জিনিসটার সহিত যেন মিশাইয়া একটা অবাস্তব ব্যাপার হইয়া উঠিত, সাবিত্রী আসিয়া সে সুখ তাহার অন্তর্হিত হইল। সমস্তক্ষণ আমিনা সাবিত্রীর নিকটে বসিয়া, তাহার সহিত গল্প করিল। তাহার নিজের জীবনে সেই পুরাতন ইতিহাসটা দিল; তাহার ভাই কোথায়, কি করে—যতদূর বলা উচিত, সে সমস্ত বলিল। সাবিত্রীর নিকটেও সে সান্ত্বনার জীবনের অনেক নূতন খবর পাইল। সে যে মন্মথকে একবার ভাবিল না, সারাদিন মন্মথ শুধু তাহাই ভাবিল। কিন্তু দৈব অপ্রসন্ন। মন্মথ সংসারের উপর বিরক্ত হইল, পিতামাতার উপর বিরক্ত হইল।

পরদিন সত্যচরণ দুপুরে মন্মথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, পরীক্ষা ত আসন্ন। সব কি তৈরী হল ?"

"কতক হয়েছে।"

"কি হল দেখি।"

মন্মথ যাহা ভয় করিয়াছিল, তাহাই ঘটিল। সত্যচরণ এক

এক খানি করিয়া দুই তিন খানি বই দেখিলেন। দেখিয়া বিরক্ত-ভাবে বলিলেন, "কি করে পরীক্ষা দিবে? পড়াশুনা কি মরে গেলে হবে? কেন হয় নাই, শুনি? সময় পাও নাই নাকি?"

মন্মথ চুপ করিয়া রহিল। সত্যচরণ তখন অন্যমনস্কভাবে একটা খাতার উপর হাত দিয়া বলিলেন, "কি করিয়াছ তবে? দু'-বৎসর কি আমি তোমাকে এখানে ইয়ারকি করিতে রাখিয়াছি?"

"পড়েছিলাম, ভুলে গেছি।"

"ভুলে গেছ? পড়লে নাকি কেউ ভুলে? কি পড়েছিলে? দেখিলাম ত কিছুই কর নাই। তোমার কাজের কিছু হিসাব আছে কি? দেখি তোমার ডাইরী।" মন্মথর বুকটা ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল। সে শুষ্কমুখে বলিল, "ডাইরী ত লিখি না।"

"কেন?"

"মনে থাকে না।"

"কতদিন লিখ নাই?"

"প্রায় এক বৎসর।"

"তার আগের খবর ও আছে, দেখি।"

মন্মথ দেখাইবার কোন উদ্যোগ করিল না। সত্যচরণ তখন তাহার বই সরাইয়া, ডেস্ক হইতে ডাইরীখানি বাহির করিলেন। মন্মথর একবার ইচ্ছা হইল, পিতার হাত হইতে সেখানি কাড়িয়া

লয়। কিন্তু তাহা না করিয়া, স্থিরভাবে বলিলেন, "আপনি উহা দেখ্‌বেন না।"

বিস্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া সত্যচরণ বলিলেন, "কি ?"

"আপনি ওটা দেখ্‌বেন না।"

"কেন ?"

"উহাতে আমার অনেক private জিনিস আছে।"

"বটে ? আচ্ছা, সেগুলি পড়িয়া আবার তোমার পরীক্ষার পড়ার মত ভুলিয়া যাইব।" বলিয়া সত্যচরণ সেখানি হাতে করিয়া বাহিরের ঘরে চলিয়া গেলেন। মন্মথ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সে যে কি করিবে কোন উপায় দেখিতে পাইল না। শেষে ভাবিল, বেশ ত দেখুন না। তা হ'লেই আমার যাহা দরকার, তাহার কথা বুঝতে পার্‌বেন। একদিন ত জানাতেই হ'ত।

দৈনিক লিপি পড়িয়া সত্যচরণ হাসিয়া ফেলিলেন। সাবিত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, তোমার ছেলে যে একেবারে জগৎসিংহ, হেমচন্দ্র হয়ে পড়েছে।"

"সে কি ?"

"আর সে কি ! বুঝ না ত। তবে শুন।" বলিয়া তিনি স্ত্রীর নিকট এক একটি স্থান হইতে কতক লাইন করিয়া পড়িলেন। সাবিত্রীও হাসিয়া অস্থির হইল। বলিল, "তাই ত।"

সত্যচরণ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন, "শুধু তাই ত !

এ কি রকম প্রেম তা তুমি একবার কল্পনাও করছ না। শব্দ-আড়ম্বরের প্রেম কি বজ্রনির্ঘোষে বাহির হচ্ছে দেখ। 'কে আমার হৃদয়কে একেবারে মদিরার মত, অভিভূত করিল, মৃগনাভির মত সৌরভে পূর্ণ করিল, চন্দ্রালোকের মত বিমল, প্রাণমাতান হাসির প্লাবন আনিল ?—সে তুমি আমিনা। জীবনের সমস্ত তন্ত্রীগুলি একযোগে তোমারই নীরব অঙ্গুলীস্পর্শে সাহানার মোহন স্বরে, ছন্দে ছন্দে বাজিয়া উঠিল।' ওরে বাপ্‌রে, আমার এই চল্লিশ বছর বয়সেও এখন প্রেম ত দেখি নাই।"

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, "তা ও বয়সে ও রকম হয়ে থাকে। তোমার বুড়া বয়সে বুঝবে কি বল। আমি ত ওর আমিনার সঙ্গে বিয়ে দিব।"

"তা দেবে বই কি। একেবারে কল্পতরু; আমাকেই ত ১ গণ্ডা দিয়েছ, তাই নিয়ে আমার মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে।"

"দেখ, ছেলেপিলের নামে ও রকম ঠাট্টা করতে নাই।"

"না, তা নাই। তা আর একটু শুন।" বলিয়া তিনি ডাইরীর আর এক পাতায় দৃষ্টি নিবেশ করিলেন।

"না, না আর পড়তে হবে না।" বলিয়া সাবিত্রী উঠিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে সত্যচরণ মন্মথকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, তুমি কি এবার শুধু বাঙলাতে পরীক্ষা দিবে নাকি? এটা ত দেখলাম বাঙলা রচনা লিখেছ।"

মন্মথ চুপ করিয়া রহিল।

"দেখ মন্মথ, এখনও একমাস সময় আছে। জ্যাঠামি করিয়া সময় নষ্ট করিও না। একে ত যাহা নষ্ট করিয়াছ, তাহা আর কোন কালে ফিরিয়া পাইবে না। এ বয়সে প্রেম চাও ত পর-কালে দারিদ্র্য ও অনশন কেহ ঘুচাইবে না। অনেক উপন্যাস পড়িয়া মাথা খারাপ করিয়াছ। আমি ভাল কথায় বল্‌ছি, ওসব ছেড়ে দিয়ে সুবোধ ছেলের মত লেখাপড়া কর। তাহা না হইলে এই বৃদ্ধ বয়সে আবার তোমাকে ছোট ছেলের মত শাসন করিতে হইবে। তুমি যে বলিবে 'না, আমি ভবিষ্যৎ চাহি না; উদরান্নের চিন্তা নাই; বনের ফল খাইয়া, কিম্বা চাঁদের আলো, মাঠের দূর্ব্বা খাইয়া প্রেম লইয়া সুখী হইব,' তাহা চলিবে না। আমার পুত্র, তোমাকে আমি যতক্ষণে পারি পুনরায় ঠিক করিব। এই আমার সোজা কথা। ভাবিয়া কাজ করিবে। বেত্রাঘাত দেওয়া এ বয়সে আর ভাল হইবে না। তবে দরকার হইলে, তাহাও করিব, ইহা স্থির জানিও। নাও নিজের কাজ করগে। আমাকে যেন দ্বিতীয়বার আর বলিতে না হয়।" প্রিয়নাথকে সত্যচরণ যখন এই সমস্ত বলিলেন, প্রিয়নাথ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তা ভালই ত হে।"

"ভাল বই কি! তবে এত অল্প বয়সে প্রণয়টা ভবিষ্যৎকে ফর্সা করে দেয় যে। প্রণয় ত আর খাওয়াবে না।"

"তা বটে। কিন্তু আমি এত ভাবি নাই।"

"তোমার যে মোটা বুদ্ধি। আমি ত ভেবেছিলাম যে ওর সঙ্গে তোমাকেও দু'ঘা বেত দিই। একটু দেখ্‌তে পার না।"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "কি জান, আমাদের সময় এত সকাল সকাল প্রেমের কথা উঠ্‌ত না। বোধ হয় ওরকম অবস্থায় পড়ি নাই বলেই। তাই ওরকম হ'তে পারে কল্পনা করতে পারি নাই।"

১২

মাত্‌লু সোজা রহিমের বস্তিতে উপস্থিত হইল। চকের গলিতেই রহিমের সঙ্গে দেখা হইল। মাত্‌লুকে দেখিয়া সে কোন কথা কহিল না, মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। মাত্‌লু একবার একটু গতি স্থগিত করিয়াই, আবার তখনই কি ভাবিয়া সেখান হইতে মঞ্জুলালের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। মঞ্জুলাল চাতালের উপর বসিয়াছিল।

মাত্‌লু চাতালের তলেই দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমিনা কোথায়?"

মঞ্জুলাল তাহাকে দেখিয়া একটু ভীত হইল। অস্পষ্টস্বরে বলিল, "কি করে জানব? সে কি আমায় বলে গেছে?"

"তুমি কি করতে আছ? কেবল কি গিল্‌তেই পার?"

"আমার কাজ আছে, ঘরে বসে থাক্‌তে ত পারি না।"

"তোমার শ্রাদ্ধ আছে। কেন সে গেল তা কি জান?"

"আমি কিছুই জানি না। তোমায় সত্য বল্‌ছি, মাত্‌লু। আমি যদি ঘুণাক্ষরে জান্‌তে পার্‌তাম, তবে কি সে যেতে পারে?"

"কখন গেছে?"

"সকালে বোধ হয়। কিম্বা কাল রাতে; সকাল থেকেই দেখ্‌তে পাই নাই।"

"রাতে তুই কোথায় ছিলি?"

"ঘরেই ছিলাম।"

"একটা লোক দরজা খুলে চলে গেল, আর তোর ঘুম ভাঙ্গল না। মরে ঘুমাচ্ছিলি নাকি?"

মঞ্জু তখন সে কথার উত্তর দিল না। কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল, "মাত্‌লু, উঠে এস। আমার একটা লোককে সন্দেহ হয়, বল্‌ছি।"

"কাকে?"

"তুমি কাছে এস। বেশী চীৎকার কর না; গোলমাল হ'লে কে হয় ত শুনতেই পেয়ে যাবে।"

"শুন্‌লে ত ভারী ভয়! এখন রঙ্গ রাখ্‌; বল্‌ কে।"

মঞ্জু চারিদিক চাহিয়া নীচু স্বরে বলিল, "রহিম।"

"রহিম!" বলিয়া মাতলু একটু চিন্তিত হইল। মঞ্জু বলিল, "হাঁ, কেন তাকে সন্দেহ হয় তাও বলছি।" মঞ্জুলাল তখন রহিমের সহিত তাহার আকস্মিক সদ্ভাব, রহিমের আগমন প্রভৃতি সমস্তই অকপটে বলিল। শুনিয়া মাতলু বলিল, "তোর মত হতচ্ছাড়া ত্রিভুবনে নাই। তুই আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে গিছলি? কি বলব, তুই নেহাইৎ বাচ্চা, তা না হ'লে তোকে একেবারে দু' আধ্‌খানা করতাম।" মাতলুর মুখ দেখিয়া মঞ্জুর প্রাণে আতঙ্ক হইল।

মাতলু সেখানে আর দাঁড়াইল না। যখন এই লোকটার একটা উদ্দেশ্য থাকিত, তখন তাহার মত দ্রুত কর্ম্মিষ্ঠ লোক বোধ হয় সমস্ত বিশ্ব খুঁজিয়া মিলিত না। তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন একটা দুর্দ্দমনীয় বেগে চালিত। সে একেবারে রহিমের ঘরের সুমুখে যাইয়া রহিমের খোঁজ করিল। শুনিল, সে বাহির হইয়া গিয়াছে। রহিমের স্ত্রীকে মাতলু চিনিত। তাই মাতলু একেবারে তাহার ঘরের ভিতর যাইতে দ্বিধা করিল না। বেশ করিয়া চারিদিক দেখিয়া রহিমের স্ত্রীকে বলিল, "সে কোথায় গেছে?"

"কি জানি। এখনই আসবে বোধ হয়।"

সে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় ১ ঘণ্টা বাদে রহিম আসিল। দূর হইতে মাতলুর চিন্তা-কুটিল মুখ দেখিয়া সে

বুঝিল যে আমিনার খোঁজেই মাতলু আসিয়াছে। মাতলুও তাহাকে দেখিয়াই বলিল, "রহিম, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

"বল।"

"এখানে হবে না। একটু ঐদিকে চল।"

"আমি যাইতে পারিব না, আমার কাজ আছে।"

মাতলু চোখ কপালে তুলিয়া, সমস্ত মুখখানিতে হত্যার মত একটা বিভীষিকা করিয়া বলিল, "যাবে না? তোমার বাপ যাবে!"

রহিমও একটু রাগত ভাবে বলিল, "মাতলু, আমার বস্তিতে আমাকে অপমান করিও না। তোমাকে খাতির করি তাই তোমার গাল সহ্য করলাম। কিন্তু একবারের অধিক দু'বার করিব না।"

"সে মাতলু খুব বুঝে। তুমি যাবে কি না?"

"কোথায়?"

'ভয় হ'চ্ছে নাকি, রহিম সর্দ্দার। গিলে ফেল্‌ব না।"

রহিম তখন আর থাকিতে পারিল না। বলিল, "আচ্ছা, চল।" কিন্তু তাহার মুখে ক্রোধ সংযমের যে একটা চেষ্টা সেটা স্ফুট হইয়া উঠিল।

দু'জনে যেখানে মঞ্জুলাল বসিয়াছিল সেইখানে উপস্থিত হইল।

তখন মাত্‌লু রহিমকে বসিতে বলিয়া নিজে বসিল। তারপর বলিল, "রহিম সর্দ্দার, আমি এ দু'জনকে যখন তোমার বস্তিতে রাখিয়া গিয়াছিলাম, তখন কি বলিয়া গিয়াছিলাম ?"

"আমার মনে নাই।"

"মনে না থাক্‌বারই কথা। আমিনা কোথায় ?"

"জানি না।"

"নিশ্চয়ই জান, তোমার বস্তিতে এমন কে আছে যে আসিয়া আমিনাকে লইয়া যাইবে। তুমি কেন এখানে প্রত্যহ ঘন ঘন আসিতে ? কেন তুমি মঞ্জুলালের সঙ্গে ভাব করেছিলে ?"

রহিম একবার মঞ্জুর দিকে তীব্র কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, "আমার ইচ্ছা।"

"ইচ্ছা! এখন বল আমিনা কোথায় ? তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।"

রহিমের সমস্ত শরীর রাগে ফুলিয়া উঠিল। তাহার কপালের শিরাগুলি দড়ির মত মোটা হইয়া উঠিল। সে বিকট চীৎকার করিয়া বলিল, "মাত্‌লু, রহিমকে আজ পর্য্যন্ত অপমান করিয়া কেহ পার পায় নাই। তুই কি ভয় দেখাচ্ছিস্। আমার ইচ্ছা, আমি আমিনাকে লইয়া গিয়াছি, তাহাকে দিয়া ইচ্ছামত কাজ করাইয়াছি, আরও করাইব। তোর যা ক্ষমতা থাকে কর্।"

মাত্‌লু দাঁড়াইল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া, এক লাফে রহিমের

ঘাড় ধরিল। রহিম একটা ঝট্‌কা দিল, কিন্তু মাত্‌লুর হাত হইতে মুক্তি পাইল না। সে যেন মৃত্যুরই হাত, সেই রকম অপরিহার্য্য, সেই রকম ভীষণ। তখন রহিম দু'হাতে মাত্‌লুর গলা ধরিয়া তাহা মচ্‌কাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মাত্‌লু ছিল, তার পিছনে। তবুও মাত্‌লুর চক্ষু দু'টি যে কোটর হইতে বাহির হইবার মত হইল। মাত্‌লু একবার তাহার সেই বিকট হাসি হাসিল। রহিমের হাত তাহার গলা হইতে যেন খসিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে মাত্‌লু তাহার কোমরে জড়ান কাপড় হইতে একটি শাণিত ছোরা বাহির করিয়া রহিমের পিঠে বসাইয়া দিল।

মঙ্গুলালের এতক্ষণ যেন নিজের কোনও সংজ্ঞা ছিল না। সে এই দু'জনের কাণ্ড একেবারে স্পন্দহীন হইয়া দেখিতেছিল। যখন মাত্‌লু বিকট হাসিয়া, ছুরি বাহির করিল, তাহার দৃষ্টিও যেন পুড়িয়া গেল। যখন সে চোখ চাহিল, ভাল করিয়া দেখিতে পাইল, দেখিল রহিমের শোণিতাপ্লুত দেহ তাহার ঘরের দ্বারের সম্মুখে পড়িয়া, আর মাত্‌লু সেখানে নাই। ভয়ে তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত যেন শুষ্ক হইয়া গেল। এখনি সকলে কাজ করিয়া ফিরিয়া দেখিবে, এই কাণ্ড, তখন উপায়।

সে ছুটিয়া পলাইল, একেবারে মতিয়ার চকে। কোন্ পথ দিয়া কি করিয়া গেল, তাহা সে বলিতে পারিত না। আসিয়া দেখিল মতিয়ার ঘরের দ্বার ঈষন্মুক্ত। দু' একবার ডাকিতেই মতিয়া

বাহিরে আসিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, পায়ে এক-পা ধুলা তখনও। মঞ্জুর ভীতিপূর্ণ মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে মঞ্জু, কি হয়েছে ?"

সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল. "মতিয়া, সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমার গা এখনও কাঁপছে। মাত্‌লু রহিমকে খুন করেছে।"

মতিয়ার পাও যেন কাঁপিয়া উঠিল, সে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বলিল, "কেন ? কখন ?"

"আমিনাকে রহিম চুরি করেছে বলে। এই মাত্র মেরেছে।"

"আমিনাকে চুরি করেছে বলে ?"

"হা।"

মতিয়া তখন বসিল। কি ভাবিতে ভাবিতে মঞ্জুকে বলিল. "মঞ্জু, বোস্। একটা কথা আছে।"

"কি, মতিয়া ? আমার যে বড় ভয় হচ্চে। এখনই পুলিশ আস্‌বে, তখন ত আমাকেই ধর্‌বে। মাত্‌লুকে কি খুঁজে পাবে ?"

"তুই বোস্ না।" মঞ্জুলাল বসিল।

"মঞ্জু, পুলিশ ত নিশ্চয়ই আসিবে। তোকেও ধর্‌বে। তুই বল্‌বি যে মাত্‌লুই মেরেছে। আর সে থাকে খেয়াঘাটের কাছে যে গুলির আড্ডা আছে, সেইখানে। পুলিশ খোঁজ করে ত বলে দিস্।"

"আচ্ছা।"

"না বলিস্ ত তোকেই ফাঁসী যেতে হবে। আর একটা কথা; যখন পুলিশে এই খোঁজ নিয়ে যাবে, তখন তারা গেলেই আমাকে এই খবরটা দিয়ে যাবি। বুঝলি?"

মঞ্জু একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, মতিয়া?"

মতিয়া মুখ টিপিয়া বলিল, "দরকার আছে, মঞ্জু। আমিও তার নামে পুলিশে নালিশ করব। আমাকেও কি কম মেরেছে। বেটাছেলে হ'লে আমিও এতদিন মরে যেতাম।"

মঞ্জু তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু, শীর্ণ মুখ, শুষ্ক ধূলি-ধূসরিত কেশ দেখিয়া ভাবিল, 'হইবেও বা।'

১৩

পুলিশ আসিয়া রহিমের বস্তিতে সেই হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করিল। যদি না বস্তির লোকগুলি ইহা লইয়া একটা গোলযোগ না করিত, তবে হয় ত কেহই একথা জানিতে পারিত না। কিন্তু পুরুষগুলি যদিও বা কতক চাপা ছিল, মেয়েগুলি কিছুতেই আর এ বিষয়টিকে অকথিত হইয়া মরিতে দিতে পারিল না। ফলে পুলিশ খবর পাইল।

প্রথমতঃ সন্দেহটা পড়িল মঞ্জুর উপর। তাহারই ঘরের সম্মুখে যখন এই কাণ্ড হইয়াছে, তখন কি অন্য লোকে ইহা

করিতে আসিবে। বিশেষতঃ সেদিন সে আবার কর্ম্মস্থান হইতে অনুপস্থিত ছিল—এ বিষয়ে বহু সাক্ষ্য মিলিল। পুলিশ এক নজরেই ঠিক করিল মঞ্জুলালই হত্যাকারী। কিন্তু শীঘ্রই আর একটু অনুসন্ধানের পর এই বিচার যে ভুল তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইল।

১ নম্বর রহিমের স্ত্রী সাক্ষ্য দিল যে মাত্‌লু ও রহিমেই হইয়াছিল বিবাদ; মাত্‌লু রহিমকে বাহিরে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল; আর মাত্‌লুর মুখের ভাব যে ঠিক বন্ধুর মত ছিল না, সে বিষয়ে রহিমের স্ত্রী শপথ করিল। আর রহিমকে, মাত্‌লু ছাড়া কেহই মারিতে সাহস করিবে না।

২ নম্বরের সাক্ষ্য দিল মর্জ্জিনা। সে হত্যাকাণ্ডের সময় ছিল না বটে, তবে মাত্‌লুকে রক্তাক্ত ছুরি লইয়া যাইতে দেখিয়াছে; শুধু সে কেন, বস্তির মধ্যে তখন যত স্ত্রীলোক ছিল, সকলেই দেখিয়াছে। আর মাত্‌লুর সেই বিকট হাসিও সকলেই শুনিয়া বুঝিয়াছিল, যে সে ঠিক মেজাজে নাই।

৩ নম্বর সাক্ষ্য মঞ্জু নিজে। সে ইন্‌স্পেক্টর বাবুর পায়ে হাত দিয়া সমস্ত অকপটে বলিল। মাত্‌লুকে কোথায় পাওয়া যাইবে তাহাও বলিয়া দিল।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, মিলাইয়া, পুলিশ মঞ্জুকে ছাড়িয়া মাত্‌লুর খোঁজ করিতে বলিয়া চলিয়া গেল। সাক্ষ্য মিলাইয়া

দেখিলে মাত্‌লুই যে হত্যাকারী তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। আর সে ত তাহার কার্য্য গোপন করিবার কোনও চেষ্টা করে নাই। সে ত সেইরূপে খিদিরপুরের বুকের উপর দিয়া গিয়াছিল। সুতরাং পুলিশ দেখিল যে ন্যায়ের আপোশ হইতে মঞ্জুকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, এবং মাত্‌লুর খোঁজ করা উচিত।

মঞ্জুলাল ছাড় পাইয়াই প্রতিজ্ঞামত মতিয়ার নিকট উপস্থিত হইল। সেই খবর দিল। শুনিয়া মতিয়া একবার খুব করিয়া হাসিয়া লইল। মঞ্জু মর্জ্জিনার কথাটাই বিশদ করিয়া কহিল, "মতিয়া, মর্জ্জিনা যদি সাক্ষ্য না দিত, তবে আমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিত না। সে বাস্তবিকই আমায় ভালবাসে।" মতিয়া মর্জ্জিনার এই প্রেমের কাহিনী শুনিয়া বলিল, "মঞ্জু, তবে ত তোমার কপাল ভাল। তা এখন তুমি কি কর্‌বে?"

"কি আর কর্‌ব? এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি, আর এখন ভাবনা নাই। এখন মর্জ্জিনাকে বলে যদি বিবাহে রাজী করতে পারি, ত অন্যত্র চলে যাব।"

"কোথায় যাবে?"

"যেখানে জায়গা পাব। ও বস্তিতে আর না।"

"আচ্ছা মঞ্জু, মর্জ্জিনাকে বিয়ে কর্‌লে তোমার জাত যাবে না?"

"জাত! সে ত অনেক দিনই গিয়াছে। মাত্‌লু কি আর রেখেছে।"

"তা বটে। দেখ মঞ্জু, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তা হ'লে আমার এই ঘরে এসে থাকতে পার। আমি এ ঘর তোমায় দিতে রাজী আছি।"

"তুমি কোথায় থাকবে?"

"আমি? আমি আর কোথায়ও আস্তানা গাড়ব। মাতলু ত আর আসবে না, তবে আর এখানে থাক্‌বার দরকার কি?"

মঞ্জুলাল তখন বলিল, "মতিয়া, মাতলুর জন্য কি তোমার একটুও মন কেমন করছে না? আমাকে ত এত কষ্ট দিয়াছে, তবু তার জন্য আমার দুঃখ হয়। আমিনাকে সে সত্যই ভালবাসে। তা না হ'লে কি তার জন্য এমন ভয়ানক কাজ করে। তুমি যদি দেখতে মতিয়া, মাতলুর মুখখানা। সে যখন শুনলে যে রহিম আমিনাকে চুরি করেছে, তখন, উঃ! ভাবতেও আমার ভয় হয়। আমি ত মাতলুকে আজ প্রায় ৮।১০ বৎসর দেখে আসছি, কিন্তু অমন মুখের চেহারা আমি কখনও দেখি নাই।"

মতিয়া হাসিমুখে বলিল, "আমার আবার দুঃখ কিসের মঞ্জু। তোমাদের হয় ত ভালবাসত, তাই তোমাদের দুঃখ হয়, আমার সঙ্গে ত তার ছিল কুকুর বিড়ালের প্রেম। সুতরাং আমার দুঃখ ছেড়ে খুবই আনন্দ হচ্ছে। তোমার বোনের কোনও খোঁজ পেলে?"

"না, সে যে কোথায় তা ত বুঝ্‌তে পারি না। আর এটা যে কার কাজ তাও যেন ধারণা করতে পারছি না।"

মতিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিল, তারপর বলিল, "আচ্ছা, মঞ্জু, তুমি এখন এস। আমি আমার ঘরের চাবি বস্তির কর্ত্তার কাছে রেখে যাব। তাকে সব বলে কয়ে দিয়ে যাব। এ ঘরটা আমি অনেক করে টাকা যোগাড় করে কিনেছি। তা এখন আর দরকার নাই।"

সে রাত্রে সমস্তক্ষণ মতিয়া তাহার মনের নূতন আনন্দকে বেশ করিয়া উপভোগ করিয়া লইল। ভালবাসা অপেক্ষা রাখে, চাহে, প্রতিদানের আশায় সমস্ত ত্যাগ করিতে, উৎসর্গ করিতে পারে; প্রতিদানের পরিবর্ত্তে শুধু যদি কেবল উপেক্ষা থাকে, তাহা হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু উপেক্ষা নাই, গ্রহণ আছে, প্রত্যর্পণ নাই—এরূপ অবস্থায় ভালবাসা যতক্ষণ না সুদ সমেত সমস্ত ঋণের পরিশোধ বুঝিয়া লয়, ততক্ষণ শান্তি ও আনন্দ হয় না। বিশেষতঃ যাহারা মতিয়ার মত মানুষ,—যাহারা মাটির উপর পা দিয়া হাঁটে, শূন্য একটা অবাস্তব আদর্শকে লইয়া কল্পনা রাজ্যের প্রজাস্বত্ব কিনে না, তাহারা ত এইরূপ অবস্থায় সমস্ত আদায় না করিয়া পারে না। সারা রাত্রি মতিয়া জাগিয়া রহিল; তিনবার তাহার ঘরের নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপটিকে উস্‌কাইয়া ঠিক করিয়া দিল। আজ তাহার ত আলোক চাই-ই। কেন না

আজ যে তাহার হৃদয়ের সকলে জাগ্রৎ, তাহার জীবনের ঐকান্তিক বাসনা, ইচ্ছা, চেষ্টা, ব্যগ্রতা—সমস্তই একেবারে জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছে ; এখন দীপ নিভাইলে চলিবে কেন ? আর কে বলিতে পারে, হয় তাহার সমস্ত মনুষ্যত্বের এই পলকহীন জাগরণের পর, সমস্ত ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইবে কি না ? আলোকের পর, তখন যদি ঘনান্ধকার আসিয়া একটা আবেশের মত তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে,—তবে ?

রজনী অতীত হইয়া প্রভাতের ক্রোড়ে কালের চিরনব-শিশুটিকে ফেলিয়া দিয়া উদাসিনীর মত, মন্তপায়ীর চিন্তার মত, চলিয়া গেল। মতিয়া উঠিয়া একটা ছোট পুঁটলীতে তাহার সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া ঘরের কোণে রাখিল। তারপর আর একটি বস্ত্রখণ্ডে, গোটাকতক চুরুট বাঁধিয়া, সমস্ত ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া, তালা ও চাবি লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আর একবার ঘরের দিকে চাহিয়া, সে কি ভাবিল। তখনই আবার হাসিয়া চাবি লাগাইয়া, চাবিটি বস্তির কর্ত্তার নিকট রাখিয়া আসিল। তারপর চুরুটের সেই ছোট পুঁটলী লইয়া রাস্তায় বাহির হইল।

সেই খেয়াঘাটের পথ ধরিয়া চলিয়া সে মাতৃলুর কারখানায় হাজির হইল। দেখিল, দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। দু'বার করাঘাতের পর ভিতর হইতে তাহা কে খুলিয়া দিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল মাতৃলু।

মাতলু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "মতিয়াবিবি, কি মনে করিয়া ? এখানে আবার ?"

মতিয়া উত্তর করিল, "একটু দরকার আছে গো। না হ'লে কি শুধু-শুধু আসি ?"

"বটে, তা এস, এস।"

অন্য সময় হইলে মতিয়া এই আহ্বানের অস্বাভাবিকতা দেখিয়া ভয় পাইত। কিন্তু আজ সে সমস্ত ভয় পিছনে রাখিয়া আসিয়াছে। তাই বলিল, "চল না, এখানে দাঁড়িয়ে কেন ? তোমার সেই বৈঠকখানা—সেই যেখান থেকে আমায় নীচে গঙ্গার জলে ফেলে দিতে চেয়েছিলে—সেইখানে চল।"

মাতলুর বিস্ময় রাখিবার স্থান রহিল না। তাই ত! জগৎটা কি এতদিনে তাহাকে একেবারে ঠেলিয়া ফেলিতে চায় ? আর কি মাতলুকে কেহই ভয় খায় না ? আবার কি তাহার প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্য তাহাকে কঠোর হস্ত হইতে হইবে ? রহিমের যাহা করিয়াছে, একে একে সকলেরও সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে ? তাহার মুখ যেন এতদিনে বাস্তবিক চিন্তিত হইল। সে কিছু না বলিয়া বাঁশের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। মতিয়াও দরজা বন্ধ করিয়া তাহার পশ্চাদ্গমন করিল। সেই নীরবতায় শুধু বাহিরের গঙ্গার জলের শব্দ যেন ক্রমশঃই গুরু হইয়া উঠিতেছিল।

সেই ঘরে পৌঁছাইয়া, মাত্‌লু প্রশ্ন করিল, "মতিয়াবিবি, এইবার বল ত কেন আসা হয়েছে? শুধু কি আমার জন্য।"

"যদি হাঁ বলি, তা কি কর্‌বি?"

"কি করব? ঐ উপর থেকে দড়িটা ঝুলছে দেখ্‌ছিস্ ত, ঐটা থেকে আগে আলো ঝুলান হ'ত। এখন ত আলো নাই; তোর একখানা হাত বেঁধে ঝুলিয়ে, তলায় কাঠের আগুন জ্বেলে দিব। দড়িটার সদ্ব্যবহার হবে।"

মতিয়া যদিও সে দিন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, তবুও মরণের এই বিভীষিকাপূর্ণ ব্যবস্থায় তাহার হৃদয় মন যেন জমিয়া গেল। মাত্‌লু দেখিল তাহার কথার ফল হইয়াছে। সে খুব গম্ভীরভাবে বলিল. "তা হ'লে মতিয়াবিবি, কি জবাব দিতে চাও?"

"কি আবার জবাব দিব? আমাকে না হয় মার্‌বি, যে করেই হোক্; নিজেও কি বাঁচবি মনে করিস্?"

মাত্‌লু হাসিয়া বলিল, "আমি? আমার মৃত্যু ত আমার হাতে; ইচ্ছা না হলে আমি মরব না, কেউ মারতেও পারবে না।"

"আচ্ছা, পুলিশ এসে পড়ল বলে।"

"পুলিশ! মাত্‌লুরামকে পুলিশ ধর্‌বে? মতিয়া, সাত জন্ম তাদের ঘুরে ঘুরে আগে নিজেদের মরতে হবে। মাত্‌লু কোথায় থাকে, তা তুই ছাড়া ত্রিভুবনে কেউ জানে না।"

"আমিই ত খবর দিয়াছি। তোকে কি মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছি ?"

"বটে! তুই এত সত্যবাদী হলি কি করে ?"

"কেন ? আমি তোর কাছে কবে মিথ্যা বলেছি ?"

"আগাগোড়া। কোন দিন সত্যি বলে ভুল করিস্‌নি ?"

"আজ কিন্তু সত্যি বল্‌ছি মাত্‌লু। তোর পা ছুঁয়ে বল্‌ছি।"

"মাত্‌লুর হাসিমুখ অন্তর্হিত হইল। সে চোখ দু'টি বড় করিয়া মতিয়ার দিকে তাকাইয়া বলিল, "কবে বলেছিস্‌ ?"

„যে দিন তুই খুন করে আসিস্‌, সে দিন মঙ্গু এসেছিল। তাকে আমি তোর এই বাসার খবর বলে দিয়েছিলাম; আরও যাতে পুলিশে খবর পায়, তার ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম।" বলিয়া মতিয়া হাসিয়া উঠিল। এইবার তাহার হাসির পালা আসিয়াছে। মাত্‌লু অন্যমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলে ছিলি ?"

"কেন বল্‌ব না ? আমি যে সারাজীবন তোর মারধোর খেয়ে, এত করে তোকে ভালবাস্‌লাম, তুই সে সব একেবারে ভুলে, অগ্রাহ্য করে, একটা কচি ছুঁড়ীর লোভে ক্ষেপে উঠ্‌লি কেন ? যখন তুই রহিমকে খুন করেছিলি, তখন কি একবার মতিয়ার কথা ভেবেছিলি ? মতিয়া যে তোকে ভালবেসে কত লাঞ্ছনা ভোগ করেছিল, তার কথা কি তোর মনে হয়েছিল ? মাত্‌লু, মতিয়া সব সহিতে পারে; হাজারবার মার খেয়ে তার সর্ব্বাঙ্গে কালশিরা পড়েছে; কত জায়গায় যে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তা তোকে এখনও

দেখাতে পারি। কিন্তু মতিয়া অত সহ্য করে দেখবে যে মাত্‌লু তাহাকে না ভালবেসে আর একজনের জন্য একেবারে কাণ্ডজ্ঞান-হীন হয়েছে, তা হবে না। তাই সেও তার দেনা পাওনা চুকাতে চায়।”

মাত্‌লু চিত্রার্পিতের ন্যায় তাহার কথা শুনিল। যখন মতিয়া বক্তব্য শেষ করিয়া একবার ক্রূর হাসি হাসিল, তখন সে বুঝিল, মাত্‌লুর যেন কোন চেষ্টা বা প্রাণ নাই। মিনিট কতক এইরূপ নিস্তব্ধভাবে কাটিল। কেবল গঙ্গার জলরাশি যেন ক্রমশঃই অধিকতর উচ্ছ্বাস ও শব্দ লইয়া ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে মাত্‌লু যেন সজীব হইল। সে যাইয়া মতিয়াকে ধরিল। মতিয়া নিজের হাতের উপর তাহার হাতের মুঠা যেন জলন্ত লোহার মত অনুভব করিল; বলিল, “লাগে গে!” মাত্‌লু তাহার কোন উত্তর করিল না। একেবারে একটা সজোর টানে তাহাকে সেই জান্‌লাটির নিকটে আনিল। মতিয়া বুঝিল এই বার সেই প্রত্যাশিত মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। আর একটি হাত মুক্ত ছিল, সেইটি দিয়া সে প্রাণপণে মাত্‌লুকে জড়াইয়া ধরিল। মাত্‌লুকে বলিল, “মাত্‌লু, কি করবি? মরি ত দু’জনেই চল্‌। আজ ঐ দেখ গঙ্গায় বোধ হয় বাণ এসেছে। এত জল ত দেখি নাই।”

মাত্‌লু দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিল; কিন্তু বাহিরের দিকে

তাকাইয়া দেখিল সত্যই ত। আজ যে তাহার কোটার তলা পর্য্যন্ত জল, এত জল ত সেও বহু দিন দেখে নাই। সে একবার কিছুক্ষণের মত সেই অগাধ জলরাশির সফেন তরঙ্গাভিঘাতের দিকে চাহিল। কিরূপে ঢেউগুলি আজ এত বড় হইল? কেনই বা সেগুলি প্রেতাত্মার মত অস্থির, পাগলের মত ছুটাছুটি করিতেছে। মতিয়া দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। মাত্‌লুব বুকে মাথা রাখিয়া বলিল, "কি বোকা তুই মাত্‌লু! আমি কি আজ ভয় পাব বলে এসেছি। আগে যদি বুঝ্‌তাম তুই এত বোকা—" কিন্তু তাহার কথা শেষ হইল না। মাত্‌লু এত জোরে তাহার মাথাটিকে সরাইয়া দিল যে মাথাটি জান্‌লায় লাগিয়া খুব একটা ভারী শব্দ হইল। আর সমস্ত দেওয়ালটা কাঁপিয়া উঠিল। মতিয়া আবার সশব্দে হাসিয়া উঠিল। "ইস্‌ মাত্‌লু! আজ ত তুই বড় রেগে-ছিস্‌। বাহিরে কিসের শব্দ হচ্ছে না? কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে না?"

মাত্‌লু সে দিকে কাণ দিয়া শুনিল। সত্যই ত কে দরজায় ধাক্কা দিতেছে। সে দ্বার খুলিতে যাইবার জন্য মতিয়ার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল। মতিয়া বলিল, "আর যেতে হবে না। দিনে ত আর কেউ আস্‌বে না। আমি যাদের এখানকার ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম, তারাই এসেছে। ওরা নিজেরাই দরজা ভেঙ্গে আস্‌বে। তোকে কি বল্‌ছিলাম?—হাঁ, তুই এত রাগ কর্‌ছিস্‌

কেন ? এত দিন ত তোর সঙ্গে এমন করে আলাপ করি নি। তুই শুধু মারধোর করেছিস্‌, আর আমি তোর মন জোগাইয়া এসেছি। আজ আমাকে আর ত মন যোগাতে হবে না। আজ তাই আনন্দ হচ্ছে মাত্‌লু।" সে আবার মাত্‌লুর বুকে মাথা রাখিল।

মাত্‌লু একবার বাহিরে গঙ্গার দিকে চাহিয়া দেখিল। এ দিকে দ্বার ভাঙ্গার শব্দও হইল। মাত্‌লু দেখিল, সাহেব ও দেশী দু'রকমেরই লোক তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে। তাহারা কতক নীচের তলায় খুঁজিতে লাগিল; কতক উপর তলায় উঠিতে লাগিল। মতিয়া চুপি চুপি বলিল, "মাত্‌লু, ওরা এসেছে !"

মাত্‌লু কোন কথা না বলিয়া, মতিয়ার কোমর ধরিয়া তাহাকে দু'হাতে শূন্যে তুলিল। তারপর জানলার যে অংশটা খোলা ছিল, সেইখান দিয়া তাহার দেহের অর্দ্ধাংশ ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল। মতিয়ার শরীর যেন সমস্ত ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। সে তবুও প্রাণপণে মাত্‌লুর কোমর জড়াইয়া বলিল, "উঃ ! বড় লেগেছে, মাত্‌লু।" মাত্‌লু হোঃ হোঃ করিয়া তাহার সেই দানব-হাস্য একবার হাসিল। নীচে যাহারা খোঁজ করিতেছিল, তাহারা চমকিত হইল; বাঁশের সিঁড়ি বাহিয়া যাহারা উঠিতেছিল, তাহারা থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। গঙ্গার উপর হইতে যে শীকর-সিক্ত বাতাস হু হু করিয়া ঝড়ের মত বাড়ীর ভিতর আসিতেছিল, সেটা যেন সে চীৎকারের ভারে বাথিত হইয়া উঠিল। মাত্‌লু জান্‌লার

উপরের বাতায় একটা পা দিয়া মতিয়ার হাত ছাড়াইয়া গঙ্গার ভিতর ফেলিয়া দিবার মানসে একটা প্রাণপণ ঝাঁকানি দিল। সে ঝাঁকানিতে সমস্ত বাড়ীটা কাঁপিয়া উঠিল, জান্‌লা ভাঙ্গিয়া পড়িল। দু'জনে একেবারে গঙ্গাগর্ভে পড়িল।

যদি মাত্‌লু একাকী হইত, তাহা হইলে সাঁতরাইয়া গঙ্গা পার হইয়া যাইত। কিন্তু তাহার কোমর জড়াইয়া যে মতিয়া। সে কোন মতেই মতিয়ার হাত ছাড়াইতে পারিল না। মতিয়া তাহাকে ক্রমশঃই গঙ্গার মাঝে টানিতে চায়! পুলিশের লোক তীরের উপর আসিয়া দাড়াইল। একজন একটা পিস্তল উঠাইল —মাত্‌লু ডুব দিল!

গঙ্গার জল কল্‌কল্‌ শব্দে দু'কূলে আঘাত করিয়া ছুটিল। কবে অতীতের কোন্‌ বিমল প্রভাতে, দুর্জ্জেয়তার কোন্‌ কুহেলিকার মধ্যে সে গঙ্গা জন্মগ্রহণ করিয়া,—হিমাচল-মৌলে কোন্‌ যুগের উষায় আপনার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া, আত্মহারা হইয়া, আবেগ উদ্বিগ্ন বুকটিকে বহিয়া, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া, সমস্ত বাধা-বিপত্তি, কঙ্কর, পর্ব্বত, বনানী পার হইয়া যে গঙ্গা সমুদ্রের উপর আকাঙ্ক্ষার মত ঝাইয়া পড়িয়াছে; মাত্‌লু তাহার সেই হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাহার সমস্ত নির্ম্মম মনুষ্যত্ব লইয়া ডুব দিল—কোথায়ও উঠিল কি না কেহ বলিতে পার কি? গঙ্গা সে খোঁজ রাখে নাই। তাহার খোঁজই নহে—মতিয়াবিবির খোঁজও রাখে নাই।

১৪

শ্রীমান্ মন্মথ বড়ই বিপদে পড়িল। পিতার তিরস্কার উপদেশকে সে বাক্যসার বলিয়া মনে করিতে পারিল না বটে, তবে সে পিতার এই অবুঝ আচরণে বড়ই মর্ম্মাহত হইল। সত্য-চরণ যে বার্দ্ধক্যে যৌবনের মনস্তত্ত্ব বুঝেন না, তাহা মন্মথ বোধ হয় শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারিত।

বার্দ্ধক্য ও যৌবনের সংঘর্ষটা চিরকালই অব্যাহত, অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে বটে, দু'জনেই চিরদিন পরস্পরের প্রতি বিমুখ বটে, তবে এখন মন্মথ সেই বিরোধটাকে যেরূপ প্রাণে বুঝিল, বোধ হয় অনেকেই সেইরূপে বুঝিয়াছেন। তাহার রাগ হইল ঐ বিশ্বাস-ঘাতক ডাইরীর উপর। সে যখন তাহার উদ্দাম হৃদয়ের গোপন কথাগুলি ইহাকে বিশ্বাস করিয়া বলিয়াছিল, তখন সে একবারও ভাবে নাই, যে ইহা এইরূপ আচরণ বা প্রতিদান করিবে। কিন্তু কি করিবে? সত্যচরণ একেবারে বলিয়া দিয়াছেন যে পিতা হইয়া পুত্রকে ত্যাগ করিতে তিনি পারিবেন না; তবে তাঁহার নিজের আমলে বা তাঁহার পিতাপিতামহের আমলে এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই; তিনিও ঘটিতে দিবেন না। কি আশ্চর্য্য! তখন কি ঘটিয়াছিল, না ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস কি এখনও

আছে নাকি? আর যদি নাই ঘটিয়া থাকে, তবে কি বুঝিতে হইবে যে জগতে প্রণয় বলিয়া কিছু নাই? প্রেম বলিয়া কোন একটা শক্তিবিশেষ শুধু কবিকল্পনা! আছে সুধু সেই সামাজিক বিবাহের লৌকিকতা; শুধু একটা মনগড়া অন্ধ নিয়মশৃঙ্খলা! এইরূপ কৃত্রিম প্রথাতেই কি মানুষের মন বাঁধা থাকিবে? তবে মানুষ হইল কেন? তবে লোকের একটা নিজের মতামত পছন্দাপছন্দ, সুখ দুঃখ জ্ঞান, কেন হইল?

অনেকরূপ চিন্তা করিয়া মন্মথ স্থির করিল যে আমিনাকে একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া, তবে ভবিষ্যৎ জীবনের পথ অবলম্বন করিবে। যদি আমিনা তাহাকে ভালবাসে, তবে সে উত্তর-কালে দুঃখকেই জীবনের একমাত্র নিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করিবে। লেখাপড়া? আমিনাকে পাইলে তাহার লেখাপড়া অবাধে চলিতে পারে। আর যদি নাই চলে, তবে ক্ষতি কি? তাহার জীবনও পূর্ণ হইবে, তাহা হইলেই হইল।

কিন্তু আমিনাকে এইরূপে মনোভাব কহিবার সুযোগ কিছুতেই যেন হইয়া উঠে না। হয় সাবিত্রী, না হয় প্রিয়নাথ একজন না একজনের কাছে আমিনা নিযুক্ত থাকিতই। ইদানীং মন্মথ বড় তাহার দেখা পায় না। দেখা হইলেও, প্রায় সাবিত্রী উপস্থিত থাকে, সুতরাং সে দেখা না দেখার চেয়েও বেশী কষ্ট-কর,—বেশী যন্ত্রণাদায়ক হয়। আমিনা এক দিন তাহাকে বলিল,—

"দেখুন, আপনার কাছে আমি আর এখন যাব না। আপনার পড়া, পরীক্ষা। আর বাইতেও পিসীমা নিষেধ করেছেন।" মন্মথ যেন উত্তর দিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। তাহার সমস্ত হৃদয় যেন একেবারে পূর্ণ হইয়া মূক ও আত্মহারা হইয়া পড়িত।

দেখিয়া শুনিয়া অবশেষে মন্মথ, মাতুল প্রিয়নাথকে তাহার সমস্ত বেদনা নিবেদন করিয়া বলিল, "আমি ত এখন আর পড়া-শুনা করিতে পারি না। আপনি যদি মাকে কিংবা বাবাকে বলিয়া ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন, দেখুন।" প্রিয়নাথ শুনিয়া বলিলেন, "তাই ত মন্মথ, এমন ব্যাপারটা ঘটাবে তা ত ভাবি নাই। অবশ্য আমিনাকে তোমায় দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। তোমার বাবার সঙ্গেও আমার এ কথা একদিন হয়েছিল। তার বিশেষ মত নাই, তা আমি আগে দেখি ত আমিনার মত আছে কি না, পরে তোমার মাকে বলিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিব।"

"আপনি না করিলে হইবে না মামা। মার বোধ হয় একটু ইচ্ছা আছে; তবে বাবা যে অবুঝ, তাহাতে তাঁহাকে ত কোন কথা বলাই দায়।"

"হাঁ, সে কথা বুঝি বই কি!"

প্রিয়নাথ আর কি বলিবেন। এই যুবকের এত উদ্বেগ দেখিয়া

তাঁহার হাসিও পাইল বটে, তবে তিনি তাহাকে সত্যচরণের মত একেবারে নিরাশ করিতে পারিলেন না। তিনি ত জানেন, যে প্রেম বলিয়া একটা অদৃশ্য বন্ধন আছে, সেটা জন্ম-মৃত্যুর মতই একেবারে অব্যাহত, সেই রকমই একটা প্রশ্ন বিশেষ। এখনও ত সেই বন্ধন তাঁহাকে—সান্ত্বনার স্মৃতিকে তাঁহার মর্ম্মস্থানের খুব নিকটস্থ করিয়া রাখিয়াছে। তবে মন্মথ যেন একটু বাড়াইয়াছে। তা হোক ওরা ছেলে মানুষ বই ত নহে। যৌবনটা সকলের নিকট কাব্য-জগৎ—তবে সত্যচরণের নিকট ছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রিয়নাথ একদিন আমিনাকে বলিলেন, "আমিনা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মা!"

আমিনা সকৌতুক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি কথা ?"

"যখন তুই মা পথে গান করে বেড়াতিস্, তখনকার চেয়ে এ জীবনটা ভাল মনে হয় কি ?"

"তা হয় বই কি।"

"আরও ভাল লাগতে পারে, যদি আর একটি কাজ করিস্।"

"কি ?"

"যদি একটা বিয়ে করিস্, তবে দেখ্‌বি এ জীবনটা আরও বেশী মিষ্ট।"

আমিনা সপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিল, "না, না; আমি এই ত ভাল আছি। এর চেয়ে ভাল চাই না।"

"চাই না? ওকথা ত সকলেই বলে রে। কিন্তু যেই বিবাহ হয়, অমনি মত বদ্‌লায়। মন্মথ কি বল্‌ছিল জানিস্? সে তোকে বিয়ে কর্‌তে চায়।" কথাগুলি কহিয়া প্রিয়নাথ একবার আমিনার মুখের দিকে চাহিলেন।

আমিনা যেন গম্ভীর হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। প্রিয়নাথ ভাবিলেন, হয় ত লজ্জায় সে আর রহিল না। মনে করিলেন যে আমিনাও বোধ হয় মন্মথকে ভালবাসে। কি আশ্চর্য্য রকমের আসঙ্গলিপ্সা এই যৌবনটায় থাকে!

দু'জনে এক হইয়াছে কি একটা টান আপনিই কোথা হইতে আসিয়া দু'জনকে পরস্পরের দিকে টানিয়াছে। তিনি সাবিত্রীকে বলিলেন, "সাবি, তা হ'লে মন্মথর সঙ্গেই আমিনা মার বিবাহ দিব, তুই ঠিক কর। সত্য বোধ হয় ইহাতে মত দিবে না, কিন্তু তুই তাহাকে মত করাইয়া নিস্। দু'জনের মধ্যেই একটা আকর্ষণের চিহ্ন দেখেছিস্ কি?"

সাবিত্রী বলিল, "হাঁ, দাদা, আমিও ওকথা ভাব্‌ছি। কিন্তু উনি যে পাগল মানুষ, শুন্‌লেই হয় ত দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌বেন।"

"তা হ'লে চল্‌বে না। শুধু যদি তার ছেলে লইয়া এ কাণ্ড হত, তবে সে না হয় একটু তার পিতৃত্ব ফলাত, কিন্তু আমার যখন মেয়েও আছে তখন আর তা কর্‌লে চল্‌ছে না।"

"তুমিই বল না, দাদা।"

"আমি ত বল্‌বই, আর এ বিবাহে অমত কর্‌বার কিছু নাই। আমিনা ত ভাল ঘরের মেয়ে—হিন্দু কায়স্থ। আর ওর স্বভাব চরিত্র ত একেবারে অদোষণীয়।"

"তা কি আমি বুঝি না দাদা। আমার ত কোন আপত্তি নাই।"

"তবে তুই বলে দেখ্‌না সে কি বলে।"

সে দিন রাত্রে সাবিত্রী সত্যচরণকে ধরিয়া বসিল, সে ছেলের বিবাহ আমিনার সঙ্গিত দিবে। সত্যচরণ বলিলেন, "তাই ত এমন জোর ভালবাসা ত নভেল ছাড়া আমি আর কোথায়ও পাই নাই। কাজেই এ ক্ষেত্রে কি করা যায়, তাহাও নভেলের কাছেই জান্‌তে হবে। তোমার ত পড়াশুনা আছে, বল্‌তে পার এমন অবস্থায় কি করা উচিত?"

"উচিত আর কি? মিলিয়ে দেওয়া হয়।"

"দৃষ্টান্ত—উদাহরণ! যথা।—"

"দৃষ্টান্ত আমি তোমার জন্য কোথায় খুঁজ্‌তে যাব। যে বই খুঁজ্‌বে পাবে। ধর তিলোত্তমা-জগৎসিংহ, মৃণালিণী-হেমচন্দ্র।"

"উহুঁ, হল না। দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ ঠিক হল না। খুঁৎ রয়ে গেল।"

"কি খুঁৎ।"

"যে দু'টি উদাহরণ দিলে, তাহাতে দু-জনেই দু-জনকে ভালবাস্‌ত। এ ক্ষেত্রে সে রূপ কিছু আছে?"

"আমি তা জানি না। তবে বোধ হয় আছে। আর না থাক্‌লেও, সেইরূপ ঘট্‌তে কতক্ষণ। আমি এ বিয়ে দিবই।"

"ওরে বাবা; একে ছেলে প্রেমে একেবারে আকণ্ঠ ডুবেছে, জল গিল্‌ছে, তার উপর আবার ছেলের মা তার সুপারিশ, বাতশ্লেষ্মার উপর চোরা সান্নিপাতিক! এক্ষেত্রে রোগীর মত আমাকেও দেখ্‌ছি হাল ছাড়্‌তে হ'ল।"

"তা হ'লে তুমি রাজী ত?"

"এখন তাই বলে তোমার ছেলের ওষ্ঠাগত প্রাণ ত রক্ষা কর, তারপর যা হয় হবে। তা না হলে ও পরীক্ষাপত্রে প্রশ্নোত্তরে প্রেমপত্র—হতাশপ্রেম, নিরাশপ্রেম, উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম একেবারে এক যোটে সব লিখে আস্‌বে। হ'ল কি?"

"হল ভালই। তুমি ওসব বুঝতে পারবে না। থাক ত কোন্‌ মোকদ্দমা আর আইন নিয়ে। এ সব বুঝা তোমার কাজ নহে।"

"বটে! এইবার দেখাও না। কি করে বুঝ্‌তে হবে। বয়স কি গেছে?"

"গেছে না ত কি এখনও বাঁধা আছে?" বলিয়া সাবিত্রী হাসিল। বার ঘণ্টার মধ্যে এ সংবাদ মন্মথ প্রিয়নাথ পাইল।

মন্মথের প্রাণ তখন আবেগ-উচ্ছ্বাসে মত্ত হইয়া উঠিল। তবে পিতা যৌবনতত্ত্ব বুঝেন? সে যাই হউক, এখন এই সংবাদ

দিয়া আমিনাকে একবার সে ভাল করিয়া বুঝিবে। আমিনা তাহাকে সত্যই ভালবাসে কি না? সে একদিন সুযোগ পাইয়া, আমিনার নিকট উপস্থিত হইল।

অন্য দিনের মত আমিনা তাহার সহিত একেবারে হাস্য-কৌতুকে মাতিল না। আজ তাহার মুখে আবার সে অতীত-দিনের বিষাদ-রেখা যেন প্রস্ফুট হইয়াছে, তাহার চক্ষুর তলে কাল দাগ পড়িয়াছে। সে মন্মথকে দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত হইল।

মন্মথ বলিল, "আমিনা, শুনেছ?"

"কি?"

"তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে?"

আমিনা উদাস-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল দেখিয়া মন্মথ একটু যেন দমিয়া গেল। বলিল, "তুমি কি অসুস্থ, আমিনা?"

"না।"

"তবে মুখ এত শুষ্ক কেন? এ সংবাদে কি তোমার আনন্দ হচ্ছে না?"

"না।"

"কেন? তুমি কি আমায় ভালবাস না?"

"না।"

কয়েক মিনিট মন্মথ যেন কোনরূপ কথাই বলিবার মত

পাইল না। শেষে কাতর মুখে বলিল, "আমার জন্য কি তোমার একটুও টান নাই? এতটুকু স্নেহ, মমত্ব-বোধ?"

"আপনাকে ত আমি ভক্তি ও স্নেহের চক্ষে দেখি। আপনি কেন আমায় ছোট বোন ছাড়া অন্য দৃষ্টিতে দেখ্‌লেন?"

মন্মথ একটু সাহস পাইয়া বলিল, "ওঃ, তাই। তাতে বিয়ে আট্‌কায় না। পরে ঠিক হয়ে যাবে।"

আমিনা ম্লান হাসিয়া বলিল, "না না, আপনি এরূপ আশা মনে স্থান দিবেন না। আমি ত আপনার উপযুক্ত নহি। নাচ্‌ওয়ালীকে কি বিবাহ করতে আছে। তা ছাড়া চিরকাল কুসংসর্গে পড়ে জীবন কাটিয়েছি। আমার সঙ্গে বিবাহ হ'তে পারে না।"

এইবার মন্মথের একটু অভিমান হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হ'তে পারে না শুন্‌বার অধিকার কি আমার আছে?"

"শুনে কি হবে? আপনি এই জেনে রাখুন যে বিবাহ হতে পারে না—ভাই-বোন ছাড়া আর কোনও সম্বন্ধ হ'তে পারে না।"

"তবু শুনি কেন? আমি ত তোমাকে মারিতেছি না। শুধু বুঝিব যে, আমার জীবনের এই অকাল মেঘাবরণের কারণ আছে।"

"আচ্ছা কাল বল্‌ব।"

"আজ বল্‌লে ক্ষতি কি? কাল পর্য্যন্ত দারুণ উদ্বেগের বোঝা

বহিবার ত কোন আবশ্যক নাই। হয় ত কাল আর সুযোগও মিলিবে না।"

"সে আমি সুযোগ করিয়া লইব। কালই বলিব, আজ একটু ভাবিয়া লই।"

মন্মথ মনে করিল, হয় ত এই ভাবনার ফলে আমিনার মত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। মানুষ আশার কথা ছাড়িতে পারে না। আশা থাকিলে মৃত্যুও আরামের হয়। মন্মথ আশা-লুব্ধ হইয়া সে দিন আর পীড়াপীড়ি করিল না।

আমিনা নিজের ঘরে যাইয়া বহুক্ষণ জান্‌লাতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আজ তাহার মন যেন আর কিছুতেই আশ্রয় পায় না। জীবনের ইতিবৃত্তটি একটা হৃদয়-ভেদী স্বপ্নের মত তাহার বুকের উপর ভর করিল। কোথায় কেমন শান্তির মধ্যে, পল্লীর নীরব সুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে পিতামাতা ভাইভগ্নীর স্নেহ-পাশে তাহার জন্ম হইয়াছিল; কেমন করিয়া আট বৎসর পর্য্যন্ত তাহার কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না, স্বচ্ছ-তোয়া স্রোতস্বতীর মত, শরতের প্রভাতের মত, সেফালিকার হাসির মত,—সেই সময়টি বাল্যোচিত ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে। তারপর!—তারপর সংসারে সে ঢুকিয়াছিল না? কোথায় আজ সেই সংসার? আজ সেই গৃহ, পল্লী, বাল্য;—বাল্যের সুখ, আনন্দ, হাসি, আদর, সোহাগ, সে সব কোথায়? যখন হইতেই সে জীবনটাকে

বুঝিয়াছে, তখন হইতেই ত ইহা তাহাকে একেবারে নিপীড়িত করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মাত্‌লু!—কোথাকার কে সে? কেমন করিয়া তাহার সহিত আমিনার সংযোগ হইল? গ্রহের মত, উল্কাপিণ্ডের মত, ধূমকেতুর মত, মধ্যরাত্রের সঙ্গীবিহীন ঝড়ের মত—কোথা হইতে মাত্‌লু আসিল? তাহার আগমন ব্যাপারটি যেন আজ আমিনার ভাল করিয়া মনে নাই। তাহার কৈশোরের উপর একটা দৃশ্য, স্পর্শযোগ্য, বিরাট বিপদের মত মাত্‌লু কোন্ দিন আসিয়া তাহাকে আঘাত করিয়াছিল?

তারপর? এই এখানেই বা তাহার জীবন কি নিশ্চিন্ত হইয়াছে; এখানেই কি সে একেবারে সুখী হইয়াছে? কই? দিনের পর দিন গুণিয়া, সেগুলিকে নাড়িয়া, ভাবিয়া—তাহাদের স্মৃতিগুলিকে মন্থন, রোমন্থন করিয়া, সে ত সুখের লেশও দেখিতে পায় না। তবে কতকটা স্বস্তি পাইয়াছিল। তারপর;—কোথায় মঞ্জুলাল? ভাবিয়াছিল যে মঞ্জুলালকে হারাইয়া সে মন্মথকে পাইয়াছে, কিন্তু আজ যে তাহার সে সুখের দুরাশাও তাহাকে উপহাস করিয়া মর্ম্মাহত করিল।

কেহ ত তাহার অতীত-জীবনের সুগুপ্ততম রহস্যটি, কথাটি জানে না; সে যদি না জানাইয়াই চলে, সে যদি মন্মথের সহিত নূতন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া আবার তাহার নষ্ট, পরাহত আশার পুনরুদ্ধার করে? কেহই হয় ত জানিতে ও বুঝিতে পারিবে না।

নূতন সংসারের নূতন হাসি-অশ্রু, আনন্দ-আদর, সোহাগের মধ্যে নূতন করিয়া জীবনটাকে উপভোগ করিলে ক্ষতি কি? কিন্তু না—

মানুষ জগতের সকলকে প্রতারিত করিতে পারে, কিন্তু নিজেকে কি পারে? হয় ত পারে—কিন্তু সেটা নিরাপদ নহে। মানুষের ভিতরের যিনি কর্ত্তা, হৃদয়স্থিত সেই নারায়ণকে অপমান করিবে—এমন শক্তি কাহার আছে? আমিনা নিজের কথা ত নিজে জানে। তাহার জীবন যে দুঃখের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, তাহার নিয়তি যে ক্রমাগতই তাহাকে দুঃখের কেন্দ্রে,—ঘূর্ণাবর্ত্তে আকর্ষণ করিতেছে; সে কি তাহা রোধ করিতে পারিবে? তাও আবার সত্যকে, ধর্ম্মকে, ন্যায়কে, মনুষ্যত্বের প্রাণকে অপমান করিয়া, লঙ্ঘন করিয়া, পদদলিত করিয়া! না, তাহা সে পারিবে না। আমিনা ঘরের মেঝের উপর শুইয়া অজস্রধারায় কাঁদিল; তারপর, উঠিয়া কাহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া প্রিয়নাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মঞ্জুর কোন খবর জানেন? দাদা কোথায়?" প্রিয়নাথ একটু বিচলিতভাবে বলিলেন, "তা ত জানি না তবে বোধ হয় খিদিরপুরেই আছে।"

"একবার তাকে বড় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। আমি কি একদিন যাব?"

"তুমি! একলা?"

"হাঁ; আমি ত অনেকবার যাওয়া আসা করেছি।"

"সে মাত্লুর ভয়ে। তবে আর সেখানে যেতে তোমার ভয়ও নাই। মাত্লু নাই।"

আমিনা একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "কোথায় গিয়াছে?"

প্রিয়নাথ আমিনার চাঞ্চল্য লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "যেখান থেকে ফিরে এসে তোমাকে আর বার করে নিয়ে যেতে পারবে না।"

"সে কি?"

"হাঁ, সে গঙ্গায় ডুবে মরেছে। তোমায় এতদিন বলি নাই, অনেক ঘটনা হ'য়ে গেছে। খবরের কাগজে কতক কতক পেয়েছি বটে, তাতে বুঝ্লাম যে সে ভয়ানক কাজ করেছিল—আর উচিত্র মত সাজাও পেয়েছে।"

"কি কাজ?"

"রহিম ব'লে একটা লোককে খুন করে পালায়; পুলিশে অনেক সন্ধান ক'রে, তাকে তাড়া করে; সে নাকি তাই গঙ্গায় ডুবে মরেছে।"

আমিনা বসিয়া পড়িল। তাহার চোখের বাঁধ ভাঙ্গিয়া অশ্রু-প্রবাহ ছুটিল। ফুঁফারিয়া কাঁদিয়া সে ক্রন্দনকে যেন চাপিয়া রাখিবার চেষ্টায় তাহার সমস্ত মুখখানিতে একটা অনৈসর্গিক

ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রিয়নাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তার জন্য তুমি কাঁদছ কেন, আমিনা? সে ত সংসারের একটা বোঝা, একটা নিগ্রহ ছিল। তোমাকে ত চিরদিনই সে নির্যাতন করিয়াছে।" আমিনা সেখান হইতে উঠিয়া গেল। তাহার নিজের ঘরে যাইবার পথে মন্মথর সহিত দেখা হইল। মন্মথ বিরস মুখে যেন তাহারই অপেক্ষা করিয়াছিল। সে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই চোখে আঁচল দিয়া দ্রুতপদে চলিল। মন্মথ একবার ডাকিল, "আমিনা!" আমিনা তখন ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

কতক্ষণ যে মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে কাঁদিল, তাহা তাহার জানা ছিল না। যখন তাহার শোকের বেগ প্রশমিত হইল, তাহার সংজ্ঞা একটু জাগ্রৎ হইল, তখন শুনিল, যে প্রিয়নাথ ডাকিতেছেন, "মা, ওমা!"

সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। প্রিয়নাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার চোখমুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। সস্নেহে তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, "মাত্‌লু কে মা তোমার, যে তার জন্য সারাদিন এমন করিয়া কাঁদিতেছ? শত্রুর জন্য, অত্যাচারীর জন্য কি এত কাঁদে মানুষে? ছিঃ! ওঠ মা। চল, মুখ হাত ধুয়ে কিছু খাবে চল। দেখ দেখি, কত বেলা হ'য়ে গেছে। আমি কতবার এসে ডেকে ফিরে গেছি। চল মা। সে গেছে ভালই ত হ'য়েছে। একটা পাপ গিয়াছে।"

আমিনা তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া সামান্য পাঁচ বৎসরের মেয়েটির মত ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিল, "সে যে আমার সব ছিল, বাবা। তার সঙ্গে যে আমার নয় বছর বয়সে বিয়ে হ'য়েছিল।"

৭। দূর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
৮। শাশ্বত-ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ।
৯। বড় বাড়ী (৩য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
১০। অরক্ষণীয়া (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ূখ (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১৫। লাইলা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
২০। হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।
২৩। দুঃখের দায় (২য় সংস্করণ)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ।
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫। রঞ্জির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ।
৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।

৩১। নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।
৩২। হিসাব নিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।
৩৩। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। ইংরাজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ।
৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৩৭। ব্রাহ্মণ পরিবার—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
৩৮। পথে বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই. ই।
৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী—শ্রীজলধর সেন।
৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ।
৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার এম, এ।
৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৪৩। ভবানী—নিত্যকৃষ্ণ বসু।
৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৪৫। অপরিচিতা—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।
৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল।
৪৮। ছবি—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪৯। মনোরমা—শ্রীসরসীবালা বসু।
৫০। সুরেশের শিক্ষা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৫১। নাচওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ।
৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ। (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।